সকালের শিরোনাম

শনিবার

ধারণক্ষমতার সীমা পেরোলে জল ছাড়তেই হবে, বন্যা-বিতর্কে ডিভিসি'র পাশে শুভেন্দু ● পৃঃ ৬

কলকাতায় আসার আগে হোটেল যাচাই, অগ্নিকাণ্ডের পর বাংলাদেশিদের জন্য ঢাকার সতর্কবার্তা ● পৃঃ ৩

পঞ্জাবের খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ রাঘব চাড্ডার নাম ● পৃঃ ৬

দৈনিক বাংলা পত্রিকা •৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ • বাংলা ১৮ ভাদ্র ১৪৩৩ •বর্ষঃ- ০১ •সংখ্যা ঃ-৩৪৯ • মূল্যঃ- ০৫ টাকা• PRGI NO : WBBEN/25/A1493 • www.sakalershironam.in • sakalershironam@gmail.com

ফরাক্কায় ফের ধস, আপাতত অনিশ্চিত উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ

আজকের খবর

পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনের হারানো গৌরব ফেরাতে দফতরের নতুন লোগো উদ্বোধন শুভেন্দুর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

ফিরিয়ে আনতে হবে পশ্চিমবঙ্গ পর্যটনের হারানো গৌরব। একসময় দেশ তথা বিদেশের পর্যটকদের অন্যতম গন্তব্য ছিল পশ্চিমবঙ্গ। সময়ের সঙ্গে সেই আকর্ষণ অনেকটাই ম্লান হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের পর্যটনের সেই হারানো গৌরব ফেরানোই তাঁর লক্ষ্য বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে পর্যটন দফতরের নতুন লোগো উদ্বোধন ও পরিচিতি অনুষ্ঠান থেকে এই ঘোষণা করেন শুভেন্দু। সেই লক্ষ্যে পর্যটনকে ঢেলে সাজাতে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেন তিনি। এই পরিস্থিতি বদলাতেই রাজ্য সরকার তৎপর বলে দাবি করেন শুভেন্দু। পরিকাঠামো উন্নয়নে বিপুল অর্থ বরাদ্দ করার কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই সেক্টরে আমরা এবারে প্রায় ৫০০ কোটির বাজেট দিয়েছি এবং লোকবল যাতে বাড়ানো যায়, তার ব্যবস্থাও করছি।' রাজ্যের সমস্ত ট্যুরিস্ট লজ সংস্কার হবে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, রাজ্যে পর্যটনের বর্তমান অবস্থার কথা উঠে আসে। তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ একটা সময় 'ডেস্টিনেশন ওয়েস্ট বেঙ্গল' ছিল। ক্রমে ক্রমে পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃতি আমরা ধ্বংস করেছি, পশ্চিমবঙ্গের প্রাণী সম্পদ আমরা ধ্বংস করেছি, পশ্চিমবঙ্গে আমরা পর্যটন কেন্দ্রিক পরিকাঠামো নষ্ট করেছি। তার ফলে অন্যান্য রাজ্যগুলো অনেকটাই এগিয়ে গেছে।' তাঁর আক্ষেপ, দার্জিলিং, কালিম্পং বা কার্শিয়াংয়ের উপর দিয়ে পর্যটকরা যাতায়াত করলেও, তাঁরা মূলত গ্যাংটককে চলে যাচ্ছেন। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে গঙ্গার বুকে 'ওয়াটার মেট্রো' চালুর কথা উল্লেখ করেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'রেলমন্ত্রীর উপস্থিতিতে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেরলের রাজধানীর পর কলকাতা দেশের ১৭তম শহর হিসেবে 'ওয়াটার মেট্রো' পরিষেবা পেতে চলেছে। পাশাপাশি, বাবুঘাট থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত পর্যটকদের জন্য নতুন ১১টি বোট নামানো হচ্ছে, যা বিপর্যয় মোকাবিলা এবং পর্যটন;উভয় কাজেই লাগবে। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ভারসাম্য ফেরাতে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের সাহায্যে ২০ লক্ষ ম্যানগ্রোভের চারা রোপণ করা হবে।' 'ডেস্টিনেশন সুন্দরবন' নামে একটি নতুন কর্মসূচিও নিচ্ছে রাজ্য সরকার। পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য পরিকাঠামো এবং সুবিধা বাড়ানোর দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। আগামী ২ অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তীতে বক্সায় বাঘ ছাড়ার প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শিশুদের জন্য পার্ক এবং পর্যটকদের জন্য গেস্ট হাউসগুলিতে হাঁটার পথ তৈরির কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'আমরা আড্ডাপ্রিয় বাঙালি। তাই পর্যটকরা ওখানে বসে চা খেতে পারবেন, গল্প করতে পারবেন, সূর্যোদয় দেখতে পারবে।' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ, প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী-সহ বিভিন্ন কনসুলেটের আধিকারিকরা।

বন্যা পরিস্থিতি প্রসঙ্গে

শুক্রবার রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'ডিভিসি ভাল কাজ করছে। একটিও বাঁধ ভাঙেনি। অতিরিক্ত বৃষ্টির জেরেই জলাধার বাঁচাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল ছাড়তে হয়েছে। লোয়ার দামোদর এলাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে হুগলি, হাওড়া ও মালদার কিছু এলাকায় জল জমা ও ভাঙনের জেরে মানুষ প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁদের জন্য ত্রাণ, উদ্ধার এবং আশ্রয়ের সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে।' শুভেন্দুর বক্তব্য, গত দু'দিনে ডিভিসি এক লক্ষেরও বেশি পরিমাণ জল ছাড়তে শুরু করায় হুগলি গ্রামীণ এলাকায় তার প্রভাব পড়েছে। আরামবাগ মহকুমার সাতটি ব্লক এবং ন'টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা প্রভাবিত হয়েছে।

খানাকুল, জাঙ্গিপাড়া এবং গোঘাটে পরিস্থিতির দিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর ও আমতার কিছু এলাকাতেও জল ঢুকেছে। তবে বড় কোনও বিপর্যয়ের পরিস্থিতি তৈরি হয়নি বলেই দাবি মুখ্যমন্ত্রীর। তিনি বলেন, বাঁধের ধারণক্ষমতার বাইরে জল চলে গেলে জল ছাড়তেই হবে। জানান, ২০-৩০ হাজার বা ৪০-৫০ হাজার পরিমাণ জল ছাড়ার সময় কোনও বড় প্রভাব দেখা যায়নি। কিন্তু এক লক্ষের উপরে জল ছাড়ার পর কিছু এলাকায় তার প্রভাব পড়েছে। তবে সেই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রশাসন প্রস্তুত রয়েছে।

নিউটাউনে উত্তম কুমার ফিল্ম সেন্টারের ভূমিপুজো মুখ্যমন্ত্রীর

পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা হচ্ছেন মিঠুন চক্রবর্তী

সকালের শিরোনাম
সুষমা পাল মন্ডল

কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে নিউ টাউনের বুকে অত্যাধুনিক মানের উত্তম কুমার ফিল্ম সেন্টার তৈরির ঘোষণা করেছিলেন আজ তার ভূমি পূজা অনুষ্ঠান করলেন তিনি। আর সেখান থেকেই ঘোষণা করলেন আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা পদে বসতে চলেছেন প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠান চলছে কলকাতা জুড়ে। গতকাল ৩ সেপ্টেম্বর ছিল উত্তম কুমারের ১০০ তম জন্মবার্ষিকী। বাঙালির আবেগ উত্তম কুমার, বাংলা সিনেমার মুখ্য মুখ। টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে তাঁর অবদান আলাদা করে বলার নয়। তাঁর রেখে যাওয়া ছবিগুলি যুগ যুগ ধরে বাংলা ইন্ডাস্ট্রির ইতিহাসে স্বরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর পর্দার উপস্থাপনা, অনবদ্য অভিনয়, রোমান্স সবটাই সব বয়সের বাঙালির মণিকোঠায় বিদ্যমান। যাই হোক, সুপারস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে কলকাতায় মহানায়কের জন্মশতবার্ষিকী চারদিন ধরে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছিলেন রাজারহাট নে ওটা অনেক উত্তম কুমারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে রাজ্য সরকার তৈরি করবে অত্যাধুনিক মানের উত্তম কুমার ফিল্ম সেন্টার। ৫ সেপ্টেম্বর শিশির মঞ্চে 'নায়িকাদের চোখে উত্তম কুমার' ও 'অ্যাক্টিং অফ উত্তম কুমার' শীর্ষক দুটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। আর ৬ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র সদনে বিশেষ মিউজিক্যাল শ্রদ্ধার্ঘ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। রাজারহাটের নিউ টাউনে 'উত্তম কুমার ফিল্ম সেন্টার'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ভূমিপুজো। শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রসেনজিত, যীশু সেনগুপ্ত, রুপা গঙ্গোপাধ্যায়, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, মিঠুন চক্রবর্তী, রাজারহাটের বিধায়ক তরুণজ্যোতি তিওয়ারি, অর্জুন সিং-সহ আরও অনেকে। সেখানেই বক্তৃতা দিতে গিয়ে একগুচ্ছ ঘোষণা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রথমেই জানালেন, রাজ্যের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা হচ্ছেন মিঠুন চক্রবর্তী। পাশাপাশি জানালেন, 'প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন বলে সবাই বলেছিলেন তিনি রাজনীতিতে নামছেন। কিন্তু একেবারেই তা নয়, বরং নতুন সরকারের আমলে উত্তম কুমারের জন্মশতবার্ষিকী যাতে সুন্দরভাবে পালন করা হয়, সেই অনুরোধ নিয়ে তিনি আমার কাছে এসেছিলেন। আমাকে একজন বলেছিলেন, উত্তম কুমার যখন জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই দিনেও জন্মাষ্টমী ছিল, সেটা উল্লেখ করতে। উত্তম ফিল্ম সেন্টার গঠনের জন্যে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বর্ষা শেষ হলে কাজ শুরু হবে। ইন্ডাস্ট্রির লোকেরা মাঝেমাঝে এসে কাজের দেখাশোনা করবেন।' মহানায়কের জন্মতিথি স্মরণ করে তিনি জানান, তিথি অনুসারে ৩ তারিখ জন্মাষ্টমীর দিন উত্তম কুমার জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শুভেন্দু অধিকারীর কথায়, 'আমি নিজে সব সময় সময় দিতে পারি না, তবে আমার বোন পূর্ণিমা চক্রবর্তী(প্রতিমন্ত্রী) পুরো বিষয়টি দেখাশোনা করছেন।' পাশাপাশি বর্ষীয়ান অভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকের অদম্য উৎসাহকে তাঁদের কাজের বড় অনুপ্রেরণা হিসেবে উল্লেখ করেন তিনি।

কি কি থাকবে উত্তম কুমার ফিল্ম সেন্টারে

এই মেগা প্রকল্পের রূপরেখা স্পষ্ট করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, সেন্টারের জন্য আপাতত ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই জমির সয়েল টেস্ট ও সাইট সিলেকশন শেষ। পুরো কমপ্লেক্সটি মূলত তিনটি ভাগে তৈরি হবে। প্রথম ভাগে থাকবে প্রিভিউ থিয়েটার, ফুড কোর্ট, পার্কিং ব্যবস্থা এবং ৭৫০ আসনের দুটি আধুনিক সিনেমা হল দ্বিতীয় ভাগে তৈরি হচ্ছে ১০০০ আসনের একটি সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাগৃহ এবং সঙ্গে একটি ওপেন থিয়েটার। তৃতীয় অংশে থাকছে আধুনিক ল্যাব ও অ্যানিমেশন স্টুডিও সহ একাধিক যুগোপযোগী সুবিধা।

রাজ্যের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা মিঠুন

অনুষ্ঠানে এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। খুব শীঘ্রই অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে কালচারাল অ্যাডভাইজার বা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা করা হতে চলেছে। মহানায়কের জন্মশতবার্ষিকী কমিটির সঙ্গে নবান্নে আরও একবার বৈঠক সেরে নেওয়া হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সাফ কথা, 'সব জায়গায় নাক গলানো আমাদের কাজ নয়। যাঁদের যেটা কাজ, তাঁদের নিয়েই তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। আজ থেকে দু'শো বছর পর আমরা হয়তো কেউ থাকব না, কিন্তু এমন কিছু সৃষ্টি করে রেখে যেতে হবে যা বাংলা ও বাঙালি আজীবন মনে রাখবে।'

কথা রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মহানায়ক উত্তম কুমারের জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে নিউ টাউনের বুকে অত্যাধুনিক মানের উত্তম কুমার ফিল্ম সেন্টার তৈরির ঘোষণা করেছিলেন আজ তার ভূমি পূজা অনুষ্ঠান করলেন তিনি। আর্থ সেখান থেকেই ঘোষণা করলেন আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা পদে বসতে চলেছেন প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠান চলছে কলকাতা জুড়ে। গতকাল ৩ সেপ্টেম্বর ছিল উত্তম কুমারের ১০০ তম জন্মবার্ষিকী।

ঋতব্রতর বিরুদ্ধে তদন্ত কীভাবে করাতে হয়, এবার সেই পর্ব শুরু

বালুরঘাটের মহিলাকে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে বলে দাবি কুনাল ঘোষের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

'ঋতব্রতর বিরুদ্ধে তদন্ত কীভাবে করাতে হয়, এবার সেই পর্ব শুরু।' রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে বলে দাবি করে এমন হুঁশিয়ারি দিলেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুনাল ঘোষ। বছর কয়েক আগে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বালুরঘাটের এক মহিলার করা অভিযোগ দের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সেই মামলার ফাইল রিওপেন করার নির্দেশ দিয়েছে বলে দাবি করলেন তৃণমূল বিধায়ক। কুণাল ঘোষ গত ৩১ জুলাই, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে, একটি চিঠি লেখেন। এবং সেই চিঠিতে তিনি লেখেন যে, যিনি এখন বিধানসভায় তথাকথিত বিরোধী দলনেতা হিসেবে পরিচিত, সেই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে, বালুরঘাটের এক মহিলা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার , উভয়পক্ষই মহিলাদের বিরুদ্ধে যেকোনও অশালীন আচরণ এবং অভিযোগের ক্ষেত্রে, জিরো টলারেন্সের কথা বলছে, সেক্ষেত্রে বিধানসভায়, যাকে তথাকথিত বিরোধী দলনেতা বলা হচ্ছে, যার প্রতি রাজ্য সরকারের সাপোর্ট রয়েছে, সেইরকম একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে, এইরকম একটি সিরিয়াস অভিযোগ, একজন মহিলা দায়ের করেছিলেন, যেটার যথোপযুক্ত তদন্ত হয়নি বলে অভিযোগ। সেই জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে কুণাল ঘোষ চিঠি দিয়ে, আবেদন করেছিলেন। যাতে, যথাযথ তদন্ত হয়, এবং ওই মহিলার মৃত্যু হয়ে থাকলে, সেটা স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক মৃত্যু , সেই সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। এবং এটা অত্যন্ত জরুরি ভিত্তিতে, যাতে স্বরাষ্ট্র দফতর এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দেখেন। এই আবেদন তিনি করেছিলেন ৩১ জুলাই চিঠি দিয়ে। এবং আজকে কুণাল ঘোষ দাবি করেছেন, তার কাছে স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে একটি চিঠি পৌঁছেছে বলে দাবি করেছেন। এবং তিনি পোস্ট করেছেন সেই চিঠির ছবি। কুণাল ঘোষের দাবি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক একটি চিঠি রাজ্যের মুখ্যসচিবকে দিয়েছে। তিনি আজ ফেসবুকে পোস্ট করেন, 'অস্থায়ী বিরোধী দলনেতা চাটনের বিরুদ্ধে সেই মহিলার অভিযোগ ও মামলা সংক্রান্ত বিষয় আবার 'যথাযথভাবে' খতিয়ে দেখতে হবে রাজ্য সরকারকে। এবং জানাতে হবে বিধায়ক কুণাল ঘোষকে। রাজ্যের মুখ্যসচিবকে লিখিতভাবে এই নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, তাঁর দপ্তরের মাধ্যমে। চিঠির কপি পাঠানো হয়েছে আমাকে। চিঠি আসছে, বিশেষ সূত্র থেকে বার্তা পেয়েছিলাম। জন্মাষ্টমীর দিন এটি হাতে পেলাম। এরপর যথাযথ সময়ে আমি মুখ্যসচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করে নেব। চাটনের বিরুদ্ধে 'যথাযথভাবে' তদন্ত কীভাবে করাতে হয়, এবার সেই পর্ব শুরু। চাটনকে ঘিরে বালুরঘাটের মহিলার অভিযোগসহ বিভিন্ন তথ্য, নথি ও ছবি দিয়ে আমি চিঠি পাঠিয়েছিলাম কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। এসব পচা মালপত্রকে প্রমোট করাটা যে তাঁদের পক্ষেও খারাপ, সেটাও লিখি। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিঠিটি বিবেচনা করে তাঁর দপ্তরকে দিয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে পাঠিয়েছেন।

বলা হয়েছে 'যথাযথভাবে' দেখতে। আমি কেস রি-ওপেন করার দাবি রেখেছি। মহিলার কী হল, মৃত্যু হয়ে থাকলে তার প্রকৃত কারণ কী, এখন এসব দেখতে হবে। আশা করি রাজ্য সরকার চাটনকে আড়াল করতে যাবে না। গোটা প্রক্রিয়া নজরে থাকবে। যে অফিসার আড়াল করতে যাবেন, যথাযথ পদক্ষেপ নেব। চিঠিতে আমি আরও লিখেছি, যারাই মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করছে, তারাই তদন্ত থেকে বাঁচছে, এই ধারণাটা খুব খারাপ হচ্ছে। আমার চিঠিটির বিষয়বস্তু ও গুরুত্ব বিবেচনা করে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে সংশ্লিষ্ট নির্দেশ পাঠানোর জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে, অন্তত এই ইস্যুতে, ধন্যবাদ। চাটন যাদের নানা গল্প শুনিয়ে সঙ্গে রাখছে, তাঁরা ভাবুন, এই বালিশে জিভ বোলানো মালটার সঙ্গে থাকবেন? বিবেকে লাগছে না? চাটন এবার সামাল দিতে অন্য ছুতোয় দিল্লি গিয়ে বিজেপি নেতাদের জুতো চাটবে।'

ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকের অফিস খালি করার নোটিশ দমকল দপ্তরের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

পর্যাপ্ত নয় অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা। সাম্প্রতিক ফায়ার অডিটে এমন তথ্য পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি করে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস খালি করার নোটিশ দিলেও দমকল দপ্তর। অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থায় একাধিক ঘাটতির অভিযোগ তুলে ওই বহুতলের বেসমেন্ট, ষষ্ঠ ও সপ্তম তলা অবিলম্বে খালি করার নির্দেশ দিয়েছে দমকল দফতর। বৈধ অগ্নিনিরাপত্তা শংসাপত্র না পাওয়া পর্যন্ত ওই অংশগুলি ব্যবহার করা যাবে না বলেও জানানো হয়েছে। দমকলের সাম্প্রতিক পরিদর্শনের পরেই এই নির্দেশ সামনে এসেছে। সূত্রের খবর, ভবনটির অগ্নিসুরক্ষা সার্টিফিকেটের নবীকরণের মেয়াদ ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছে। এরপরেও তা পুনর্নবীকরণ না হওয়ায় অগ্নিনিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। দমকলের নোটিসে সংশ্লিষ্ট অংশগুলিকে ঝুঁকিপূর্ণ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। গত ৩১ অগস্ট ক্যামাক স্ট্রিটের ওই অফিসে কলকাতা পুলিশ ও দমকলের একটি দল যৌথ পরিদর্শন চালিয়েছিল। ভবনের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি অনুমোদিত নকশার সঙ্গে বাস্তব পরিকাঠামোর মিল রয়েছে কি না, সেটিও পরীক্ষা করা হয়। সেই পরিদর্শনে বেশ কিছু ত্রুটির ধরা পড়ে। অভিযোগ, ভবনের ড্রাইভওয়ের উপর অনুমোদনহীন ধাতব কাঠামো ও টিনের ছাউনি তৈরি করা হয়েছে, যার ফলে প্রয়োজনে দমকলের গাড়ি চলাচলে বাধা তৈরি হতে পারে। সপ্তম তলার ক্যাফেটেরিয়া এলাকায় অনুমোদনহীন এলপিজি সিলিন্ডার মজুত থাকার বিষয়টিও পরিদর্শকদের নজরে আসে। এছাড়াও, অগ্নিসংকেত ও আগুন শনাক্তকরণ ব্যবস্থা ঠিকমতো কাজ না করা, ফায়ার পাম্পের রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যা এবং সপ্তম তলার রাইজারে পর্যাপ্ত জল না থাকার মতো অভিযোগও সামনে এসেছে। জরুরি পরিস্থিতিতে বেরনোর পথ নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট মালিক ও ভাড়াটিয়াদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে দমকলের কাছে হাজির হয়ে বিষয়টির ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছিল। নিয়ম না মানা হলে অফিসের সংশ্লিষ্ট অংশ খালি করে সিল করে দেওয়ার মতো পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে বলেও নোটিসে ইঙ্গিত দেওয়া হয়। তারপরেই শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে সংশ্লিষ্ট অফিসগুলি খালি করার নির্দেশ দেওয়া হল।

মহাকাশ গবেষণায় নতুন মাইলফলক

জিএসএলভি-এফ১৭ রকেটের সফল উৎক্ষেপণে ইসরোকে প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

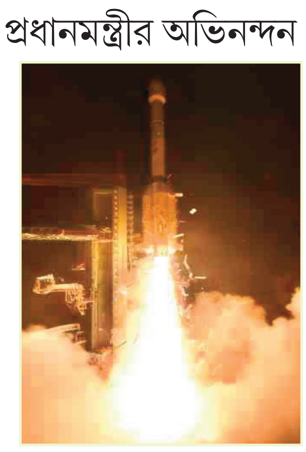

মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতের আরও এক ঐতিহাসিক সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর তৈরি জিএসএলভি-এফ১৭ রকেটের সফল উৎক্ষেপণ এবং এর মাধ্যমে উপগ্রহ ইওএস-০৫-কে মহাকাশে প্রেরণের ঘটনাকে সমগ্র দেশের জন্য এক 'গর্বের মুহূর্ত' বলে অভিহিত করেছেন তিনি। পত্র তথ্য কার্যালয়ের (পিআইবি) পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভূসমলয় কক্ষপথ বা জিওসিনক্রোনাস অরবিট থেকে

এরপর ২ পৃঃ

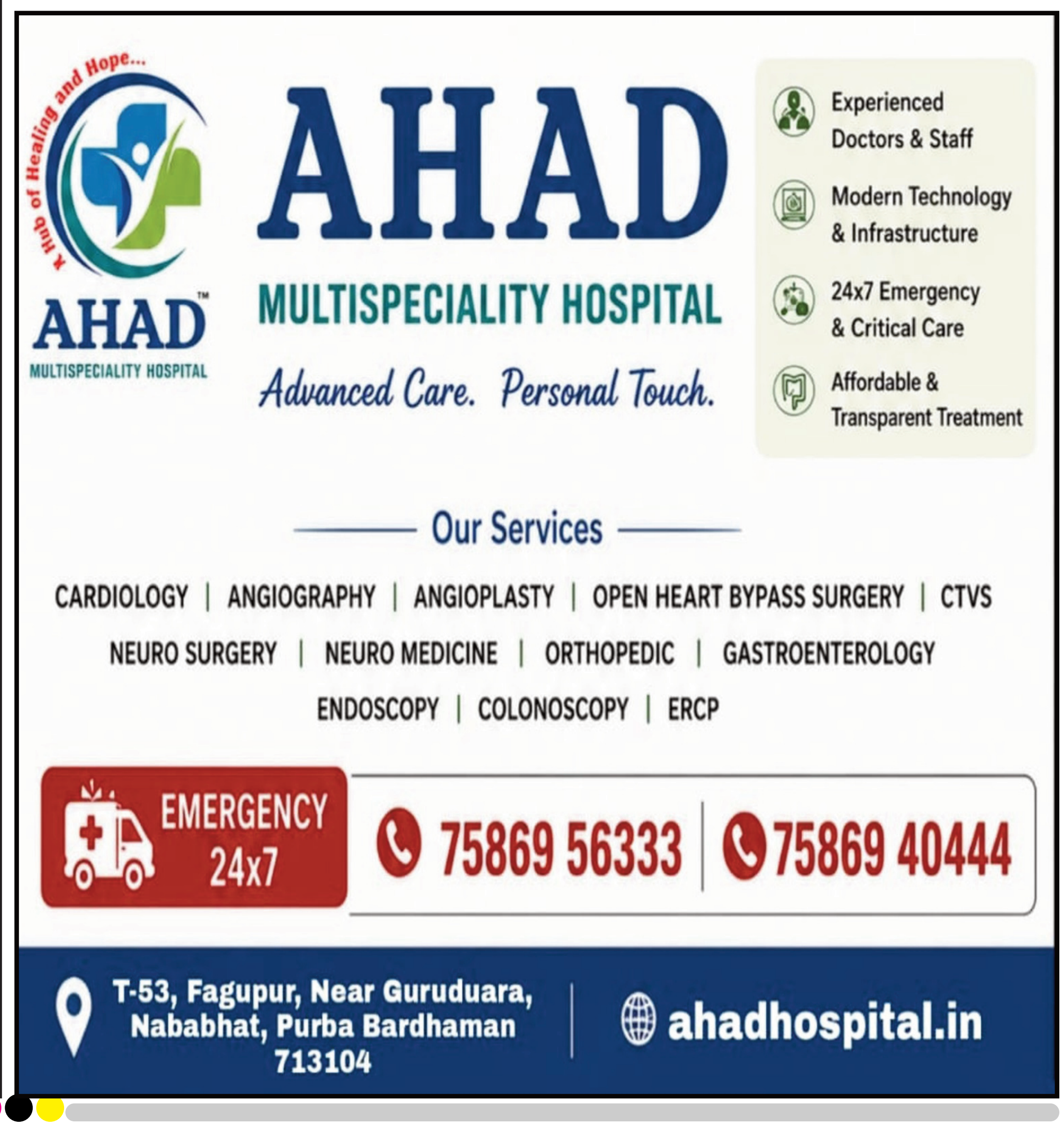

সকালের শিরোনাম
সম্পাদকীয়
৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ শনিবার

হিমালয়ের বরফ গলছে দ্বিগুণ হারে

হিমালয়ের বরফ গলছে দ্বিগুণ হারে, নেপালের বিপর্যয়ের বিজ্ঞান কী বলছে? গত ২৬ অগাস্ট, নেপালের রাসুয়া জেলায় যে ভয়াবহ আকস্মিক বন্যা আঘাত হানে, তাতে এখনও পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ৯০০ ছাড়িয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন আরও প্রায় আড়াই হাজার মানুষ। তিব্বতের সীমান্তবর্তী এলাকায় ধ্বংস হয়েছে গ্রাম, সড়ক, সেতু। সঙ্গে ভেসে গিয়েছে নেপালের জলবিদ্যুৎ খাতেরও বড় অংশ। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই প্রলয়ের উৎস ছিল লাংটাং লিরুং শৃঙ্গের কাছে একটি হিমবাহের বিশাল অংশের ধস। সেটি প্রায় ১ হাজার ৪০০ মিটার খাড়া ঢাল বেয়ে নিচে নামে, নদীতে পড়ে তৈরি করে এক বিরাট বাধা;তারপর সেই বাধা ভেঙে প্রবল বন্যায় প্লাবিত হয় উপত্যকা।ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্যোগ বিষয়ক গবেষক বসন্ত রাজ অধিকারী জানিয়েছেন, এই ঘটনার সময় মুক্তিপ্রাপ্ত শক্তি হিরোশিমায় পতিত পরমাণু বোমার থেকেও বেশি ছিল। কিন্তু, হিমালয়ের বুকে কেন এমন ঘটনা ঘটল? এর উত্তরের জন্য আমাদের ফিরে যেতে হবে ২০২৬ সালের মার্চে প্রকাশিত আইসিআইএমওডি -এর দুটি প্রতিবেদনে। কাঠমান্ডু-ভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড মাউন্টেন ডেভেলপমেন্ট ২০২৬ সালের মার্চে দু'টি প্রতিবেদন প্রকাশ করে গ্লেসিয়ার আউটলুক ২০২৬' এবং 'হিন্দুকুশ হিমালয় অঞ্চলে হিমবাহের গতিশীল পরিবর্তন ১৯৯০-২০২০'। প্রথম প্রতিবেদনটি বিশ্লেষণ করেছে, মাত্র ৩৮টি হিমবাহের তথ্য, অথচ হিন্দুকুশ হিমালয়ে হিমবাহের সংখ্যা প্রায় ৬৩ হাজার ৭০০। এই সীমিত পর্যবেক্ষণই বিজ্ঞানীদের সামনে তুলে ধরে একটি ভয়াবহ সত্য, যা বলছে ২০০০ সালের পর থেকে হিমবাহের বরফ গলার হার প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়েছে, ১৯৭৫ সাল থেকে হিমালয়ের হিমবাহগুলির বরফের পুরুত্ব ২৭ মিটার পর্যন্ত কমে গিয়েছে। ১৯৯০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে হিমবাহের মোট এলাকা কমেছে ১২ শতাংশ এবং বরফের মজুত কমেছে প্রায় ৯ শতাংশ। আর সবচেয়ে দ্রুত সংকুচিত হচ্ছে, ০.৫ বর্গকিলোমিটারের চেয়ে ছোট হিমবাহগুলি। হিমালয়ের ক্রায়োস্ফিয়ারের কিছু অংশ অপরিবর্তনীয়ভাবে সঙ্কুচিত হওয়ার সীমার কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে।বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে দিয়েছিলেন, ৪৫০০ থেকে ৬০০০ মিটার উচ্চতার মধ্যে থাকা হিমবাহ অঞ্চলের অন্তত ৭৮ শতাংশ উচ্চতা-নির্ভর উষ্ণায়নের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। পাঁচ মাস পর সেই সতর্কবাণীই যেন সত্যি হয়ে উঠল নেপালের উপত্যকায়। চত্ত শিগরি হিমবাহ, যা পশ্চিম হিমালয়ের একটি মনিটরিং কেন্দ্র, ২০২১-২২ অর্থবছরে তার ইতিহাসের সবচেয়ে নেতিবাচক ভর ভারসাম্য রেকর্ড করে, যা ছিল ১.৭১প্র ০.২৪ মিটার জলের সমতুল্য। এর পেছনে ছিল ২০২২ সালের প্রলয়ঙ্করী তাপপ্রবাহ। আবার, ২০২২-২৩ অর্থবছরে;যখন বিশ্বের গড় তাপমাত্রা ছিল রেকর্ড সর্বোচ্চ, এই একই হিমবাহ রেকর্ড করেছিল তাঁর সামান্যতম ধনাত্মক ভর ভারসাম্য (০.২২প্র ০.২৭ মিটার)।বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, ২০২৩ সালের ৮-১০ জুলাই তিন দিনে এই হিমবাহে ৩০০ মিলিমিটারের বেশি তুষারপাত হয়। এই অস্বাভাবিক গ্রীষ্মকালীন তুষারপাত হিমবাহের পৃষ্ঠের প্রতিফলন ক্ষমতা (অ্যালবেডো) বাড়িয়ে দেয়, ফলে সূর্যের তাপ শোষণ কমে যায় এবং গলন অনেকটা থেমে যায়। ৬ থেকে ২৪ জুলাই সময়টিতে হিমবাহের ভর প্রকৃতপক্ষে বেড়ে যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ২০২২-২৩ সালের এই ধনাত্মক ভর ভারসাম্য দীর্ঘমেয়াদি হিমবাহ ক্ষয়ের ধারায় কেবল একটি ব্যতিক্রমী মুহূর্ত, একে জলবায়ু পরিবর্তনের বিপরীত প্রমাণ হিসেবে দেখার ভুল করা যাবে না। বরং এই ঘটনা দেখিয়ে দেয় যে, তাপপ্রবাহ কিংবা অস্বাভাবিক তুষারপাত;কীভাবে হিমবাহের বার্ষিক ভর ভারসাম্যকে ক্ষণস্থায়ীভাবে বদলে দিতে পারে। হিমবাহ গলার সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয় হিমবাহ-হ্রদ। এই হ্রদের প্রাকৃতিক বাঁধ কোনো কারণে ভেঙে গেলে একসঙ্গে নেমে আসে বিপুল জল ও ধ্বংসাবশেষ;যাকে বলে গ্লেসিয়াল লেক আউটবার্স্ট ফ্লাড । কিন্তু, নেপালের ২৬ আগাস্টের ঘটনা ছিল আরও জটিল। ইউএসজিএসের সিসমোগ্রাফে ধরা পড়ে ৫.২ মাত্রার কম্পন;যা প্রাথমিকভাবে ভূমিকম্প বলে ভাবা হয়েছিল। পরে স্যাটেলাইট ছবি বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হন, এটি ছিল হিমবাহ-পাথরের বিশাল ধস। লাংটাং লিরুং শৃঙ্গের উত্তর ঢাল থেকে প্রায় ১ হাজার ৪০০ মিটার খাড়া নিচে নামে বরফ ও পাথরের এই স্তূপ।

স্মৃতির পাতা থেকে

ইন্দিরা গোস্বামী

ইন্দিরা গোস্বামী ১৯৪২ সালের ১৪ই নভেম্বর আসাম রাজ্যের বৃহত্তম শহর গুয়াহাটিতে উমাকান্ত গোস্বামী এবং অম্বিকা দেবীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর স্মরণে তাঁর নামকরণ করা হয়েছিল। তাঁর পরিবার ছিল একদল একনিষ্ঠ হিন্দু, যারা হিন্দুদের অন্যতম দেবতা বিষ্ণুর আরাধনা করতেন। গোস্বামী তাঁর শৈশবে মেঘালয় রাজ্যের শিলং শহরের পাইন মাউন্ট স্কুলে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে গুয়াহাটির তারিণী চৌধুরী গার্লস স্কুলে পড়াশোনা করেন। তেরো বছর বয়সে, গোস্বামী সম্পাদক কীর্তিনাথ হাজারিকার মাধ্যমে তাঁর প্রথম ছোটগল্প সংকলন 'চিনাকি মোরম' প্রকাশ করেন। গোস্বামী ১৯৬০ সালে কটন কলেজ থেকে অসমীয়া সাহিত্যে স্নাতক এবং গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।১৯৬২ সালে গোস্বামীর সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিম রাজ্য কর্ণাটকের এক তরুণ প্রকৌশলী মাধেবন রইসম আয়েঙ্গারের পরিচয় হয়। আয়েঙ্গার গুয়াহাটিতে সরাইঘাট সেতু নির্মাণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। শীঘ্রই গোস্বামী ও আয়েঙ্গার একে অপরের প্রেমে পড়েন এবং ১৯৬৬ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের পর তাঁরা ভারতের সর্বপশ্চিমের রাজ্য গুজরাটে এবং তারপর উত্তর-পশ্চিমের অঞ্চল জম্মুতে চলে যান। বিয়ের মাত্র আঠারো মাস পরেই কাশ্মীরে এক গাড়ি দুর্ঘটনায় আয়েঙ্গারের মৃত্যু হয়। স্বামীর এই আকস্মিক মৃত্যু তাঁকে তীব্র বিষণ্ণতা এবং ঘুমের ওষুধের উচ্চ মাত্রার প্রতি আসক্তির দিকে ঠেলে দেয়, যা বেশ কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টায় ইন্ধন জোগায়। কিন্তু এই ধরনের আচরণ নতুন ছিল না; গোস্বামী অল্প বয়স থেকেই বিষণ্ণতায় ভুগছিলেন এবং আগেও একাধিকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন।এই সময়েই গোস্বামী নিজেকে পুরোপুরি লেখালেখিতে সঁপে দেন; তিনি বাঁচতে লিখতেন। তাঁর উপন্যাস 'অ্যান আনফিনিশড অটোবায়োগ্রাফি'-তে তিনি তাঁর জীবনের বাধা-বিপত্তিগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন। মধ্যপ্রদেশ ও কাশ্মীরে, যেখানে তিনি তাঁর স্বামীকে কাজ করতে দেখেছিলেন, সেখানকার অভিজ্ঞতা ও কঠিন পরীক্ষার কথা 'দ্য চেহনাব'স কারেন্ট' এবং 'আহরিয়ন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।গোস্বামী নিজের কর্মজীবন গড়ার দিকে মনোনিবেশ করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আসামের গোয়ালপাড়া জেলার একটি সৈনিক স্কুলে শিক্ষিকা হিসেবে কাজ শুরু করেন। তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপেন্দ্র চন্দ্র লেখারা তাঁকে গবেষণার জন্য উৎসাহিত করেন, যার ফলে তিনি উত্তরের রাজ্য উত্তর প্রদেশের বৃন্দাবনে চলে যান। সেখানে তিনি রামায়ণী সাহিত্য (রামায়ণ প্রাচীন ভারতের দুটি প্রধান সংস্কৃত মহাকাব্যের মধ্যে একটি) অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর পিএইচডি গবেষণাপত্রের উপর কাজ করেন। এটি পরে 'রামায়ণ ফ্রম গঙ্গা টু ব্রহ্মপুত্র' নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়, যা ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক তুলসী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিল। বৃন্দাবনে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং বিধবা জীবন পরবর্তীকালে প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস 'দ্য ব্লু নেকড ব্রজ'-এ একত্রিত হয়েছিল, যেখানে বৃন্দাবনের একটি সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য ও যৌন শোষণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। 'দ্য ব্লু নেকড ব্রজ' বৃন্দাবনের কুৎসিত দিক, যেমন অল্পবয়সী বিধবাদের প্রতি দুর্ব্যবহার, তুলে ধরার জন্য সমালোচিত হয়েছিল।১৯৭১ সালে গোস্বামী দিল্লিতে চলে আসেন এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগে অসমীয়া ভাষার অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তী কয়েক বছরে তিনি তাঁর অধিকাংশ বই রচনা করেন। গোস্বামী 'মামনি রইসম গোস্বামী' ছদ্মনাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রথম উপন্যাস 'দ্য চেনাব'স কারেন্ট' প্রকাশ করেন।

শিক্ষক যখন জাতির নির্মাতা

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জীবন ও দর্শন

সুব্রত পাল, শিলচর, অসম

৫ সেপ্টেম্বর। ভারতীয় শিক্ষাজগতের কাছে দিনটি শুধুমাত্র একটি বিশেষ দিন নয়, এটি শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও আত্মমন্থনের দিন। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, বিশিষ্ট দার্শনিক, শিক্ষাবিদ এবং চিন্তাবিদ ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিন উপলক্ষে প্রতিবছর ৫ সেপ্টেম্বর দেশে শিক্ষক দিবস পালিত হয়। শিক্ষক দিবসের এই উদ্যাপন আসলে একজন ব্যক্তির জন্মদিন স্মরণ করার আনুষ্ঠানিকতা নয়, এর অন্তরে রয়েছে শিক্ষক নামের সেই মহান সত্তার প্রতি জাতীয় শ্রদ্ধা, যিনি জ্ঞানের আলোয় একটি প্রজন্মকে আলোকিত করেন এবং মানুষকে কেবল জীবিকা অর্জনের জন্য নয়, জীবনের অর্থ অনুধাবনের জন্য প্রস্তুত করেন। ১৮৮৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তৎকালীন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির তিরুতানিতে জন্মগ্রহণ করেন সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন। সাধারণ এক পরিবার থেকে উঠে এসে তিনি নিজের অসাধারণ মেধা, অধ্যবসায় এবং জ্ঞানসাধনার মধ্য দিয়ে ভারতীয় তথা বিশ্ববুদ্ধিজগতের অন্যতম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। দর্শন ছিল তাঁর প্রধান অধ্যয়নের বিষয়, কিন্তু তাঁর চিন্তার পরিধি কোনো একটি বিদ্যাশাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতীয় দর্শন, ধর্ম, নৈতিকতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং পাশ্চাত্য চিন্তাধারার মধ্যে তিনি যে সেতুবন্ধন তৈরি করেছিলেন, তা আজও বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই রাধাকৃষ্ণনের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। তিনি মাদ্রাজের ক্রিশ্চিয়ান কলেজে দর্শন নিয়ে পড়াশোনা করেন। পরবর্তীকালে শিক্ষকতা ও অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে তাঁর কর্মজীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শুরু হয়। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি দর্শন পড়িয়েছেন। পরে মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ভারতীয় সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে পৌঁছে যায়। তাঁর শিক্ষকতা ছিল নিছক পাঠ্যবইনির্ভর নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা মানুষের চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করবে, প্রশ্ন করতে শেখাবে এবং সত্যকে অনুসন্ধান করার সাহস দেবে। তাঁর কাছে শিক্ষক ছিলেন শুধু তথ্য পরিবেশনের ব্যক্তি নন, বরং একজন পথপ্রদর্শক। শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সম্ভাবনা সুপ্ত থাকে, তাকে আবিষ্কার করে বিকশিত করার দায়িত্ব শিক্ষকের। সেই কারণেই রাধাকৃষ্ণনের জীবন ও চিন্তার সঙ্গে শিক্ষকতার আদর্শ এত গভীরভাবে যুক্ত। ভারতীয় দর্শনকে বিশ্বের কাছে পরিচিত করে তোলার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যকে আধুনিক যুক্তিবোধের আলোয় ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর লেখনীতে উপনিষদ, বেদান্ত, হিন্দু দর্শন এবং ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শনের এক গভীর সংলাপ তৈরি হয়েছিল। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন, ভারতীয় দর্শন কোনও অতীতের জ্ঞানভাণ্ডার মাত্র নয়, আধুনিক মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংকটের ক্ষেত্রেও তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রাধাকৃষ্ণনের খ্যাতি ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক পরিসরে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বীয় ধর্ম ও নৈতিকতার ওপর বক্তৃতা দেন এবং পরবর্তীকালে সেখানেও অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর বিদ্যাচর্চা ভারতীয় দর্শনকে আন্তর্জাতিক একাডেমিক পরিসরে নতুন মর্যাদা এনে দেয়। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ লেখক। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে ভারতীয় দর্শনের গভীরতা, মানবিক মূল্যবোধ এবং ধর্মীয় চেতনার সার্বজনীন দিকগুলি উঠে এসেছে।

তবে রাধাকৃষ্ণনের জীবন কেবল অধ্যাপকের জীবন ছিল না। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও তিনি পালন করেন। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫২ সালে ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি হন এবং ১৯৬২ সালে দেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতির পদ অলংকৃত করেন। রাষ্ট্রপতির মতো সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে থেকেও তাঁর পরিচয়ের মূল কেন্দ্রে ছিল শিক্ষক ও দার্শনিকের সত্তা। শিক্ষক দিবসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের পেছনে রয়েছে একটি সুন্দর ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তাঁর কিছু ছাত্র ও অনুরাগী তাঁর জন্মদিন উদ্যাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন তিনি ব্যক্তিগত জন্মদিন পালনের পরিবর্তে ৫ সেপ্টেম্বর দিনটিকে শিক্ষক দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব দেন। সেই থেকেই ভারতবর্ষে ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস হিসেবে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। এই ঘটনাটির মধ্যে রাধাকৃষ্ণনের ব্যক্তিত্বের একটি গভীর দিক প্রকাশ পায়। তিনি নিজের ব্যক্তিগত গৌরবকে সামনে না এনে শিক্ষকদের সম্মানকে সামনে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর কাছে শিক্ষকতা ছিল কোনো সাধারণ পেশা নয়, এটি ছিল সমাজ ও জাতি গঠনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দায়িত্ব। একজন চিকিৎসক একজন মানুষের শরীর সুস্থ করতে পারেন, একজন প্রকৌশলী নির্মাণ করতে পারেন সেতু, রাস্তা বা নগর, একজন কৃষক মানুষের খাদ্যের জোগান দিতে পারেন। কিন্তু একজন শিক্ষক এমন মানুষ তৈরি করেন, যাঁরা ভবিষ্যতে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন। একজন বিজ্ঞানী, বিচারক, চিকিৎসক, সাহিত্যিক, প্রশাসক, শিল্পী কিংবা রাষ্ট্রনায়কের শৈশব ও কৈশোরের ভিত নির্মাণে কোনো না কোনো শিক্ষকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা থাকে। তাই শিক্ষককে সম্মান করা মানে ভবিষ্যৎকে সম্মান করা। আজকের পৃথিবীতে শিক্ষকতার গুরুত্ব আরও বেড়েছে। প্রযুক্তির বিস্ফোরণ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্রুত প্রসার, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিপুল প্রভাব এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ শিক্ষার প্রচলিত ধারণাকে বদলে দিয়েছে। এখন একজন শিক্ষার্থীর কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়াই শিক্ষকের একমাত্র কাজ নয়। কারণ তথ্য এখন হাতের মুঠোয়। কিন্তু কোন তথ্য সত্য, কোনটি মিথ্যা, কোনটি গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি ক্ষতিকর, তা বিচার করার বোধ তৈরি করা এখনও শিক্ষকের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এই কারণেই রাধাকৃষ্ণনের শিক্ষাদর্শ আজও প্রাসঙ্গিক। শিক্ষা যদি কেবল পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাওয়ার প্রতিযোগিতায় সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে তা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা হয়ে উঠতে পারে না। শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত জ্ঞান, বিবেক, যুক্তিবোধ, সহমর্মিতা এবং নৈতিকতার সমন্বয়ে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরি করা। আজ শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিযোগিতা বেড়েছে। অভিভাবকের প্রত্যাশা বেড়েছে, কর্মসংস্থানের চাপ বেড়েছে, পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষককে একই সঙ্গে শিক্ষাদাতা, পরামর্শদাতা এবং মানসিক সহায়কের ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে। একজন ভালো শিক্ষক শুধু বলেন না, তিনি শোনেনও। তিনি শুধু ভুল ধরিয়ে দেন না, ভুল থেকে শিক্ষা নেওয়ার সুযোগও তৈরি করেন। তিনি শুধু সাফল্যের পথ দেখান না, ব্যর্থতার পর আবার উঠে দাঁড়ানোর সাহসও দেন। একজন প্রকৃত শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে কৌতূহল জাগিয়ে তোলেন। তিনি বলেন না, ক্ষ্মআমার কথাই শেষ কথাক্ষ্ম, বরং শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করতে শেখান। কারণ প্রশ্ন থেকেই জ্ঞানের জন্ম। যে শিক্ষার্থী প্রশ্ন করতে শেখে, সে অন্ধভাবে কোনো কিছু গ্রহণ করে না। সে অনুসন্ধান করে, বিচার করে এবং নিজের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে শেখে। একটি সুস্থ গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য এই স্বাধীন চিন্তাশক্তি অপরিহার্য। শিক্ষক দিবস তাই শুধুমাত্র বিদ্যালয়ে ফুল দেওয়া, বক্তৃতা করা কিংবা শিক্ষককে উপহার দেওয়ার দিন নয়। এটি শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে নতুন করে ভাবার দিন। আমরা কেমন শিক্ষা চাই? এমন শিক্ষা, যা শুধু চাকরি পাওয়ার পথ তৈরি করবে, নাকি এমন শিক্ষা, যা একজন ভালো নাগরিক, দায়িত্বশীল মানুষ এবং সংবেদনশীল সমাজসদস্য তৈরি করবে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজাও শিক্ষক দিবসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। রাধাকৃষ্ণনের জীবন আমাদের আরও একটি শিক্ষা দেয়। জ্ঞান মানুষকে বড় করে, কিন্তু সেই জ্ঞানকে মানবকল্যাণে ব্যবহার করার মধ্যেই তার প্রকৃত সার্থকতা। অসাধারণ পাণ্ডিত্য তাঁকে যেমন আন্তর্জাতিক খ্যাতি দিয়েছিল, তেমনই তাঁর বিনয়, উদারতা ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে মানুষের কাছে শ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল। তাঁর জীবন প্রমাণ করে, একজন প্রকৃত শিক্ষক নিজে যতটা শেখেন, অন্যকে শেখানোর মধ্য দিয়ে ততটাই সমৃদ্ধ হন। আজ যখন সমাজে বিভাজন, অসহিষ্ণুতা, বিদ্বেষ এবং ভুয়ো তথ্যের বিস্তার আমাদের চিন্তাজগতকে প্রভাবিত করছে, তখন শিক্ষকের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শ্রেণিকক্ষের চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। বিজ্ঞানমনস্কতা ও মানবিকতা, যুক্তি ও মূল্যবোধ, প্রযুক্তি ও নৈতিকতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক দায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করতে হবে। শিক্ষক দিবসের আসল সার্থকতা তখনই, যখন আমরা শুধু শিক্ষকদের একদিন সম্মান না করে তাঁদের কাজের মর্যাদা প্রতিদিন উপলব্ধি করি। একজন শিক্ষকের হাতে একটি চক বা কলম থাকতে পারে, কিন্তু সেই হাতেই তৈরি হয় ভবিষ্যতের সমাজ। তাঁর একটি বাক্য কোনো শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিতে পারে, একটি উৎসাহের কথা তার জীবন বদলে দিতে পারে, আবার একটি অবহেলা তার সম্ভাবনার পথও বন্ধ করে দিতে পারে। তাই শিক্ষকতা নিছক পেশা নয়, এটি এক গভীর সামাজিক দায়িত্ব। সর্বপল্লী

রাধাকৃষ্ণনের জন্মদিনে তাই তাঁকে স্মরণ করার সর্বোত্তম উপায় তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান নয়, তাঁর শিক্ষাদর্শকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করা। শিক্ষাকে যদি আমরা সত্যিই জাতি গঠনের প্রধান শক্তি হিসেবে দেখতে চাই, তবে শিক্ষকের মর্যাদা, স্বাধীনতা ও দায়িত্বকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদেরও বুঝতে হবে, শিক্ষা কেবল পরীক্ষার খাতায় নম্বর পাওয়ার বিষয় নয়, শিক্ষা হলো নিজেকে জানার, পৃথিবীকে বোঝার এবং সেই পৃথিবীকে আরও সুন্দর করে তোলার প্রস্তুতি। ৫ সেপ্টেম্বরের শিক্ষক দিবস আমাদের তাই একটি চিরন্তন সত্যের কথা মনে করিয়ে দেয় একজন মহান শিক্ষক শুধু পাঠ পড়ান না, তিনি মানুষের ভিতরে আলো জ্বালিয়ে দেন। সেই আলো এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ে। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের জীবন সেই আলোরই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর জন্মদিনে ভারতের সমস্ত শিক্ষককে জানাই গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। তাঁদের হাত ধরেই আগামী দিনের ভারত জ্ঞানী হবে, মানবিক হবে, যুক্তিবাদী হবে এবং সর্বোপরি আরও ভালো মানুষ হয়ে উঠবে। আর সেখানেই নিহিত শিক্ষক দিবসের প্রকৃত তাৎপর্য।

খবর

নিউ ইয়র্কে বিশ্বমানের সংস্থা প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নিউ ইয়র্ক

দেশের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি, ডিজিটাল পরিকাঠামো এবং আর্থিক পরিষেবা ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পুঁজি আকৃষ্ট করতে নিউ ইয়র্কে একগুচ্ছ বিশ্বখ্যাত বহুজাতিক সংস্থার শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। শুক্রবার সমাজমাধ্যম এক্সে অর্থ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এই বৈঠকের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়। চলতি অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে ভারতের বাস্তব জিডিপি বৃদ্ধির হার ৭.৮ শতাংশে পৌঁছনোর প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সামনে ভারতে বিনিয়োগের বিপুল সম্ভাবনার চিত্রটি তুলে ধরেন অর্থমন্ত্রী। টিলম্যান হোল্ডিংসের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী আধিকারিক সঞ্জীব আহুজার সঙ্গে বৈঠকে অর্থমন্ত্রী জানান, সাম্প্রতিক বাজেট প্রস্তাবনা ও অনুকূল নীতি কাঠামোর দৌলতে ভারতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ক্লাউড কম্পিউটিং, ডিজিটাল পরিষেবা এবং এন্টারপ্রাইজ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটছে। এর ফলে ডেটা সেন্টার, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নেটওয়ার্ক এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগের বিপুল চাহিদা তৈরি হয়েছে। ভারতের এই পরবর্তী পর্যায়ের ডিজিটাল রূপান্তরে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানানোর পাশাপাশি বড় মাপের স্থিতিশীল ডিজিটাল পরিকাঠামো ক্যাম্পাস গড়ে তোলার বিভিন্ন দিক নিয়ে তাঁদের মধ্যে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। আন্তর্জাতিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংস্থা মার্শ রি-র শীর্ষকর্তা ডিন ক্লিসুরার নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনায় সীতারামন তুলে ধরেন যে, দক্ষ মানবসম্পদ, সুবিশাল অভ্যন্তরীণ বাজার এবং সংস্কারমুখী পরিবেশের কারণে ভারত এখন বিশ্বমানের পেশাদার পরিষেবা সংস্থাগুলির সেরা ঠিকানা। বিমান ও বিমা নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইআরডিএআই-এর স্বচ্ছ নীতি ও ভারতীয় বাজারে সমান প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের ভূয়সী প্রশংসা করে মার্শ রি জানায়, তারা ভারতে নিজেদের কার্যক্রম আরও বৃদ্ধি করতে এবং গুজরাটের গিফট সিটির অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় সক্রিয় অংশীদার হতে অত্যন্ত আগ্রহী। অন্য এক বৈঠকে বিএনওয়াই মেলনের গ্রুপ চিফ অপারেটিং অফিসার আলেহান্দ্রো পেরেজের সঙ্গে ভারতের আর্থিক বাজার ও পরিকাঠামোয় বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। ভারতের অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও সংস্কারপন্থী নীতি লগ্নিকারীদের আস্থা বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে বলে জানান অর্থমন্ত্রী। ভারতের সঙ্গে তাদের দীর্ঘস্থায়ী অংশীদারিত্বের কথা উল্লেখ করে পেরেজ জানান, ভারতীয় আইআইটিগুলির মতো শীর্ষ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার মাধ্যমে উচ্চমানের মানবসম্পদ গড়ে তুলছে তাঁদের সংস্থা। ভারতে তাদের শাখাগুলি এখন কেবল সাধারণ পরিচালন কেন্দ্র হিসেবে নয়, বরং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মতো উদ্ভাবনী ক্ষেত্রে এক কৌশলগত আন্তর্জাতিক কেন্দ্র বা গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টারে পরিণত হয়েছে। ভারতের ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচারের অগ্রগতির কথা তুলে ধরে বিএনওয়াই মেলনের প্রতিনিধিদলকে গিফট সিটি আইএফএসসি পরিদর্শন ও সেখানে বিনিয়োগের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানান অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

দেশজোড়া বিশেষ অভিযানে উদ্ধার ৩,৮০০-র বেশি শিশুশ্রমিক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

দেশজুড়ে শিশুশ্রম ও শিশুপাচারের বিরুদ্ধে এক বিশেষ উদ্ধার ও পুনর্বাসন অভিযান চালিয়ে ৩,৮০০ জনেরও বেশি শিশুকে শ্রমের নরক থেকে উদ্ধার করল জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন (এনসিপিসিআর)। কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের অধীনস্থ এই বিধিবদ্ধ সংস্থাটি শুক্রবার এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, গত ১২ জুন থেকে শুরু হয়ে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত চলা এই সর্বভারতীয় সমন্বিত অভিযানে ৫৭৫টিরও বেশি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। শিশুশ্রমিক এবং পাচারের ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের চিহ্নিতকরণ, উদ্ধার ও পুনর্বাসনের গতি বাড়াতে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রশাসন, জেলাশাসক, শ্রম দপ্তর এবং পুলিশের সঙ্গে যৌথভাবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। শিশুশ্রম ও মানবপাচারের সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে সুনির্দিষ্ট অভিযান চালানোর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। একই সঙ্গে উদ্ধার হওয়া শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, উপযুক্ত আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং তাদের পুনর্বাসন ও শিক্ষার মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার বিস্তারিত তথ্য নিয়মিত জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অভিযানের রূপরেখা সফল করতে জেলা প্রশাসনগুলির সঙ্গে নিয়মিত পর্যালোচনা বৈঠক করে কমিশন। ক্ষেত্রপর্যায়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান এবং অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট দ্রুত জমা নেওয়া নিশ্চিত করতেও সক্রিয় নজরদারি চালানো হয়। পাশাপাশি সমাজমাধ্যম ও বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমের সাহায্যে শিশুশ্রমের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তোলার কাজ চালানো হয়েছে। উদ্ধারের পর শিশুদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে শিক্ষা ও সামাজিক পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

ইতালির যুদ্ধোত্তর ইতিহাসে দীর্ঘতম মেয়াদের প্রধানমন্ত্রী মেলোনি

অভিনন্দন জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নতুন দিল্লি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইতিহাসে ইতালির সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে পদে আসীন থাকা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঐতিহাসিক নজির গড়লেন জর্জিয়া মেলোনি। এই অনন্য মাইলফলক অর্জনের জন্য শুক্রবার ইতালির প্রতিপক্ষকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুই দেশের মৈত্রী ও পারস্পরিক বোঝাপড়াকে এগিয়ে নিতে মেলোনির অব্যাহত সাফল্য কামনা করেছেন তিনি। সমাজমাধ্যম এক্সে পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, ক্ষ্মইতালির যুদ্ধোত্তর ইতিহাসে একটানা সবচেয়ে দীর্ঘ মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী পদে দায়িত্ব পালনের জন্য আমার বন্ধু প্রধানমন্ত্রী মেলোনিকে অভিনন্দন। এই অনন্য মাইলফলক তাঁর নেতৃত্বের প্রতি ইতালির জনগণের গভীর আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন।ক্ষ্ম তিনি আরও উল্লেখ করেন, ক্ষ্মভারত ও ইতালির বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিকে আরও মজবুত করতে তাঁর আন্তরিক বন্ধুত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। দুই দেশের জনগণের জন্য একটি সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে আমি তাঁর সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ চালিয়ে যেতে প্রস্তুত। আগামী দিনগুলিতে তাঁর নিরবচ্ছিন্ন সাফল্যের জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভকামনা।ক্ষ্ম ২০২২ সালের ২২ অক্টোবর ইতালির প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন জর্জিয়া মেলোনি। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর কার্যকালের মেয়াদ ১,৪১৩ দিনে পৌঁছাল, যার মধ্য দিয়ে তিনি দেশটির প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সিলভিও বার্লুসকোনির টানা শাসনের নজির অতিক্রম

করলেন। এর আগে গত জুলাই মাসে টানা দীর্ঘতম মেয়াদে ভারতের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হওয়ার অনন্য কৃতিত্বের জন্য নরেন্দ্র মোদীকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন মেলোনি। চলতি বছরের মে মাসে প্রধানমন্ত্রীর ইতালি সফরের সময় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে 'বিশেষ কৌশলগত অংশীদারি'র পর্যায়ে উন্নীত করার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেন দুই রাষ্ট্রনেতা।

সমাজমাধ্যমে বহুল চর্চিত 'মেলোডি' সম্পর্কের উষ্ণতা আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও উভয় দেশের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে।

মহাকাশ গবেষণায়

১ পৃঃ পর

পৃথিবীর ছবি তোলার উদ্দেশ্যে প্রেরিত এটিই ভারতের প্রথম দূরসংবেদী ইমেজিং উপগ্রহ। সমাজমাধ্যম এক্সে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ক্ষ্মইসরোর আরও এক অসামান্য সাফল্য এবং আমাদের জাতির জন্য এক গর্বের মুহূর্ত। জিওসিনক্রোনাস কক্ষপথ থেকে ভারতের সর্বপ্রথম ইমেজিং স্যাটেলাইট ইওএস-০৫ বহনকারী জিএসএলভি-এফ১৭-এর সফল উৎক্ষেপণ ভারতের মহাকাশ ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠত্ব, উদ্ভাবনী শক্তি এবং ক্রমবর্ধমান সক্ষমতার প্রতিফলন। প্রধানমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, ইসরোর সঙ্গে ভারতীয় শিল্পমহলের ক্রমবর্ধমান অংশীদারি দেশের মহাকাশ কর্মসূচিতে নতুন মাত্রা ও শক্তি যোগ করছে। এর ফলে সামগ্রিক মহাকাশ বাস্তুতন্ত্র জুড়ে দেশের

নিজস্ব প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বহুলাংশে প্রসারিত হচ্ছে। নতুন এই উপগ্রহটির মাধ্যমে দেশীয় নিরাপত্তা, আবহাওয়া সংক্রান্ত গবেষণা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগাম সতর্কবার্তা পাওয়ার ক্ষেত্রটি আরও সুদৃঢ় হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বেলুড় মঠে কাঠামো পুজো, দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি শুরু

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বেলুড়

দুর্গাপুজোর ঢাকে কাঠি পড়তে এখনও কয়েক সপ্তাহ বাকি। তার আগেই শুক্রবার, ৪ সেপ্টেম্বর বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হল শ্রীশ্রী দুর্গাপ্রতিমার কাঠামো পুজো। মঠের দীর্ঘদিনের রীতি মেনেই এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হল এ বছরের দুর্গোৎসব ঘিরে পরবর্তী প্রস্তুতি। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ, মা সারদা, স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মৃতিবিজড়িত বেলুড় মঠে দুর্গাপুজোর আলাদা ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। তাই প্রতিমা নির্মাণের প্রাথমিক পর্যায়ের এই পুজোও ভক্তদের কাছে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। কাঠামো পুজোর পরেই প্রতিমা তৈরির কাজ এগিয়ে যাবে পরবর্তী ধাপে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রকাশিত কর্মসূচি অনুযায়ী, এ বার বেলুড় মঠে দুর্গাপুজো হবে ১৮, ১৯ এবং ২০ অক্টোবর। বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে তিন দিন ধরে সপ্তমী, মহাষ্টমী ও মহানবমীর পুজো হবে। ১৮ অক্টোবর, রবিবার সপ্তমীর পুজো শুরু হবে ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে। ১৯ অক্টোবর, সোমবার মহাষ্টমীর পুজোও শুরু হবে একই সময়ে। ওই দিন সকাল ৯টায় কুমারী পুজো এবং সকাল ১০টা ২৮ মিনিট থেকে ১১টা ১৬ মিনিট পর্যন্ত সন্ধিপুজো হবে। ২০ অক্টোবর, মঙ্গলবার মহানবমীর পুজো শুরু হবে ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে। শ্রীশ্রী দুর্গার ভোগারতির পর অনুষ্ঠিত হবে হোম। প্রতিদিন শ্রীশ্রী দুর্গার ভোগারতির পর পুষ্পাঞ্জলির ব্যবস্থা থাকবে। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতির পর হবে সন্ধ্যারতি। মঠ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ বছরের দুর্গাপুজোর অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হবে বেলুড় মঠের ইউটিউব চ্যানেলে। দূরদর্শনের বাংলা চ্যানেলে পুজোর সম্প্রচারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বেলুড় মঠের দুর্গাপুজো শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, রামকৃষ্ণ ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক আয়োজন। প্রতি বছরই পুজোর দিনগুলিতে মঠে বহু ভক্ত ও দর্শনার্থীর সমাগম হয়। ফলে কাঠামো পুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া প্রস্তুতির গুরুত্ব কেবল প্রতিমা নির্মাণেই সীমাবদ্ধ নয়; আগামী কয়েক সপ্তাহে মঠ চত্বরে পুজোকে ঘিরে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাও ধাপে ধাপে চূড়ান্ত হবে। মঠের তরফে জানানো হয়েছে, দুর্গাপুজোর বিস্তারিত কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে প্রকাশ করা হবে। ফলে কাঠামো পুজোর সঙ্গে সঙ্গেই বেলুড় মঠে এ বছরের দুর্গোৎসবের কাউন্টডাউনও কার্যত শুরু হয়ে গেল।

ধারণক্ষমতার সীমা পেরোলে জল ছাড়তেই হবে

বন্যা-বিতর্কে ডিভিসি'র পাশে শুভেন্দু

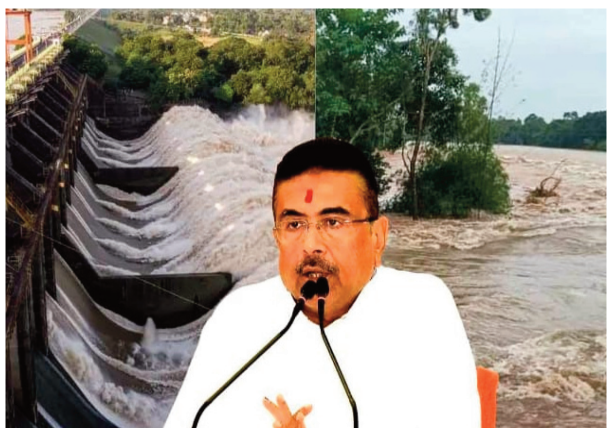

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

ডিভিসির জল ছাড়া নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে ফের বিতর্ক শুরু হলেও শুক্রবার তার দায় কার্যত জলাধারের উপর চাপিয়ে না দিয়ে ভিন্ন ব্যাখ্যা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, টানা বৃষ্টিতে জলাধার নির্ধারিত সীমার বাইরে চলে গেলে জল বার করার প্রয়োজন অনিবার্য। একই সঙ্গে বন্যাকবলিত এলাকায় প্রশাসনের তৎপরতা এবং মালদহ-মুর্শিদাবাদের গঙ্গাভাঙন মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার কথাও জানান তিনি। জলসম্পদ ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ক্ষ্মডিভিসি খুব ভাল কাজ করছে। একটাও বাঁধ ভাঙেনি। আগের মতো বালির ব্যাগ নিয়ে উৎসব করতে হচ্ছে না। ড্যামের ক্যাপাসিটির বাইরে বৃষ্টি হলে জল তো ছাড়বেই।ক্ষ্ম তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, একটানা বৃষ্টির জেরে জলাধারগুলিতে বিপুল জল জমেছিল। পরিস্থিতি সামলাতে গত দু'দিনে ডিভিসিকে এক লক্ষ কিউসেকের বেশি জল ছাড়তে হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে নিম্ন দামোদর অববাহিকার কয়েকটি এলাকায়। হুগলির আরামবাগ মহকুমার সাতটি ব্লক ও ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর ও আমতার কিছু অংশে জল জমেছে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়া ও পশ্চিম বর্ধমানের সংশ্লিষ্ট এলাকায় কোনও বাঁধ ভাঙেনি। স্লুইস গেট এবং ড্যামও স্বাভাবিক ভাবে কাজ করছে। বন্যার পাশাপাশি গঙ্গাভাঙনও এ দিনের বৈঠকে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। মালদহ ও মুর্শিদাবাদের দীর্ঘদিনের এই সমস্যা মোকাবিলায় কানপুর আইআইটির বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে রাজ্য আলোচনা করছে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। জলশক্তি মন্ত্রক এবং পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের মধ্যে সমন্বয় রেখে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরির কথাও বলেছেন তিনি।

ভাঙন রুখতে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা সংস্থা ও রাজ্য তহবিলের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছেও অতিরিক্ত অর্থ চাওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর আশা, 'আগামী এক থেকে দু'বছরের মধ্যে' গঙ্গাভাঙন সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দিকে এগোনো সম্ভব হবে। এদিকে রেলপথে জল ও ধসের জেরে আটকে পড়া যাত্রীদের জন্য প্রশাসনকে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মালদহ ও মুর্শিদাবাদের জেলাশাসকদের খাবার এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। রাতে যাঁরা আটকে থাকবেন, তাঁদের সরকারি আবাসনে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজন হলে স্থানীয় হোটেল বা লজ ভাড়া করে বিনামূল্যে থাকার ব্যবস্থাও করা হবে। যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছে দিতে অতিরিক্ত ২০টি বাস নামানো হয়েছে। অর্থাৎ তাৎক্ষণিক দুর্ভোগ সামলানোর পাশাপাশি জলবণ্টন ও নদীভাঙনের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাকে আলাদা করে দেখছে সরকার। ডিভিসির জল ছাড়া নিয়ে পুরনো রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর এ দিনের অবস্থান সেই বার্তাই স্পষ্ট করল।

তিলক মুছে দেওয়ার অভিযোগ, শিক্ষিকাকে সাসপেন্ড

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

স্কুলপড়ুয়ার কপালের চন্দনের তিলক মুছে দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে পদক্ষেপ করল স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ। কলকাতার হলি মিশন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের অভিযুক্ত শিক্ষিকাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআরও দায়ের হয়েছে বলে শুক্রবার জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার পরই ঘটনাটি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। ভিডিয়োয় এক পড়ুয়াকে বলতে শোনা যায়, স্কুলে যাওয়ার আগে কপালে লাগানো চন্দনের তিলক শিক্ষিকা মুছে দেন। বৃহস্পতিবার গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশনে বিবেকানন্দ বিদ্যাবিকাশ পরিষদের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তখন অবশ্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম জানাননি তিনি। সেদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, ক্ষ্মসোশাল মিডিয়ার ভিডিওতে এক ছাত্র অভিযোগ করছে, তার মাথায় চন্দনের টিকা মুছিয়ে দিচ্ছেন শিক্ষক। বলছেন, মুখ ধুয়ে এস, টিকা নিয়ে ক্লাসে আসা যাবে না। কে টিকা রাখবে, কে তুলসী পরবে- পশ্চিমবঙ্গে এটা তো আস্থা, পরম্পরা, ঐতিহ্য।ক্ষ্ম শুক্রবার জলসম্পদ ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, অভিযোগটি কলকাতার হলি মিশন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের এক শিক্ষিকাকে ঘিরে। নিয়মবহির্ভূত আচরণের অভিযোগে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁকে সাসপেন্ড করেছে এবং পুলিশও মামলা করেছে বলে জানান তিনি। তবে বিষয়টি শুধু ওই স্কুলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি মুখ্যমন্ত্রী। বিকাশ ভবনের এক কর্মীর বিরুদ্ধেও পদক্ষেপের কথা জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে আপত্তিকর মন্তব্য-সহ পোস্ট করার অভিযোগ ওঠার পর শিক্ষা দফতর ওই কর্মীকে সাসপেন্ড করেছে। সরকারি চাকরিতে থেকে সাংবিধানিক পদে থাকা ব্যক্তিদের সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য বরদাস্ত করা হবে না;এই অবস্থান স্পষ্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্যে সরকারি কর্মীদের জন্য শৃঙ্খলা ও আচরণবিধি মেনে চলার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। একই সাংবাদিক বৈঠকে জন্মাষ্টমীর ছুটি নিয়েও সরকারের অবস্থান জানান শুভেন্দু। সরকারি দফতর এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মদিবস নির্ধারণে বর্তমান সরকারের নীতি আগের সরকারের থেকে আলাদা; তাও স্পষ্ট করেন তিনি। দুটি পৃথক ঘটনায় দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপ এবং একই সঙ্গে ছুটি ও কর্মদিবস নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করার মধ্য দিয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়ম এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার বার্তাই এ দিন সামনে আনতে চেয়েছে সরকার।

চোখের চিকিৎসায় আমেরিকায় অভিষেক, তিন সপ্তাহের বিদেশযাত্রায় আদালতের শর্তও

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

চোখের চিকিৎসার জন্য আমেরিকায় গেলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রের খবর, চিকিৎসার জন্য প্রায় তিন সপ্তাহ বিদেশে থাকবেন তিনি। তবে এই সফর শুধুমাত্র চিকিৎসাজনিত বিষয় নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আদালতের বেঁধে দেওয়া একাধিক শর্তও। জানা গিয়েছে, বুধবার দিল্লি যান অভিষেক। সেখান থেকেই বৃহস্পতিবার আমেরিকার উদ্দেশে রওনা দেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই চোখের সমস্যার চিকিৎসা করাতে বিদেশে যাতায়াত করেন তৃণমূলের এই সাংসদ। এ বারও সেই চিকিৎসার ধারাবাহিকতায় আমেরিকায় গিয়েছেন তিনি। বিদেশযাত্রার অনুমতি পাওয়ার ক্ষেত্রে অবশ্য একাধিক আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে অভিষেককে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, তাঁর চোখের সমস্যা বা চিকিৎসার প্রয়োজন যদি রাজ্যে পর্যাপ্ত ভাবে মেটানো সম্ভব না হয়, সে ক্ষেত্রে প্রথমে এসএসকেএম হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের প্রধানের পরামর্শ নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। পরে শর্তসাপেক্ষে বিদেশে চিকিৎসার অনুমতি মেলে। আদালতের নির্দেশে বিদেশে থাকার সময়সীমাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থাকে সফর সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। কোথায় চিকিৎসা হবে, কোথায় থাকবেন, যাতায়াতের বিমানের তথ্য এবং কবে দেশে ফিরবেন;এই সব তথ্য তদন্তকারী সংস্থার কাছে জমা দিতে হবে। একই সঙ্গে ওই তথ্য গোপন রাখার কথাও জানানো হয়েছিল। অভিষেকের চোখের সমস্যার সূত্রপাত ২০১৬ সালের একটি পথ দুর্ঘটনার পর। সিঙ্গুরের কাছে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনায় তাঁর বাঁ চোখে গুরুতর আঘাত লাগে। পরবর্তী সময়ে একাধিক অস্ত্রোপচার হয়েছে। দুই চোখের দৃষ্টিশক্তির মধ্যে ভারসাম্য আনতেও চিকিৎসা করতে হয়েছে। ২০২৪ সালে আমেরিকায় চিকিৎসার সময় নিজের চোখের ছবি সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন তিনি। সে সময় জানিয়েছিলেন, এখনও পর্যন্ত আট বার চোখে অস্ত্রোপচার হয়েছে।

কলকাতায় আসার আগে হোটেল যাচাই, অগ্নিকাণ্ডের পর বাংলাদেশিদের জন্য ঢাকার সতর্কবার্তা

কলকাতায় চিকিৎসা বা অন্য প্রয়োজনের কাজে আসা বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য বিশেষ সতর্কতা জারি করল বাংলাদেশ। শহরের কয়েকটি হোটেল-রেস্তরাঁয় অগ্নিনিরাপত্তা সংক্রান্ত পদক্ষেপের জেরে সাময়িক বন্ধ থাকার পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায়, কলকাতায় অবস্থিত বাংলাদেশের উপ-দূতাবাস আগাম আবাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে আসার পরামর্শ দিয়েছে। বৃহস্পতিবার জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, কলকাতায় পা রাখার আগেই যে হোটেলে থাকার পরিকল্পনা, সেটি বর্তমানে চালু রয়েছে কি না, ঘর পাওয়া যাবে কি না এবং তার অবস্থান কোথায়; এসব তথ্য নিশ্চিত করে নেওয়া প্রয়োজন। হোটেল বুকিংয়ের বৈধতাও যাচাই করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসা রোগীদের সঙ্গীদের ক্ষেত্রে। উপ-দূতাবাস জানিয়েছে, রোগীর সঙ্গে থাকা ব্যক্তিদের সফরের আগেই হোটেল ঠিক করে নেওয়া উচিত। হাসপাতাল থেকে হোটেলের দূরত্ব, ঘরের প্রাপ্যতা এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য পরিষেবাও আগে যাচাই করতে বলা হয়েছে। এই সতর্কতার পিছনে রয়েছে কলকাতার সাম্প্রতিক হোটেল অগ্নিকাণ্ড। মধ্য কলকাতার একটি হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছিল। মৃতদের মধ্যে সাত জন বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। চিকিৎসার জন্য কলকাতায় এসে তাঁরা ওই হোটেলে ছিলেন। ঘটনার পর নিউ মার্কেট ও ফি স্কুল স্ট্রিট সংলগ্ন এলাকায় একাধিক হোটেল ও রেস্তরাঁ প্রশাসনিক পদক্ষেপের মুখে পড়েছে।

বেনিয়াপুকুরে ঘর ভাড়া নিয়ে আমেরিকায় প্রতারণার অভিযোগ, নগদ ১০ লক্ষ-সহ ধৃত ৩

সকালের শিরোনাম
বিশেষ প্রতিনিধি
কলকাতা

কলকাতার একটি ফ্ল্যাট থেকে মার্কিন নাগরিকদের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগে তিন যুবককে গ্রেফতার করল কলকাতা সাইবার পুলিশ। তদন্তকারীদের দাবি, বেনিয়াপুকুরের ওই ঘরে বসেই আমেরিকার নাগরিকদের ফোন করে নিজেদের পেপ্যালের কর্মী বলে পরিচয় দিত অভিযুক্তরা। তার পর বিভিন্ন দূরবর্তী-নিয়ন্ত্রণের সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে তাঁদের কম্পিউটার বা অন্যান্য যন্ত্রে ঢোকার চেষ্টা করা হত। অভিযোগ, সেই পথে ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত গোপন তথ্য হাতিয়ে নিয়ে টাকা সরানো হত। পুলিশ সূত্রে খবর, ৩ সেপ্টেম্বর রাতে অভিযান শুরু হয়ে চলে ৪ সেপ্টেম্বর ভোর পর্যন্ত। কলকাতা সাইবার থানার জেনারেল ডায়েরির ভিত্তিতে এবং গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বেনিয়াপুকুর লেনের 'সানি রক ভিলা'-র পঞ্চম তলার ৫বি নম্বর ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালানো হয়। সেখানে কল সেন্টারের আদলে পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছিল বলে তদন্তকারীদের দাবি। অভিযানে পাঁচটি মোবাইল ফোন, চারটি ল্যাপটপ, একটি ট্যাব, ছ'টি চেকবই, নগদ ১০ লক্ষ ১০ হাজার টাকা এবং বেশ কিছু নথি উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকেই গ্রেফতার করা হয় মোঃ আনাস (২৮), আয়ান হোসেন (২০) এবং সৈয়দ জায়েদকে (১৯)। পুলিশের অভিযোগ, ভিওআইপি প্রযুক্তির সাহায্যে বিদেশে ফোন করা হত। প্রথমে পেপ্যালের প্রতিনিধি সেজে বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি, তার পর দূরবর্তী-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ;এই পদ্ধতিতেই প্রতারণা চালানো হচ্ছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। উদ্ধার হওয়া বৈদ্যুতিন যন্ত্রগুলি পরীক্ষা করে চক্রের পরিধি বোঝার চেষ্টা চলছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রযুক্তি আইন এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাঁদের আদালতে পেশ করা হবে। একই সঙ্গে এই কর্মকাণ্ডে আরও কেউ যুক্ত কি না, সেই প্রশ্নও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনাটি ফের দেখাল, শহরের আবাসিক ফ্ল্যাটকে আড়াল করে আন্তর্জাতিক সাইবার প্রতারণার পরিকাঠামো গড়ে তোলার অভিযোগ কতটা বাস্তব। বিদেশি নাগরিককে লক্ষ্য করে পরিচালিত এই ধরনের চক্রের ক্ষেত্রে কলকাতা যে শুধু কার্যক্ষেত্র নয়, প্রযুক্তিনির্ভর প্রতারণার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিও হয়ে উঠতে পারে;তদন্তের পরিধি বাড়লে সেই ছবিই আরও স্পষ্ট হবে।

যাদবপুরের দেওয়াল মুছতেই প্রেসিডেন্সিতে পাল্টা বার্তা, 'ফ্যাসিবাদ' নিয়ে সরব পড়ুয়ারা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়াল লিখন ঘিরে যাদবপুরে যে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে, তার আঁচ এ বার পৌঁছল প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়েও। শুক্রবার প্রেসিডেন্সির একাধিক দেওয়ালে দেখা গেল রাজনৈতিক স্লোগান ও গ্রাফিতি। সেখানে 'ফ্যাসিবাদ'-এর বিরোধিতার পাশাপাশি হিটলারের প্রসঙ্গ টেনে আক্রমণাত্মক বার্তাও লেখা হয়েছে। যাদবপুরের দেওয়াল লিখন মুছে ফেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই এই প্রতিবাদ বলে দাবি প্রেসিডেন্সির একাংশ পড়ুয়ার। তাঁদের বক্তব্য, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে দেওয়াল শুধু সৌন্দর্যায়নের মাধ্যম নয়, মতপ্রকাশেরও একটি জায়গা। তাই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়াল থেকে রাজনৈতিক বক্তব্য সরিয়ে দেওয়ার ঘটনায় অন্য ক্যাম্পাসের পড়ুয়ারাও প্রশ্ন তুলছেন। প্রেসিডেন্সির ছাত্র অন্তিক শঙ্কর মজুমদারের বক্তব্য, ক্ষ্মদেওয়াল লিখন শুধুমাত্র শৈল্পিক কাজ নয়, আমাদের প্রতিবাদের ভাষা তুলে ধরার একটা জায়গা।ক্ষ্ম তাঁর দাবি, অতীতেও যাদবপুর ও প্রেসিডেন্সির পড়ুয়ারা বিভিন্ন আন্দোলনে পাশাপাশি থেকেছেন। সেই ধারাবাহিকতাতেই যাদবপুরের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত। তাঁর প্রশ্ন, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে স্লোগান নিয়ে আপত্তি তৈরি হচ্ছে কেন? যাদবপুরে অবশ্য বিতর্কটি আরও রাজনৈতিক মাত্রা পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দেওয়াল লিখন নিয়ে প্রকাশ্যে আপত্তি জানানোর পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কয়েকটি লেখা মুছে দেয়। সাদা রং করা সেই জায়গাতেই ফের পড়ুয়ারা নিজেদের বক্তব্য লেখেন। পরে কলকাতা পুরসভার কর্মীরা রাতের দিকে গিয়ে আবার তা মুছে দিয়েছেন বলে পড়ুয়াদের একাংশের অভিযোগ। তার পরেও নতুন করে স্লোগান দেখা যায়। এই পরিস্থিতিতে যাদবপুরের এনএসএফ-ও শুক্রবার ক্যাম্পাসে একাধিক দেওয়াল লিখনের কর্মসূচি নিয়েছে। সংগঠনের সদস্য সোম সূর্য বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তাঁদের লেখায় দেশপ্রেমের বার্তাও থাকবে। একই সঙ্গে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে পাল্টা রাজনৈতিক আক্রমণও করেছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, বামপন্থীরা যখন তাঁদের হিটলার বা মুসোলিনির সঙ্গে তুলনা করেন, তখন তাঁরাও পাল্টা তুলনা টানতে পারেন। তিনি বলেন, ক্ষ্মআসলে ওরা একই মুদ্রার এদিক-ওদিক।ক্ষ্ম এদিকে যাদবপুরের ঘটনায় প্রাক্তনীরাও সরব হয়েছেন। প্রায় ২৭০ জন প্রাক্তনীর স্বাক্ষর করা বিবৃতিতে ক্যাম্পাসে রাতের হামলা, পড়ুয়াদের উপর আক্রমণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তিতে আগুন লাগানোর অভিযোগ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

পুলিশ ও প্রশাসনের উপস্থিতির মধ্যেও কী ভাবে এমন ঘটনা ঘটল, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। ফলে দেওয়াল লিখনকে ঘিরে আপাতদৃষ্টিতে শুরু হওয়া বিতর্ক ক্রমেই বৃহত্তর রাজনৈতিক মতপ্রকাশের প্রশ্নে পরিণত হচ্ছে। যাদবপুর থেকে প্রেসিডেন্সি;দুই ক্যাম্পাসের দেওয়ালই এখন সেই সংঘাতের প্রকাশ্য মঞ্চ।

মার্চেই নন্দীগ্রাম থেকে ট্রেন? বাকি জমি নিয়ে শেষ মুহূর্তের তৎপরতা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

নন্দীগ্রামের রেল যোগাযোগ নিয়ে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসানের সময়সীমা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, সব কিছু পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোলে ২০২৭ সালের মার্চের মধ্যেই দেশপ্রাণ থেকে নন্দীগ্রামের হরিপুর পর্যন্ত রেল পরিষেবা চালু করা সম্ভব হবে। পরিষেবা শুরু হলে প্রথম ট্রেনেই নন্দীগ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে যাত্রী হওয়ার ইচ্ছার কথাও জানিয়েছেন তিনি। প্রকল্পটির সবচেয়ে বড় বাধা ছিল জমি। প্রায় ১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রেলপথের নির্মাণে প্রায় সাড়ে ৬ একর জমি নিয়ে জট তৈরি হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, তার মধ্যে প্রায় সাড়ে ৩ একর ইতিমধ্যেই রেল প্রকল্পের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে। বাকি প্রায় ৩ একর জমিও দ্রুত হস্তান্তরের উদ্যোগ চলছে। রেয়াপাড়া শিব মন্দির মাঠে সরকারি অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে শুভেন্দু এই প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে পূর্বতন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সরব হন। তাঁর অভিযোগ, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর নন্দীগ্রাম থেকে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরাজয়ের জেরেই প্রকল্পটি কার্যত গুরুত্ব হারিয়েছিল। তাঁর কথায়, ক্ষ্মনন্দীগ্রামের মানুষের স্বার্থে রেল যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।ক্ষ্ম রেল পরিষেবা দ্রুত চালুর জন্য রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গেও কথা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, রেল মন্ত্রকও প্রকল্পটি এগিয়ে নিয়ে যেতে আগ্রহী। রেল চালু হলে নন্দীগ্রামের যোগাযোগের মানচিত্রে বড় বদল আসতে পারে। এখন মূলত সড়কনির্ভর যাতায়াতের উপর নির্ভরশীল এলাকার মানুষ কলকাতা, তমলুক ও দীঘার সঙ্গে তুলনামূলক সহজে যুক্ত হতে পারবেন। চিকিৎসা, শিক্ষা এবং ব্যবসার প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার খরচ ও সময়ও কমার সম্ভাবনা রয়েছে। পর্যটন ক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়তে পারে। তবে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই নজর এখন বাস্তবায়নের দিকে। জমি হস্তান্তরের বাকি কাজ, রেলপথ নির্মাণ এবং পরিকাঠামো তৈরির সময়সীমা;সব কিছুর উপর নির্ভর করছে মার্চের লক্ষ্য পূরণ হবে কি না। প্রায় দুই দশক ধরে অপেক্ষায় থাকা নন্দীগ্রামবাসীর কাছে তাই ঘোষণার চেয়ে বড় প্রশ্ন এখন একটাই;কবে সত্যিই স্টেশনে দাঁড়াবে প্রথম ট্রেন?

Sakaler sironam...18 August......2026_Layout 1 05-09-2026 06:42 Page 4

আলিপুরদুয়ার হিমঘরে পুলিশ ও শ্রম দপ্তরের যৌথ অভিযান

উদ্ধার বন্ধকী ও নাবালক সহ ৩ শ্রমিক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আলিপুরদুয়ার

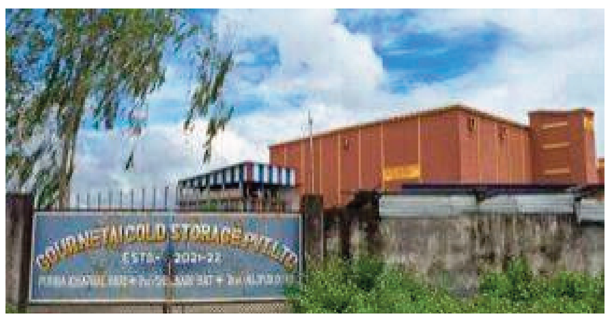

আলিপুরদুয়ার ১ ব্লকের শালকুমার মোড়ের একটি বেসরকারি হিমঘরে অভিযান চালিয়ে এক বন্ধকী শ্রমিক এবং দুই নাবালক শ্রমিককে উদ্ধার করল জেলা পুলিশ প্রশাসন। গোপন সূত্রে খ বর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ, শ্রম দপ্তর এবং চাইল্ড হেল্পলাইন ইউনিটের প্রতিনিধিরা যৌথভাবে এই অভিযান চালান। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া বন্ধকী শ্রমিকের নাম কালীপদ মণ্ডল (৪৯) এবং অপর দুই নাবালক শ্রমিকের বয়স ষোলো বছর। তিনজনেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন এলাকার বাসিন্দা। অভিযোগ, কাজের লোভ দেখিয়ে বা অগ্রিম টাকা দিয়ে সুদূর সুন্দরবন থেকে ওই শ্রমিকদের নিয়ে আসা হয়েছিল। কিন্তু দিনের পর দিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটলেও সেই অগ্রিম টাকা আর শোধ হত না এবং শ্রমিকদের কোনো স্বাধীনতাও ছিল না। নামমাত্র মজুরিতে অতিরিক্ত কাজ করতে বাধ্য করা হতো তাঁদের। অভিযোগের বিষয়ে হিমঘরের ম্যানেজার সঞ্জয় ঘোষ দাবি করেছেন, শ্রমিকদের সমস্ত দায়ভার সর্দার বা ঠিকাদারদের।

সর্দারদের মাধ্যমেই তাঁদের মজুরি ও খ াওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তবে নাবালক শ্রমিকদের ক্ষেত্রে যে বয়স যাচাই করা হয়নি, তা তাঁদের ভুল ছিল বলে স্বীকার করেছেন তিনি।

অন্যদিকে, শ্রমিকদের সর্দারদের বক্তব্য, পারিবারিক অসুবিধার কারণেই শ্রমিকদের কিছু নগদ টাকা দেওয়া হয়েছিল। কাউকে জোর করে অতিরিক্ত কাজ করানো হয় না এবং দুই নাবালক পেটের দায়েই কাজে যোগ দিয়েছিল। যদিও প্রশাসনের আধিকারিকরা এই সমস্ত যুক্তি সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়েছেন।সোনাপুর ফাঁড়ির ওসি রতন বর্মন জানিয়েছেন, ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া এক বন্ধকী শ্রমিক ও দুই নাবালককে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির মাধ্যমে ওই দুই নাবালককে জলপাইগুড়ির কোরক হোমে পাঠানো হয়েছে।

গোটা ঘটনায় হিমঘর কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট মামলা রুজু করা হয়েছে এবং এই ঘটনার নেপথ্যে থাকা চক্রের শিকড় সন্ধান করতে বর্তমানে জোরদার তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

চ্যাংরাবান্ধায় পুলিশ ও বিএসএফ-এর যৌথ অভিযানে সাড়ে চারশো কেজি সালফার উদ্ধার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
চ্যাংরাবান্ধা

গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে মধ্যরাতে বড়সড় সাফল্য পেল মেখ লিগঞ্জ থানার পুলিশ ও বিএসএফ । বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে চ্যাংরাবান্ধা এলাকায় যৌথ অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে মজুত বিপুল পরিমাণ সালফার উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় সীমান্ত এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

মেখলিগঞ্জ মহকুমা পুলিশ প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মেখলিগঞ্জ থানার ওসি জটেশ চন্দ্র ঝা-র নেতৃত্বে পুলিশ ও বিএসএফের একটি যৌথ দল চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪১ কামাত চ্যাংরাবান্ধা এলাকায় সুধাংশু সরকারের বাড়িতে আচমকা হানা দেয়। তল্লাশি চালিয়ে সেখান থেকে বস্তা বোঝাই প্রায় ৪৫৫ কেজি ৮১০ গ্রাম সালফার উদ্ধার করা হয়।

মোট নয়টি বস্তায় ভরা এই বিপুল পরিমাণ সালফার বাজেয়াপ্ত করে মেখ পরিমাণ সালফার পাচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল। এর নেপথ্যে আন্তর্জাতিক কোনো স্মাগলিং চক্র জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই আইন অনুযায়ী নির্দিষ্ট ধারায়

লিগঞ্জ থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। তবে অভিযানের সময় বাড়ির মালিক সুধাংশু সরকার পলাতক ছিলেন। তাঁর খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, সীমান্ত এলাকায় মজুত করে রাখা এই বিপুল মামলা রুজু করেছে পুলিশ। এই সালফার কাণ্ডের সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং আশপাশে অন্য কোথাও আরও কোনো অবৈধ সামগ্রী মজুত রয়েছে কি না, সে বিষয়ে চিরুনি তল্লাশি শুরু হয়েছে।

শিলিগুড়ির সেভক রোডে হোটেল -রেস্তোরাঁয় যৌথ অভিযান প্রশাসনের !

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ি শহরের প্রাণকেন্দ্র সেভক রোড এলাকায় হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলির স্বাস্থ্যবিধি ও খাবারের মান খতিয়ে দেখতে বড়সড় যৌথ অভিযান চালাল প্রশাসন। শুক্রবার জলপাইগুড়ি সদর এসডিও-র নেতৃত্বে ফুড সেফটি ডিপার্টমেন্ট, এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ এবং ভক্তিনগর থানার পুলিশ যৌথভাবে এই অভিযান চালায়। সেভক রোডের প্ল্যানেট মল, কসমস মল সহ আশপাশের বিভিন্ন বড় মল, হোটেল ও রেস্তোরাঁগুলিতে আচমকা এই পরিদর্শনের জেরে ব্যবসায়ী মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অভিযান চলাকালীন খাবারের গুণমান, কিচেনের পরিচ্ছন্নতা, হাইজিন, খাদ্যসামগ্রীর মেয়াদ এবং কাঁচামালের লেবেলিং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা। তল্লাশির সময় সেভক রোডের একটি নামী বারের কিচেনে মারাত্মক কিছু অনিয়ম নজরে আসে। সেখানে রান্নার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন মশলা ও খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে বেশ কিছু মেয়াদোত্তীর্ণ সামগ্রী দেখতে পান আধিকারিকরা।

পাশাপাশি, কিচেনের সামগ্রিক পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। রান্নার কাজে এই ধরনের গাফিলতি এবং স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন জলপাইগুড়ি সদর এসডিও। তিনি তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট বার-এর কিচেনটি সাময়িকভাবে সিল করার নির্দেশ দেন। পাশাপাশি, এই বিষয়ে শনিবার লিখিত নির্দেশিকা দেওয়া হবে বলেও প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। শুধু ওই বারটিই নয়, সেভক রোডের আরও বেশ কয়েকটি হোটেল ও রেস্তোরাঁতেও কিচেনের হাইজিন সংক্রান্ত সমস্যা এবং কাঁচামালের সঠিক লেবেলিং না থাকার মতো ত্রুটি ধরা পড়ে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সমস্ত হোটেল ও রেস্তোরাঁকে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। আধিকারিকরা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে কোনো ধরনের আপস বা অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না। ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা ফের ধরা পড়লে আরও কঠোর আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

নামেই থাকবে ‘শৈল শহর’! দিল্লির চেয়েও উষ্ণ হতে পারে দার্জিলিং,

জলবায়ু পরিবর্তন ও ভূমিধসের চরম আশঙ্কায় বিশেষজ্ঞরা

রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু বিষয়ক বিজ্ঞান পর্যালোচনা সংস্থা ‘ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ’ -এর ষষ্ঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এক আতঙ্কজনক চিত্র। আইপিসিসি-র পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২১০০ সালের মধ্যে দার্জিলিংয়ের গড় তাপমাত্রা ৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

দার্জিলিংয়ের মনোরম হিমেল আবহাওয়া কি তবে অতীত হতে চলেছে? রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু বিষয়ক বিজ্ঞান পর্যালোচনা সংস্থা ‘ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ’ -এর ষষ্ঠ মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এক আতঙ্কজনক চিত্র। আইপিসিসি-র পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২১০০ সালের মধ্যে দার্জিলিংয়ের গড় তাপমাত্রা ৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। এর ফলে আগামী কয়েক দশকে এই শৈল শহর সমতলের রাজধানী দিল্লির চেয়েও বেশি উষ্ণ হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আর দ্রুত এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির জেরে পাহাড়ি বাস্তুতন্ত্রে ইতোমধ্যেই প্রভাব পড়তে শুরু করেছে, যার জেরে অসময়ে ফুটছে রডোডেনড্রন বা স্থানীয় ‘লালী গুরাঁস’-এর মতো ফুল। তাপমাত্রা বৃদ্ধির পাশাপাশি অপরিকল্পিত নির্মাণ ও লাগাতার প্রবল বৃষ্টির জেরে দার্জিলিংয়ে ভূমিধসের ঝুঁকি বিপজ্জনকভাবে বেড়ে গেছে। প্রশাসনিক তথ্য অনুযায়ী, শুধুমাত্র ২০২১ সালেই প্রবল বৃষ্টির জেরে ২৭০টির বেশি ভূমিধস ও জলমগ্নতার ঘটনা ঘটেছে। এর আগে ২০১৫ সালের ভয়াবহ দুর্যোগে ধারাবাহিক ভূমিধসের জেরে ৩৮ জনের মৃত্যু হয়েছিল। চোপড়া কলেজের অধ্যক্ষ তথা ভূগোলের গবেষক মধুসূদন কর্মকার জানিয়েছেন, দার্জিলিংয়ের শিলাস্তর অত্যন্ত ভঙ্গুর এবং এর ঘনত্ব কম। দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হওয়া সত্ত্বেও এখানকার মাটির জল ধরে রাখার ক্ষমতা খুবই কম, যা ভূমিধসের ঝুঁকি বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, পাহাড়ে ঘরবাড়ি নির্মাণের সঠিক নিয়ম কঠোরভাবে না মানার ফলেই এই বিপর্যয় ডেকে আনা হচ্ছে। এর আগে ২০০০ সালে রাজ্য নিযুক্ত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি ৩০ ডিগ্রির বেশি ঢালু জমিতে নির্মাণকাজ না করার পরামর্শ দিয়ে বেশ কিছু আবাসন সংক্রান্ত নিয়মাবলির প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, সেই সমস্ত সুপারিশ ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে রয়েছে। বর্তমানে নিয়মকে তোয়াক্কা না করে ৬৫ ডিগ্রি পর্যন্ত ঢালু জমিতেও বহুতল ভবন গড়ে উঠছে। পরিবেশকর্মী ও গবেষকদের মতে, উন্নয়নের এই অপরিকল্পিত পদ্ধতি দ্রুত বদলানো না হলে অদূর ভবিষ্যতে দার্জিলিং বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। তাই নিরাপত্তার স্বার্থে এখ নই পাহাড়ে নির্মাণকাজ নিয়ে কঠোর পদক্ষেপ করার সময় এসেছে।

শরতেও থামছে না বর্ষণ !

ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উত্তরবঙ্গে

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

খাতায়-কলমে বর্ষা বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এলেও বৃষ্টির হাতছানি কাটছে না। বরং শরৎকালেও বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়ল । দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ইতিমধ্যেই ডিভিসি-র ছাড়া জলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং নদীর জলস্তর বিপদসীমার দিকে এগোচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে আগামী বুধবার, ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় দফায় দফায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, মধ্যপ্রদেশ ও সংলগ্ন এলাকায় একটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চল অবস্থান করছে এবং এর সঙ্গে যুক্ত ঘূর্ণাবর্তটি সমুদ্রতল থেকে ৭.৬ কিলোমিটার উঁচুতে রয়েছে। পাশাপাশি, বর্ষাকালীন অক্ষরেখা রাজস্থান, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও ঝাড়খণ্ডের ওপর দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করে দিঘা হয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ওপর আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ায় দক্ষিণবঙ্গে জলীয় বাষ্পের অনুপ্রবেশ বেড়ে গেছে, যার জেরে এই লাগাতার বৃষ্টিপাত। শুক্রবারঃ মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান এবং উত্তর ২৪ পরগনায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে শুক্রবার ও শনিবার বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। রবি ও সোমবারঃ এই দু’দিন বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা কমলেও স্বস্তি মিলছে না। বুধবার থেকে ফের বাড়বে বৃষ্টিঃ আগামী বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূমে ফের ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। উত্তরবঙ্গে কেমন থাকবে আবহাওয়া? উত্তরের জেলাগুলিতেও বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারে শুক্রবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এছাড়া কোচবিহারে রবিবার ও সোমবার এবং আগামী মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুরেও বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে।

তবে দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহে ভারী বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই, সেখানে শনিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে। এদিকে,

শুক্রবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস (স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৪ ডিগ্রি কম) এবং বৃহস্পতিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস (স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৮ ডিগ্রি কম)। একটানা এই বৃষ্টির ফলে জনজীবন ও স্বাভাবিক ছন্দে ব্যাপক প্রভাব পড়েছে।

আকাশছোঁয়া শিলিগুড়ি- কলকাতা রুটের বাস-বিমান ভাড়া

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা

দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে অনেকেই ট্যুর প্ল্যান সেরে ফেলেছেন। কেউ আবার দীর্ঘ কয়েক মাস পর ছুটি পেয়ে বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় প্রহর গুনতে শুরু করেছেন। ঘুরতে যাওয়া কিংবা বাড়ি ফেরার সেই সফর যাতে আরামদায়ক হয়, সেজন্য অনেকেই অগ্রিম টিকিট বুকিং করতে শুরু করে দিয়েছেন। বিশেষ করে শিলিগুড়ি-কলকাতা রুটে অগ্রিম টিকিট বুকিংয়ের প্রবণতা সব থেকে বেশি লক্ষ করা যাচ্ছে। এসবের জেরে এই মুহূর্তে রেলে ‘ঠাঁই নেই’ রব উঠতে শুরু করেছে। ওয়েটিং লিস্টও যথেষ্ট দীর্ঘ হয়ে উঠেছে। সুযোগ বুঝে একলাফে বেড়ে গিয়েছে বেসরকারি বাসের ভাড়া। পাল্লা দিয়ে বিমানের ভাড়াও বেড়েছে। বছরভর শিলিগুড়ি-কলকাতাগামী বেসরকারি বাসের ভাড়া সাধারণত ৬০০ থেকে ১,৮০০ টাকার মধ্যেই থাকে। তবে রেলের টিকিটের হাহাকার শুরু হতেই সেই সব বাসের ভাড়া কয়েকগুণ বেড়েছে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিক থেকে ভাড়া চড়বে। আর অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ কিংবা পুজোর সময়কার টিকিট কাটতে গেলে তো মানিব্যাগ খালি হওয়ার জোগাড় হবে। বাস ভাড়া প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি বাস ওনার্স অ্যান্ড বুকিং এজেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সোনু গুপ্তা বলেন, ‘যাত্রীরা এখন থেকেই পেন্সিল বুকিং করে রাখছেন। ভাড়া কম-বেশি হলে সেটা সফরকালে তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হবে। তবে কেউ যদি সরাসরি কাউন্টারে এসে টিকিট কাটেন, সেক্ষেত্রে তাঁরা কিছুটা ছাড় পাবেন।’ আর জংশন এলাকার একটি ট্রাভেল সংস্থাসমূহের তরফে পবন কুমারের সাফ কথা, ‘পুজোর সময় প্রতিবারই ভাড়া বাড়ে। যে সংস্থার বাসের ভাড়া এখন ১,২০০ টাকা, সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে সেই বাসের টিকিটেরই দাম ১,৭৬০ টাকায় পৌঁছে গিয়েছে।

আর অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ থেকে পুজো অবধি তো ৪,৮০০ টাকা পার করে গিয়েছে। অন্য একটি সংস্থার বাসের বর্তমান ভাড়া ৮৪৯ টাকা। সেপ্টেম্বরের শেষ দিকে তা ১,২৯৯ টাকায় ঠেকেছে। অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে তা এখনই প্রায় আড়াই হাজার হয়ে গিয়েছে। আরও একটি সংস্থার বাসের ভাড়া এখন ১,৮০০ টাকা। অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে সেটাই একলাফে ৪,৪৭০ টাকা হয়ে গিয়েছে। আর অক্টোবরের মাঝামাঝি তো প্রায় বিমানযাত্রার সমান, ৭ হাজার টাকার কাছাকাছি সেই বাসের ভাড়া। তা সত্ত্বেও যাত্রীরা টিকিট কাটছেন। তেমনই একজন রিক সাহা বলেন, ‘ভাড়া বাড়ায় সমস্যা হলেও আরামদায়ক সফরের বিষয়টিও তো মাথায় রাখতে হবে।’ যদি বিমান সফরের কথা ওঠে, তাহলে পুজোর সময় শিলিগুড়ি-কলকাতা উড়ানের ভাড়াও অগ্নিমূল্য। অফ সিজনে ৩-৪ হাজার টাকার মধ্যে টিকিট মেলে। সেপ্টেম্বর মাসে বাগডোগরা-কলকাতা রুটে বিমান ভাড়া ৪ থেকে ৬ হাজার টাকার মধ্যে রয়েছে। অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সেই ভাড়া ৮ থেকে ৯ হাজার টাকা ধার্য করা হয়েছে। যেমন আগামী ১৪ অক্টোবর যদি আপনি এয়ার ইন্ডিয়ার বিকেলের উড়ানে বাগডোগরা থেকে কলকাতা যেতে চান, তবে ইকনমি ক্লাসের টিকিটের দাম পড়বে ৮,৬৭৭ টাকা।

এই সংস্থারই রাতের উড়ানে চড়তে গেলে খরচ পড়বে ৮,০৭৭ টাকা। বিমানের ভাড়া যে ডায়নামিক হয়, সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে বাগডোগরা বিমানবন্দরের এক আধিকারিক বলেন, ‘সিজনের চাহিদা অনুসারে ভাড়া কম-বেশি হয়ে থাকে।

নেপুচাপুর চা বাগান এলাকায় খাঁচাবন্দি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ চিতাবাঘ,

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালবাজার

খাঁচাবন্দি হলো একটি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ চিতাবাঘ। মালবাজার ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের নেপুচাপুর চা বাগান এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বনদপ্তরের পাতা খাঁচায় ধরা পড়ে চিতাবাঘটি। সম্প্রতি ওই এলাকায় চিতাবাঘের উপদ্রব মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। সাধারণ মানুষের দাবির ভিত্তিতেই সেখানে খাঁচা পেতেছিল বনদপ্তর। আর সেই খাঁচাতেই বড়সড় চিতাবাঘটি বন্দি হওয়ায় অবশেষে স্বস্তি ফিরেছে এলাকাবাসীর মনে। গভীর রাতে চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বনদপ্তরের মালবাজার স্কোয়াডের কর্মীরা। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আইনি প্রক্রিয়া ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে খাঁচাবন্দী ওই চিতাবাঘটিকে দ্রুত নিরাপদ গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

রাজবংশী তাস খেলে ময়দানে ফিরতে চাইছেন কৃষ্ণ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জলপাইগুড়ি

খুনের চেষ্টার মামলায় অভিযুক্ত ও পলাতক তৃণমূল নেতা কৃষ্ণ দাস এবার ‘রাজবংশী তাস’ খেলে এলাকায় ফিরতে চাইছেন। বুধবার বারোপাটিয়ায় কৃষ্ণের বাড়িতে তাঁর মেয়ে প্রণয়িতার সঙ্গে দেখ া করেন কেএসডিসি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি তপতী রায় মল্লিক সহ সংগঠনের প্রায় ২০০ নেতা-কর্মী। এতেই এলাকায় জল্পনা তুঙ্গে। স্থানীয়দের ধারণা, তৃণমূলে থেকে এলাকায় ফেরা কার্যত অসম্ভব বুঝে অস্তিত্ব রক্ষায় কেএসডিসি-র হাত ধরেছেন কৃষ্ণ। তাঁর এই ছক বানচাল করতে ময়দানে নেমেছে বিজেপি এবং একসময় কৃষ্ণের হাতে অত্যাচারিত মানুষজন। স্থানীয় বিজেপি নেতা প্রণব রায় বলেন, ‘আমরাও রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ। উনি যেদিন বিজেপির মিছিলে সশস্ত্র হামলা চালিয়েছিলেন, তখন আক্রান্তরাও রাজবংশী ছিলেন। তাই কেএসডিসি-র মাধ্যমে রাজবংশী আবেগকে কাজে লাগিয়ে এলাকায় ফেরার চেষ্টা বৃথা। বারোপাটিয়ায় কৃষ্ণের আর কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই।’ বিজেপি কর্মীদের মারধরের ঘটনার পর দীর্ঘ চার মাস এলাকাছাড়া কৃষ্ণ দাস। ইতিমধ্যে হাইকোর্ট তাঁর জামিন খারিজ করেছে। অন্যদিকে, কিছুদিন আগে থানায় তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বিজেপির মহিলা মোর্চার হাতে নিগৃহীত হন তাঁর মেয়ে। পরিস্থিতি অনুকূল না থাকায় দাস পরিবারের এখ ন একমাত্র হাতিয়ার রাজবংশী আবেগ। এলাকার মানুষের ধারণা, কৃষ্ণ পলাতক থাকলেও তলে তলে কামতাপুর স্টেট ডিমান্ড কাউন্সিলের (কেএসডিসি) সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। কেএসডিসি-র সঙ্গে কেএলও চিফ জীবন সিংহের সরাসরি যোগ রয়েছে, তা নেতাদের কথাতেই স্পষ্ট। থানায় প্রণয়িতার হেনস্তার প্রতিবাদ জানিয়ে রাজবংশী সমাজকে কৃষ্ণের পরিবারের পাশে থাকার আবেদন জানিয়েছিলেন জীবন সিংহ। পুরোনো সম্পর্কের জেরেই তিনি এই নির্দেশ দিচ্ছেন বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। বাম আমলে উত্তরবঙ্গে কেএলও-র সশস্ত্র আন্দোলনের সময় জীবন সিংহের হাত ধরেই এই নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনে যুক্ত হয়েছিলেন কৃষ্ণ। তবে তিনি কোনও অপারেশনে সরাসরি যুক্ত ছিলেন কি না, তা পুলিশের কাছে স্পষ্ট নয়। কেএলও-তে থাকাকালীন সিপিএমের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয় এবং পরে সংগঠন ছেড়ে তিনি সিপিএমে যোগ দেন। ২০১৫ সালের মাঝামাঝি তিনি আবার জার্সি পালটে যোগ দেন তৃণমূলে। বিধানসভা নির্বাচনের আগে থেকেই জীবন-কৃষ্ণের পুরোনো সখ্যয় নতুন রং লাগে। গত ১৯ এপ্রিল কৃষ্ণ ঘোষণা করেছিলেন, রাজ্যের দাবির বাইরে অন্যান্য দাবি নিয়ে জীবন সিংহ চাইলে তিনি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকের ব্যবস্থা করতে পারেন। জীবন তখন কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে শান্তি আলোচনার কথা বলে রাজ্যের সঙ্গে আলোচনায় রাজি না হলেও, কৃষ্ণর আহ্বানের প্রশংসা করেছিলেন। নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর কৃষ্ণর বাড়িতে হামলা এবং সম্প্রতি কেএসডিসি নেত্রীর সঙ্গে প্রণয়িতার বৈঠকে পুলিশের বাধা দেওয়ার ঘটনায় সমাজমাধ্যমে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন জীবন সিংহ। দ্বিধাবিভক্ত তৃণমূলে ফায়দা নেই, বিজেপিতে যোগদান সম্ভব নয়, আর সিপিএমে ফেরাও অসম্ভব। এই অবস্থায় কামতাপুরি সংগঠনই কৃষ্ণকে এলাকায় ফেরাতে পারে। জীবন সিংহের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগই এর প্রধান কারণ। ফোনে জীবন সিংহ বলেন, ‘কেএসডিসি রাজবংশী ও কামতাপুরিদের সম্মান রক্ষার লড়াই করছে। প্রণয়িতার বাড়িতে কেএসডিসি-র বৈঠকে পুলিশের বাধা দেওয়ার ঘটনাকে ধিক্কার জানাই। এখন কে কৃষ্ণ, কে দুর্যোধন, দেখার সময় নেই। কেএসডিসি কৃষ্ণ দাস ও তাঁর পরিবারের পাশে আছে।’ রাজগঞ্জের বিধায়ক দীনেশ সরকার বলেন, ‘জন্মলগ্ন থেকেই কেএলও-র সঙ্গে যুক্ত কৃষ্ণ দাস নতুন করে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছেন। প্রশাসন ও আমরা সজাগ আছি। অশান্তি করলে কড়া প্রতিবাদ হবে।’

ফরাক্কায় ট্রেনের চাকা থমকাতেই বেসরকারি বাসে চড়া দাম !

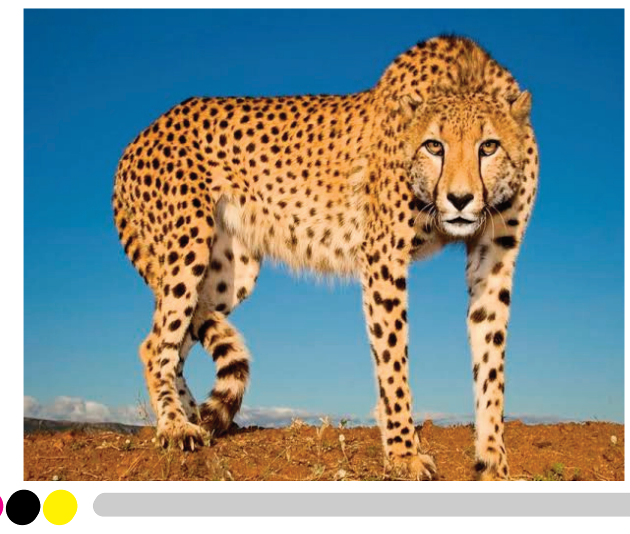

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালবাজার

নিউ ফরাক্কার কাছে রেললাইনে ধসের জেরে বাতিল হয়েছে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে চলাচলকারী একাধিক ট্রেন। আর সেই সুযোগে বাসের ভাড়া আকাশছোঁয়া করে দিয়েছেন বেসরকারি বাস মালিকরা। ভাড়ার নামে কার্যত লুট চলছে যাত্রীদের কাছ থেকে। অভিযোগ, ৩০০০ থেকে ৬০০০ টাকা পর্যন্ত বাড়তি ভাড়া গুনতে হচ্ছে যাত্রীদের। এমন অভিযোগ জোরদার হতেই আসরে নামল রাজ্য সরকার। এক্ষেত্রে বাড়তি বাস রাস্তায় নামানো হচ্ছে। যাতে যাত্রীদের বেসরকারি বাসে বাড়তি ভাড়া না গুনতে হয় তার জন্য যতগুলি প্রয়োজন ততগুলি বাস রাস্তায় নামানো হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ । এর পাশাপাশি পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন জানান যে, বেসরকারি বাসে নেওয়া বাড়তি ভাড়ায় যাতে রাশ টানা যায় সেই প্রচেষ্টা করছে পরিবহন দপ্তর। উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের যাত্রীদের যাতে কোনওরকম সমস্যার মুখে পড়তে না হয়, সেই লক্ষ্যে শিলিগুড়ির (ছুক্কু) তেনজিং নর্গে বাসস্ট্যান্ডে প্রায় ৩৫ থেকে ৪০টি বাস প্রস্তুত রাখা হয়েছে। যার মধ্যে ইতিমধ্যেই কিছু বাস ছাড়া হয়েছে। প্রয়োজনে আরও বাস পরিষেবায় নামানোর প্রস্তুতিও নেওয়া হয়েছে। এদিন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখ তে শিলিগুড়ি জংশনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটন ও পরিষদীয় বিষয়ক মন্ত্রী ডাঃ শঙ্কর ঘোষ, পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন, শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলা সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা। জংশনে যাত্রীদের সঙ্গে এদিন কথা বলেন তাঁরা। রেল পরিষেবা ব্যাহত হওয়ায় যাত্রীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেই বিষয়ে তাঁদের আশ্বস্ত করা হয়। শংকর ঘোষ এবং আনন্দময় বর্মন উভ

য়েই জানান যে, চাহিদা অনুযায়ী বাসের যোগান দেওয়া হবে। ৩৫ থেকে ৪০টি সরকারি বাস কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার জন্য রেডি করে রাখা হয়েছে। যাত্রীদের প্রয়োজন হলেই সেই ৩৫ থেকে ৪০টি বাস চালু করা হবে। যার মধ্যে বেশ কয়েকটি বাস ইতিমধ্যেই কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। তৃণমূলকে কটাক্ষ করে তাঁরা এও দাবি করেন যে, তৃণমূল সরকারের শাসনকালে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে রাজ্য সরকারের অস্তিত্ব পাওয়া যেত না। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার স্বতঃস্ফূর্তভাবে যাত্রী সাধারণের অসুবিধা যাতে না হয় সেদিকে নজর রাখছে।

শিলিগুড়ি করিডরে ২০৭৭ কোটির সড়ক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালবাজার

চা বাগান ঘেরা ডুয়ার্সের ছোট শহর মালবাজার। সেই শহরেরই ভূমিপুত্র অনুপ চক্রবর্তী আজ দেশের ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে উজ্জ্বল করে তুলেছেন ভারতের নাম। বর্তমানে তিনি প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র ভুটানের জাতীয় পুরুষ ও মহিলা খো খো দলের প্রধান প্রশিক্ষক বা হেড কোচ হিসেবে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে গুরুদায়িত্ব সামলাচ্ছেন। ২০২২ সাল থেকে এই আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করে তিনি কুড়িয়ে নিয়েছেন বিশ্বজোড়া খ্যাতি। শহরের প্রাণকেন্দ্র রামকৃষ্ণ কলোনির বাসিন্দা অনুপের ছেলেবেলা থেকেই খে লাধুলোর প্রতি গভীর টান। মাল শহর সহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে এবং পরবর্তীতে সিকিম রাজ্য দলের অত্যন্ত সফল খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা অর্জনের পর, ২০২২ সালে খো খো ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার একটি অফিশিয়াল ই-মেলের মাধ্যমে তাঁর কাছে আসে ভুটানের জাতীয় দলের কোচ হওয়ার অপ্রত্যাশিত ও লোভনীয় প্রস্তাব। এরপর থেকেই শুরু হয় তাঁর কোচিং জীবনের এক নতুন ও গৌরবময় অধ্যায়। অনুপের নিখুঁত প্রশিক্ষণে ভুটানের জাতীয় খোখো দল ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক স্তরে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। বিগতদিনে ভুটান দল দুটি এশিয়া কাপ, ২০২৫ সালের খো খো বিশ্বকাপ এবং ইনডিপেন্ডেন্স কাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় অত্যন্ত সফলভাবে অংশগ্রহণ করেছে। তাঁর সুদৃঢ় হাতে সেদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সেরা উদীয়মান খেলোয়াড়দের বেছে নিয়ে তৈরি করা হচ্ছে একেকটি অপ্রতিরোধ্য ও শক্তিশালী দল। চলতি সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে তিনি ফের পাড়ি দিচ্ছেন ভুটানে।

সেখানে গিয়ে তিনি জাতীয় পুরুষ ও মহিলা খো খো দলের খেলোয়াড়দের নিয়ে টানা এক মাস ধরে অত্যন্ত কঠোর ও নিবিড় প্রশিক্ষণ ক্যাম্প পরিচালনা করবেন। সামনেই রয়েছে একাধিক আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট, যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ২০২৭ সালের সাউথ এশিয়ান গেমস এবং ২০২৮ সালের খো খো ওয়ার্ল্ড কাপ।

এই বড় ও কঠিন আসরগুলির প্রস্তুতি এখন থেকেই জোরকদমে শুরু করে দিয়েছেন তিনি। অনুপের লক্ষ্য, সঠিক অনুশীলনের মাধ্যমে ভুটান দলকে বিশ্বের দরবারে বড় সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দেওয়া।

পুজোর আগে বড় স্বস্তি!

পুলিশের হস্তক্ষেপে মিটল পাহাড় ও সমতলের গাড়ি চালকদের দীর্ঘদিনের বিরোধ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলিগুড়ি

পুজোয় লম্বা ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা নিয়ে যাঁরা বাক্স-প্যাঁটরা গুছিয়ে শিলিগুড়ি বা এনজেপি স্টেশনে পৌঁছচ্ছেন, তাঁদের জন্য বড় স্বস্তির খবর। সমতল থেকে বুক করা গাড়ি নিয়ে পাহাড়ে উঠে স্থানীয় দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরতে পারা যাবে কি না, তা নিয়ে পর্যটকদের মনে যে দোটানা তৈরি হয়েছিল, প্রশাসনের হস্তক্ষেপে আপাতত সেই সমস্যার সমাধান হয়েছে। পুলিশের নির্দেশ অনুযায়ী, সমতলের গাড়ির চালকরাই পর্যটকদের নিয়ে পাহাড়ের স্থানীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলি ঘুরিয়ে দেখাতে পারবেন। এর ফলে আসন্ন পুজো ও পর্যটন মরশুমের আগে বড়সড় সংকটের হাত থেকে রক্ষা পেল উত্তরবঙ্গের পর্যটন শিল্প। বিবাদের সূত্রপাত ও চালকদের টানাপোড়েন পাহাড় ও সমতলের গাড়ি চালকদের এই বিরোধ দীর্ঘদিনের। পাহাড়ের চালকদের দাবি ছিল, সমতলের গাড়িগুলিকে একটি নির্দিষ্ট পয়েন্টে পর্যটকদের নামিয়ে চলে যেতে হবে এবং স্থানীয় দর্শনীয় স্থানগুলিতে শুধুমাত্র পাহাড়ের গাড়ি চালকেরাই পর্যটকদের ঘোরাবেন। অন্যদিকে, সমতলের চালকদের অভিযোগ ছিল, পাহাড়ে উঠলেই নির্জন রাস্তায় তাঁদের গাড়ি দাঁড় করিয়ে হেনস্থা করা হচ্ছে। গত বছর ডিসেম্বর থেকে চলা এই বিরোধ চরম আকার নেয় যখন অগাস্টের শেষ সপ্তাহে পাহাড়ের 'সংযুক্ত চালক মঞ্চ' সাফ জানিয়ে দেয় যে, পহেলা সেপ্টেম্বর থেকে সমতলের কোনো গাড়ি পাহাড়ে সাইটসিয়িং বা পার্শ্ববর্তী এলাকা ঘোরাতে পারবে না। পর্যটকরা সাধারণত আগাম বুকিং করেই আসেন, ফলে এই নিয়মে পর্যটন ব্যবসা মার খাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত 'হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক'-এর উদ্যোগে পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হন ব্যবসায়ীরা। প্রশাসনের মধ্যস্থতায় সমাধান পুলিশ প্রশাসনের মধ্যস্থতায় দুই পক্ষের আলোচনা সাপেক্ষে আপাতত এই সমস্যার সমাধান হয়েছে। সংযুক্ত চালক মঞ্চের প্রতিনিধি বিধান তামাং জানিয়েছেন, পাহাড়ের চালকদের স্বার্থে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করতে চাওয়া হলেও পুলিশের হস্তক্ষেপে আপাতত তা স্থগিত রাখা হয়েছে। ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক তন্ময় গোস্বামীর মতে, একই জেলার মধ্যে সমতলের গাড়ি পাহাড়ে বা পাহাড়ের গাড়ি সমতলে চলতে পারবে না;এমন নিয়ম চালু করা ভুল হতো। তবে সিকিম ও বাংলার গাড়ি চালকদের মধ্যকার দীর্ঘদিনের সমস্যা মেটাতে দুই রাজ্যের পরিবহণ আধিকারিকরা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। পুজোয় কেমন হতে পারে গাড়ি ভাড়া? গাড়ির মালিক সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী, পুজোর মরশুমে পাহাড় ভ্রমণের আনুমানিক খরচ নিচের মতো হতে পারে ধদার্জিলিং-মিরিক ট্যুর রিজার্ভ ছোট গাড়িতে দৈনিক খরচ গড়ে প্রায় চার হাজার টাকা। একই রুটে শেয়ার গাড়িতে প্রতি মাথা পিছু ভাড়া আড়াইশো থেকে তিনশো টাকা। সিকিম ট্যুর লাক্সারি গাড়ি ভাড়া দৈনিক পাঁচ হাজার থেকে সাড়ে ছয় হাজার টাকা। ছোট গাড়ির ক্ষেত্রে দৈনিক খরচ চার থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা। এছাড়া শেয়ার গাড়িতে গ্যাংটক যেতে প্রতি মাথা পিছু খরচ পাঁচশো থেকে সাড়ে পাঁচশো টাকা (তবে উত্তর সিকিম যাওয়ার জন্য স্থানীয় গাড়িই নিতে হয়)।

ভিনরাজ্যের অর্থে চরিত্র বদলাচ্ছে ডুয়ার্সের পর্যটন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
লাটাগুড়ি

বদলে যাচ্ছে লাটাগুড়ি-চালসা-কুমলাই-মৌলানি। একসময় ইকো ট্যুরিজমের কথা মাথায় রেখে লাটাগুড়িতে পর্যটনের গোড়াপত্তন করেছিলেন স্থানীয় কয়েকজন। পাশে ছিলেন উত্তরবঙ্গের ভ্রমণ ব্যবসায়ীরা। সেখান থেকে আজ লাটাগুড়ি ও তার আশপাশে অন্তত ৭০টি রিসর্ট গড়ে উঠেছে। কিন্তু বিহারে নীতীশ সরকারের মদ নিষিদ্ধ করার প্রভাব অদ্ভুতভাবে এসে পড়েছে লাটাগুড়িতে। স্থানীয় সংস্কৃতি ও পরিবেশবান্ধব পর্যটনকে সামনে রেখেই একসময় লাটাগুড়িতে পর্যটনের ভিত গড়ে উঠেছিল। গরুমারা জঙ্গলকে কেন্দ্র করে দেশ-বিদেশের পর্যটকরা আসবেন, স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবেন- এই ভাবনা থেকেই হাতেগোনা কয়েকটি রিসর্ট তৈরি হয়েছিল। সেই পথ ধরেই পরবর্তীতে একের পর এক রিসর্ট গড়ে ওঠে লাটাগুড়িতে। পর্যটনের বিস্তার ঘটে মূর্তি, চালসা, কুমলাই, মৌলানি সহ বিস্তীর্ণ এলাকায়। তবে সময়ের সঙ্গে বদলেছে সেই পর্যটনের চরিত্রও। রিসর্টে গভীর রাত পর্যন্ত উচ্চস্বরে ডিজে, নিয়মবহির্ভূত নাইট সাফারি থেকে শুরু করে নানা অসামাজিক কার্যকলাপের অভিযোগ উঠেছে আগেই। এবার সেই তালিকায় নতুন করে যুক্ত হয়েছে বিহার থেকে আসা পর্যটকদের একাংশকে ঘিরে অভিযোগ। বিহারে মদ বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়ার পর থেকেই ডুয়ার্সের রিসর্টগুলিতে বিহারের পর্যটকদের আনাগোনা বাড়তে শুরু করেছে। আর্থিকভাবে সচ্ছল ভিনরাজ্যের কিছু পর্যটক লাটাগুড়ি, মূর্তি সংলগ্ন এলাকার রিসর্ট দু'তিনদিনের জন্য পুরোটা ভাড়া করে নিচ্ছেন। রিসর্টেই বসছে মদ্যপানের আসর। কোথাও কোথাও গভীর রাত পর্যন্ত চলছে নাচ-গান। ফলে প্রকৃতি ও স্থানীয় সংস্কৃতিকে ঘিরে গড়ে ওঠা পর্যটনকেন্দ্রের চরিত্র নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। শুধু অভিযোগই নয়, রিসর্টে রাতের বেলায় মদ্যপানকে ঘিরে ঘটে যাওয়া একাধিক ঘটনাও সামনে এসেছে। গত মাসেই মূর্তির একটি বেসরকারি রিসর্টে একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মীদের একটি দল এসে কয়েকদিনের জন্য ছিল। অভিযোগ, তাঁদেরই একজন গভীর রাত রিসর্ট থেকে বেরিয়ে যান। এরপর কয়েকদিন তাঁর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরে ময়নাগুড়ির জলঢাকা নদী থেকে ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়। যদিও ওই ঘটনার সঙ্গে রিসর্টে মদ্যপান বা অন্য কোনও বিষয়ের সরাসরি যোগ ছিল কি না, তা তদন্তসাপেক্ষ। পর্যটন ব্যবসায়ীদের একাংশের বক্তব্য, গত কয়েক বছরে ডুয়ার্সে পর্যটকের সংখ্যা কিছুটা কমেছে। সেই পরিস্থিতিতে বিহার থেকে আসা পর্যটক দলগুলি রিসর্ট মালিকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কারণ, একসঙ্গে দু'তিনদিনের জন্য গোটা রিসর্ট ভাড়া হয়ে যাওয়ায় মোটা অঙ্কের টাকা মিলছে। ফলে পর্যটকদের চাহিদা অনুযায়ী বিনোদনের ব্যবস্থা করার প্রবণতাও তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ। একদিকে রিসর্ট মালিকদের আয় বাড়ছে, অন্যদিকে কয়েকদিনের জন্য রিসর্ট ভাড়া হয়ে যাওয়ায় ব্যবসার নিশ্চয়তাও থাকছে। কিন্তু তার বিনিময়ে লাটাগুড়ির পর্যটনের মূল চরিত্রই বদলে যাচ্ছে কি না, সেই প্রশ্নই এখন সামনে। ডুয়ার্সের ট্যুর অপারেটর উজ্জ্বল শীল বলেন, 'বিহারে মদ নিষিদ্ধ হওয়ার পর বিহার থেকে ডুয়ার্সে পর্যটক আসার প্রবণতা বেড়েছে, তা অস্বীকার করার জায়গা নেই। তবে এই পর্যটকরা সাধারণত নিজেরাই আগে থেকে রিসর্ট বুক করেন। ট্যুর অপারেটরদের মাধ্যমে বুকিং করার প্রবণতা তাঁদের নেই।' লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রাজাশিস চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'রিসর্টকে এই ধরনের বিনোদনের জায়গায় পরিণত করার প্রবণতা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।' তাঁর অভিযোগ, কয়েকটি রিসর্ট কর্তৃপক্ষের জন্য গোটা এলাকার বদনাম হচ্ছে। শুধু লাটাগুড়ি নয়, গরুমারাকেন্দ্রিক আশপাশের সমস্ত রিসর্টেও প্রশাসনের নজরদারি ও অভিযান চালানো প্রয়োজন। যে লাটাগুড়ির পর্যটনের পরিচয় তৈরি হয়েছিল জঙ্গল, প্রকৃতি ও স্থানীয় সংস্কৃতিকে ঘিরে, সেই লাটাগুড়িই কি ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে অন্য এক বিনোদনকেন্দ্রে? পর্যটনের নামে রিসর্টে নিয়মবহির্ভূত কর্মকাণ্ড বন্ধ না হলে তার প্রভাব পড়তে পারে গোটা ডুয়ার্সের পর্যটন ভাবমূর্তিতে- এমনই আশঙ্কা পর্যটন মহলের একাংশের।

ভূতনীতে একাধিক এলাকা প্লাবিত

সকালের শিরোনাম
বিশ্বজিৎ সাহা
মালদহ

ফের নদীবাঁধ ভাঙনের জেরে নতুন করে বন্যার আশঙ্কা তৈরি হল মালদহের মানিকচকের ভূতনী এলাকায়। বৃহস্পতিবার কেশরপুরে একাধিক জায়গায় নদীবাঁধ ভেঙে যাওয়ার পর শুক্রবার গঙ্গার জল হু হু করে ঢুকতে শুরু করে ভূতনীর উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক সংরক্ষিত এলাকায়।

ফের নদীবাঁধ ভাঙনের জেরে নতুন করে বন্যার আশঙ্কা তৈরি হল মালদহের মানিকচকের ভূতনী এলাকায়। বৃহস্পতিবার কেশরপুরে একাধিক জায়গায় নদীবাঁধ ভেঙে যাওয়ার পর শুক্রবার গঙ্গার জল হু হু করে ঢুকতে শুরু করে ভূতনীর উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক সংরক্ষিত এলাকায়। এর জেরে বিস্তীর্ণ এলাকায় কার্যত বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। জল ঢুকে পড়ায় আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোরে ভূতনীর কেশরপুর এলাকায় গঙ্গার প্রবল স্রোতের চাপে পুরনো রিং বাঁধের প্রায় ২০ মিটার অংশ ভেঙে যায়। অভিযোগ, তৎকালীন তৃণমূল সরকারের আমলে প্রায় ১৬ কোটি টাকা বরাদ্দে বছরখানেক আগে ওই রিং বাঁধ তৈরি করা হয়েছিল। তৈরি হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই বাঁধের বড় অংশ ভেঙে যাওয়ায় বাঁধের গুণমান ও নির্মাণকাজ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।পুরনো রিং বাঁধ ভেঙে যাওয়ার পর পরিস্থিতি সামাল দিতে অদূরে নতুন করে রিং বাঁধ তৈরি করে গঙ্গার জল আটকানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই উদ্যোগও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় বলে স্থানীয়দের দাবি। নতুন রিং বাঁধের অংশও গঙ্গার প্রবল জলের চাপে ভেঙে যায়। এরপর ভাঙা অংশ দিয়ে দ্রুত গতিতে জল ঢুকে পড়ে ভূতনীর উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কিছু সংরক্ষিত এলাকায়।পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে বৃহস্পতিবার রাতের দিকে। স্থানীয়দের দাবি, রাতের মধ্যেই পুরনো রিং বাঁধের আরও একাধিক অংশে ভাঙন দেখা দেয়। প্রায় কিছুটা দূর অন্তর অন্তর মোট পাঁচটি জায়গায় বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় শুক্রবার সকালেও অবিরাম গতিতে গঙ্গার জল সংরক্ষিত এলাকার দিকে ঢুকতে থাকে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে।সবচেয়ে উদ্বেগজনক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে কেশরপুর কালুটনটোলা এলাকায়। সেখানে কয়েকটি পরিবার জলবন্দি হয়ে পড়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। জলমগ্ন বাঁধের গোড়ায় প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কোনওরকমে দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা। চারদিকে জল বাড়তে থাকায় আতঙ্কে রয়েছেন পরিবারের সদস্যরা। জলবন্দি বাসিন্দাদের অভিযোগ, দ্রুত তাঁদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন। প্রশাসনের কাছে তাঁরা অবিলম্বে উদ্ধার অভিযান চালিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। একই সঙ্গে ভেঙে যাওয়া বাঁধের অংশ দ্রুত মেরামত করে গঙ্গার জল আটকানোর দাবিও জানিয়েছেন স্থানীয়রা।এদিকে, পরপর একাধিক জায়গায় বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় ভূতনীজুড়ে নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনের তরফে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে এলাকার মানুষ।

মালদায় কুরিয়ার সংস্থার গুদামে পুলিশের হানা!

গ্রেপ্তার ১

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মালদা

কুরিয়ার সংস্থার গুদামে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা মূল্যের বিপুল পরিমাণ ব্যথানাশক ট্যাবলেট উদ্ধার করল পুলিশ। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বালুরঘাট ও মালদহ পুলিশের যৌথ উদ্যোগে পুরাতন মালদার বেহুলা সেতু সংলগ্ন একটি নামী কুরিয়ারের গুদামে এই অভিযান চালানো হয়। এই ঘটনায় কালিয়াচকের সুজাপুরের বাসিন্দা শরিফ খান নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৮ আগস্ট দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট পুলিশের হাতে এক মাদক কারবারি ধরা পড়ে। তাকে জেরা করেই কুরিয়ার পরিষেবার মাধ্যমে কলকাতা থেকে মালদায় বিপুল পরিমাণ ব্যথানাশক ট্যাবলেট পাঠানোর চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে আসে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই যৌথ দল কুরিয়ারের গুদামে হানা দেয়। সেখান থেকে ৭০টি বাক্সে মোট ৯,৭৫০ পিস ব্যথানাশক ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, চালানটির আসল বাজারদর প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা হলেও, কর ফাঁকি দিতে বা নজর এড়াতে মাত্র ২৫ হাজার টাকা মূল্য দেখিয়ে কলকাতা থেকে এগুলি পাঠানো হয়েছিল। উদ্ধার হওয়া এই ব্যথানাশক ওষুধগুলি মূলত নেশার সামগ্রী হিসেবে অবৈধভাবে ব্যবহার করা হয় বলে দাবি পুলিশের। চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন ছাড়া এই ধরনের ওষুধ বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কুরিয়ারের চালানটি শরিফ খানের নামে আসায় তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কিন্তু এত বিপুল পরিমাণ ওষুধ কেন এবং কোথায় সরবরাহ করার জন্য আনা হয়েছিল, সে বিষয়ে তিনি কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি। এর পরেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং এই চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বক্সায় বাঘিনী আনতে তৈরি হচ্ছে বায়োডেটা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আলিপুরদুয়ার

আপাতত বক্সায় একটি বাঘিনী ছাড়া হবে। দিনক্ষণ প্রায় চূড়ান্ত, তবে কোন বাঘ ছাড় হবে, তা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। বক্সায় যে বাঘিনী ছাড়া হবে, তার তথ্য জোগাড়ের কাজ চলছে বিহারের বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভে। এজন্য চার থেকে পাঁচটি বাঘিনীর বায়োডেটা তৈরি করছে বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ। সেই বায়োডেটা দেখেই পশ্চিমবঙ্গের বনকর্তারা বাঘিনী পছন্দ করবেন। যেটিকে পছন্দ হবে, তাকে অজ্ঞান করে খাঁচায় বন্দি অবস্থায় নিয়ে আসা হবে বক্সা টাইগার রিজার্ভে। বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে রাজ্যের বন দপ্তরের এক শীর্ষ কর্তা বলেছেন, 'যে কোনও জায়গায় বাঘ ছাড়ার আগে ওই একই নিয়মে কাজ হয়। কোন বাঘ ছাড়া হবে, আগে তাকে পছন্দ করা হয়। কয়েকটি বাঘের তথ্য দেওয়া হবে বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভের পক্ষ থেকে। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাজ্য থেকে দল বিহারে গিয়ে বাঘিনী পছন্দ করবে।' আগামী ২ অক্টোবর বড় অনুষ্ঠান করে বক্সা টাইগার রিজার্ভে বাঘিনী ছাড়ার পরিকল্পনা করেছে বন দপ্তর। কী অনুষ্ঠান হবে, তা নিয়েও আলোচনা চলছে। তবে সেই সঙ্গে বিহার থেকে সুস্থভাবে বাঘিনীকে বক্সায় নিয়ে আসাও একটি বড় কাজ। বক্সায় বাঘিনী দেওয়ার বিষয়ে প্রায় দুই সপ্তাহ আগে বিহার সরকারের পক্ষ থেকে সম্মতি জানানো হয়েছে। এখন বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভে বায়োডেটা তৈরির কাজ চলছে জোরকদমে। এই রাজ্যের বন দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভ কর্তৃপক্ষ চার থেকে পাঁচটি বাঘিনী চিহ্নিত করছে, যেগুলি বক্সায় আনা যেতে পারে। বক্সায় ২ অক্টোবর একটি বাঘিনী ছাড়া হবে। বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে বয়সের ক্ষেত্রে; কম বয়সি বাঘিনী দেখা হচ্ছে। সুস্থ বাঘিনী যেন বংশবিস্তার করতে পারে, সেটা দেখা হচ্ছে। ওই বাঘিনীর বিগত কয়েক বছরে কীরকম আচরণ ছিল, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওই চার থেকে পাঁচটি বাঘিনীর তথ্য দেখে এই রাজ্যের বনকর্তারা, ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া এবং ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি মিলিতভাবে একটি বাঘিনী পছন্দ করবে। প্রথমে বক্সা থেকে বন দপ্তরের একটি দল গিয়ে ওই বাঘিনী দেখে আসবে, কয়েকদিন পর যাবে বাঘ নিয়ে আসার দলটি। বক্সায় বাঘের রাজত্ব ফেরাতে হলে শুরুটা যে ভালো করে করতে হবে, সেটা ভালো করেই জানেন বনকর্তারা। সেজন্য বাল্মীকির জঙ্গল থেকে এমন বাঘিনী আনা হবে, যার মাধ্যমে বক্সা টাইগার রিজার্ভে আবার বাঘের গর্জন শোনা যাবে। সমস্ত বাঘিনীকে খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করেই বেছে নেওয়া হবে একটিকে।

লরির ধাক্কায় ছাত্রীর মৃত্যু

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
চাঁচল

মূল সড়কের ধারে লরি দাঁড় করিয়ে পণ্য নামানোর কাজ চলছিল। সেই সময় সংযোগকারী রাস্তা দিয়ে মূল সড়কে ওঠার সময় লরির ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল একাদশ শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীর। শুক্রবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা ছড়ায় মালদহের চাঁচল মাদ্রাসা মোড় এলাকায়।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রীর নাম তাবাসুম জাহান (১৭)। তাঁর আদি বাড়ি পুখুরিয়া থানার গোঁসাইপুর এলাকায়। বর্তমানে পরিবারের সঙ্গে চাঁচলের বিধানসরণী এলাকায় ভাড়া বাড়িতে থাকত সে।

তাবাসুম কলিগ্রাম হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী ছিল। জানা যায়, শুক্রবার বাবার বাইকে চেপে হরিশ্চন্দ্রপুরে দাদুর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল তাবাসুম। তার বাবা তালেব মিঞা বাইক চালাচ্ছিলেন। চাঁচল মাদ্রাসা মোড়ের কাছে একটি সংযোগকারী রাস্তা দিয়ে মূল সড়কে ওঠার সময় আচমকাই একটি লরির ধাক্কায় বাইকটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয় তাবাসুম ও তার বাবা। স্থানীয়রা দ্রুত দু'জনকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। সেখানে তাবাসুমকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। তাঁর বাবা তালেব মিঞার অবস্থাও আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে।ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

মৃত ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ, মূল সড়কের ধারে পঙ্কজ ডালমিয়া নামে এক ব্যবসায়ী লরি দাঁড় করিয়ে পণ্য নামানোর কাজ করছিলেন। রাস্তার ধারে লরি দাঁড়িয়ে থাকায় চালকের দৃষ্টিতে সমস্যা তৈরি হয়েছিল। সেই কারণেই বাইকটি দেখতে না পেয়ে লরিটি ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ পরিবারের। চাঁচল-১

পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি জাকির হোসেনও একই অভিযোগ করেন। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় চাঁচল থানার পুলিশ। লরিটি

আটক করার পাশাপাশি চালককেও আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

Sakaler sironam...18 August......2026_Layout 1 05-09-2026 06:42 Page 6

পঞ্জাবের খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ রাঘব চাড্ডার নাম

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

নির্বাচন কমিশনের দেশজুড়ে চলা বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসেবে পঞ্জাবের খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ল বিজেপি রাজ্যসভা সাংসদ রাঘব চাড্ডার নাম। গত ১৩ আগস্ট পঞ্জাবের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে প্রকাশিত অনুপস্থিত, স্থানান্তরিত, মৃত ও ভুয়ো (এএসডিডি) ভোটারদের তালিকায় মোহালির এসএএস নগর বুথ থেকে চাড্ডাকে 'স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত' হিসেবে চিহ্নিত করে খসড়া তালিকা থেকে তাঁর নাম প্রত্যাহার করা হয়েছে। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে আম আদমি পার্টি ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া এই সাংসদ তাঁর নাম কাটার পেছনে পঞ্জাবের আপ সরকারের 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা'কে দায়ী করেছেন। পাল্টা জবাবে আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ দাবি করেছেন যে চাড্ডা দিল্লিতে বসবাস করেন, পঞ্জাবে নয়; ফলে পঞ্জাবের ভোটার তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ পড়া স্বাভাবিক। অন্যদিকে পঞ্জাব প্রশাসন স্পষ্ট জানিয়েছে যে পুরো প্রক্রিয়াটি নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারভুক্ত, এতে রাজ্য সরকারের কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই। নির্বাচন কমিশনের এসআইআর নির্দেশিকা অনুযায়ী, কোনো রাজ্যে এই প্রক্রিয়া ঘোষণার সময় তালিকায় থাকা সমস্ত ভোটারকে বাড়ি বাড়ি যাওয়া বুথ লেভেল আধিকারিকদের (বিএলও) কাছ থেকে ফর্ম নিয়ে নতুন করে নিজেদের বৈধতার প্রমাণ দিতে হয়। নির্ধারিত এক মাসের মধ্যে যেসব ভোটারের ফর্ম জমা পড়ে না, তাঁদের সম্পর্কে প্রতিবেশীদের মাধ্যমে খোঁজখবর নিয়ে 'অনুপস্থিত', 'স্থানান্তরিত' কিংবা 'মৃত' হিসেবে চিহ্নিত করে খসড়া তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়। তবে নির্বাচন কমিশন এ-ও স্পষ্ট করেছে যে, খসড়া তালিকায় নাম কাটা গেলেও এটি চূড়ান্ত তালিকা নয়। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা আগামী ১২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দাবি ও আপত্তি নিষ্পত্তির পর্বে বিধিবদ্ধ ৬ নম্বর ফর্ম পূরণ করে প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিয়ে পুনরায় নাম তোলার আবেদন করতে পারেন। যাচাইকরণ শেষে যোগ্য বিবেচিত হলে আগামী ১২ অক্টোবর প্রকাশিত হতে চলা চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম পুনর্বহাল করা হবে। চাড্ডা অভিযোগ তুলেছেন যে নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে তাঁর নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের ২০২৫ সালের ২৪ জুনের নির্দেশিকার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ক্ষ্মবিচারবিভাগের সদস্য, জনপ্রতিনিধি, সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি এবং শিল্প, সংস্কৃতি, সাংবাদিকতা, খেলাধুলো ও জনসেবা ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম আগে থেকেই নির্বাচনী ডেটাবেসে চিহ্নিত করে খসড়া ভোটার তালিকায় বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে, যাতে দাবি ও আপত্তির সময় তাঁদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করা যায়।ক্ষ্ম এই সুরক্ষাবিধি সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে নিশানা করা হয়েছে বলে চাড্ডা দাবি করেন। জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী, রাজ্যসভার সদস্য হতে গেলে ভারতের যেকোনো প্রান্তের সংসদীয় নির্বাচনী কেন্দ্রের বৈধ ভোটার হওয়া বাধ্যতামূলক।

২০২২ সালের রাজ্যসভা নির্বাচনে তিনি দিল্লির রাজিন্দর নগরের ভোটার ছিলেন, তবে পঞ্জাব থেকে নির্বাচিত হওয়ার পর ঠিকানা বদল করে মোহালিতে ভোটার হিসেবে নাম তোলেন এবং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সেখান থেকেই ভোট দেন। বর্তমানে তিনি নিয়ম মেনে ৬ নম্বর ফর্মের মাধ্যমে চূড়ান্ত তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে।

সোনিয়া গান্ধীর স্মৃতিকথা প্রকাশ করছে হার্পারকলিন্স

১০ নভেম্বর মুক্তির দিন ঘোষণা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

প্রকাশনা সংস্থা পেঙ্গুইন র্যা ন্ডম হাউস ইন্ডিয়ার সঙ্গে মতবিরোধের জেরে চুক্তি ভেস্তে যাওয়ার পর প্রবীণ কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীর বহুল প্রতীক্ষিত স্মৃতিকথা প্রকাশের দায়িত্ব নিল আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা হার্পারকলিন্স ইন্ডিয়া। শুক্রবার সমাজমাধ্যম এক্সে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা করে সংস্থাটি জানায়, আগামী ১০ নভেম্বর ভারতে প্রকাশিত হতে চলেছে বইটি, যার নাম রাখা হয়েছে 'বিলঙ্গিং আ জার্নি অব লাভ'। বইটির গুরুত্ব তুলে ধরে প্রকাশক সংস্থা জানিয়েছে, ক্ষ্মআমাদের সময়ের অন্যতম প্রতীক্ষিত রাজনৈতিক স্মৃতিকথা 'বিলঙ্গিং' হলো ভালোবাসা, আত্মপরিচয়, কর্তব্য ও আপন করে নেওয়ার এক নাটকীয় এবং গভীর ব্যক্তিগত আখ্যান, যা ভারতের পথচলার এক বিরল অন্তর্দৃষ্টি তুলে ধরে।ক্ষ্ম আন্তর্জাতিক বাজারে পেঙ্গুইনের সহযোগী সংস্থা অ্যালফ্রেড এ নফ একই দিনে বইটি বিশ্বজুড়ে প্রকাশ করবে, যার প্রথম মুদ্রণেই এক লক্ষ কপি প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে। ভারতেও একই দিনে বইটি পাঠকদের হাতে পৌঁছবে। এর আগে বইটি প্রকাশের জন্য পেঙ্গুইন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সোনিয়া গান্ধীর পক্ষ থেকে প্রায় দু'মাস ধরে আলোচনা চললেও শেষপর্যন্ত তা ভেস্তে যায়। পেঙ্গুইন কর্তৃপক্ষ বইটির মূল খসড়া থেকে বেশ কিছু সংবেদনশীল অংশ ছাঁটাই ও পরিবর্তনের দাবি তুলেছিল। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর ১২ বছরের শাসনকাল, আরএসএসের ভূমিকা, দেশে সাম্প্রতিককালে মাথাচাড়া দেওয়া সাম্প্রদায়িক বিভাজন, দাঙ্গা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুর্দশার মতো একাধিক ঘটনার উল্লেখ নিয়ে আপত্তি তোলে পেঙ্গুইনের আইনি ও সম্পাদনা দল। এমনকি গালওয়ান উপত্যকায় ভারত ও চীনের সেনার সংঘাতের মতো সমসাময়িক ভূরাজনৈতিক প্রসঙ্গের ওপরও কাঁচি চালানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। সোনিয়া গান্ধীর পরিবারের পক্ষ থেকে এই সমস্ত কাটছাঁটের তীব্র বিরোধিতা করে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয় যে, প্রকাশনা সংস্থার আইনজীবীরা অহেতুক অতিরিক্ত স্পর্শকাতর আচরণ করছেন। লেখকের পক্ষের প্রতিনিধিদের অন্যতম প্রধান যুক্তি ছিল, ভারতে এই ধরনের রদবদল বা সেন্সরশিপ মেনে নিলে একটি অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে;যেখানে আন্তর্জাতিক সংস্করণের সঙ্গে ভারতীয় সংস্করণের বিস্তর ফারাক থেকে যাবে।

এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত এক সূত্র জানান, ক্ষ্মআন্তর্জাতিক স্তরে প্রকাশিত বইটির সঙ্গে ভারতে মুদ্রিত সংস্করণের মধ্যে কী কী বাদ দেওয়া বা সেন্সর করা হয়েছে তা জানতে ভারতীয় পাঠকদের দুটি সংস্করণ পাশাপাশি রেখে তুলনা করতে হতো।ক্ষ্ম এই পরিস্থিতিতে লেখিকা কোনো ধরনের সমঝোতা না করার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় পেঙ্গুইনের সঙ্গে চুক্তি বাতিল হয়। এরপরই বইটির আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি ডেভিড গডউইন হার্পারকলিন্সের সঙ্গে আলোচনা চূড়ান্ত করেন। সমস্ত বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে দেশের অন্যতম শীর্ষ বিরোধী নেত্রীর এই রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত স্মৃতিকথা কোনো রকম কাটছাঁট ছাড়াই আগামী নভেম্বরে বাজারে আসতে চলেছে।

জেলে বন্দি আসামিদের যন্তর-মন্তরের বিক্ষোভে 'শনাক্ত' করল পুলিশের ক্যামেরা

মুখ থুবড়ে পড়ল ফেসিয়াল রেকগনিশন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

প্রশ্নফাঁস বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জমায়েতে অপরাধীদের উপস্থিতির যে চাঞ্চল্যকর দাবি দিল্লি পুলিশ সুপ্রিম কোর্টে করেছিল, তা নিয়ে বড়সড় গলদ ও অসঙ্গতি ফাঁস হয়ে গেল। সম্প্রতি ছাত্র আন্দোলনের সময় দিল্লির যন্তর-মন্তরে নজরদারি চালানোর জন্য ব্যবহৃত বিতর্কিত 'ফেসিয়াল রেকগনিশন সিস্টেম'(এফআরএস) অন্তত ২,৮৭৩ জন দাগি অপরাধীকে ভিড়ের মধ্যে শনাক্ত করেছে বলে শীর্ষ আদালতে হলফনামা দিয়ে দাবি করেছিল দিল্লি পুলিশ। তবে সংবাদমাধ্যমের এক বিস্তারিত অনুসন্ধানে উঠে এসেছে যে, পুলিশের পেশ করা ওই তালিকার অন্তত ২৫ জন গুরুতর অপরাধী;যাঁদের বিরুদ্ধে খুন, খুনের চেষ্টা, ধর্ষণ ও পকসো-র মতো মারাত্মক অভিযোগ রয়েছে;তাঁরা বিক্ষোভের দিনগুলিতে সশরীরে তিহার, মান্ডোলি ও রোহিণী জেলের ভেতরে বন্দি ছিলেন। পুলিশ, আদালত ও কারাগারের সরকারি নথি খতিয়ে দেখে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে যে তাঁদের প্রত্যেকেই বিক্ষোভ শুরু হওয়ার কয়েক সপ্তাহ, কয়েক মাস বা কয়েক বছর আগে থেকেই জেল হেফাজতে সাজা খাটছেন। তদন্তে জানা গিয়েছে, গত ২০ থেকে ২৬ জুলাই যন্তর-মন্তরে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে চলা ছাত্র বিক্ষোভের ওপর নজরদারি চালাতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চালিত বিশেষ নজরদারি ভ্যান ব্যবহার করে দিল্লি পুলিশ। পুলিশের দাবি ছিল, তাদের 'ক্রাইম কুণ্ডলী' বায়োমেট্রিক ডেটাবেস এবং অপরাধীদের সরকারি নথির সঙ্গে মিলিয়ে এই চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে। তবে পুলিশের চিহ্নিত করা ওই ২,৮৭৩ জনের মধ্যে খুন, ধর্ষণ ও খুনের চেষ্টার মতো মারাত্মক অভিযোগে অভিযুক্ত ২০৫ জনের রেকর্ড যাচাই করতেই দেখা যায়, অন্তত ১৭ জন খুনের আসামি, চার জন ধর্ষণে অভিযুক্ত (যার মধ্যে দুটি পকসো মামলা) এবং চার জন খুনের চেষ্টায় অভিযুক্ত ব্যক্তি বিক্ষোভের সময় জেলের চার দেওয়ালের ভেতরেই ছিলেন। এমনকি গ্রেটার কৈলাশ-১ এলাকায় জিম মালিক নাদির শাহ হত্যাকাণ্ডে লরেন্স বিষ্ণোই ও হাসিম বাবা গ্যাংয়ের সঙ্গে জড়িত শার্পশুটার যোগেশ ওরফে রাজু;যে কি না পুলিশের গুলিতে আহত হয়ে আগে থেকেই জেল হেফাজতে রয়েছে;তাকেও নাকি ২৫ জুলাই বিকেলে যন্তর মন্তরের ভিড়ে ক্যামেরাবন্দি করেছে পুলিশ। কিষাণ, মুস্তাক, অঙ্কিত কুমার, প্রতাপ সিং সিসোদিয়া এবং রকি মেসির মতো একাধিক বিচারাধীন বন্দির ক্ষেত্রেও একই ধরনের অদ্ভুত দাবি নথিবদ্ধ রয়েছে। এই মারাত্মক বিভ্রান্তি প্রকাশ্যে আসার পর ব্যাকফুটে থাকা দিল্লি পুলিশের তরফে সাফাই দিয়ে জানানো হয়েছে, ক্ষ্মবিক্ষোভের সময় অপরাধমূলক রেকর্ডযুক্ত ২,৮৭৩ জনকে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তবে এই বিষয়ে মাঠপর্যায়ে যাচাইকরণ বা ভেরিফিকেশন এখনও বাকি রয়েছে।ক্ষ্ম একই সঙ্গে পুলিশের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, কেবল ফেসিয়াল রেকগনিশনের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে কারও বিরুদ্ধে কোনো আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হয় না; এটি ভিড়ে অপরাধী খোঁজার কেবল প্রথম ধাপ মাত্র। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের একটি আরটিআইয়ের জবাবে পুলিশ জানিয়েছিল যে তাদের সিস্টেমে ৮০ শতাংশ সাদৃশ্য পেলেই তাকে 'পজিটিভ ম্যাচ' ধরা হয়। তবে ক্যামেরার কোণ, আলোর তারতম্য, মাস্ক কিংবা ছবির গুণমানের কারণে এই অ্যালগরিদমের নির্ভুলতা যে কতটা প্রশ্নচিহ্নের মুখে এবং এর ফলে নিরীহ ছাত্র আন্দোলনে নজরদারির নামে প্রযুক্তির মারাত্মক অপব্যবহার ও ত্রুটিপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, আদালতের হলফনামা ও জেল রেকর্ডের এই সরাসরি সংঘাত তা স্পষ্ট করে দিল।

ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির পরিসংখ্যানে আস্থার সঙ্কট, সরব অর্থনীতিবিদরা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

দেশের সাম্প্রতিক জিডিপি বৃদ্ধির সরকারি পরিসংখ্যান ঘিরে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রক (মস্পি) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকে ৭.৮ শতাংশ বৃদ্ধির দাবি করলেও, এই তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতা ও বাস্তব ভিত্তি নিয়ে গভীর সংশয় প্রকাশ করেছেন প্রাক্তন মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অরবিন্দ সুব্রহ্মণ্যম, অর্থনীতিবিদ অভিষেক আনন্দ এবং জশ ফেলম্যান। এক যৌথ অর্থনৈতিক মূল্যায়নে তাঁরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, নতুন ভিত্তি বর্ষ ও পরিমার্জিত পদ্ধতির কারণে প্রযুক্তিগতভাবে সরকারের ব্যাখ্যা সঠিক মনে হলেও, তথ্যের ধারাবাহিক অস্বচ্ছতা ও অতীতের নজির সরকারি পরিসংখ্যানে এক মারাত্মক আস্থার ঘাটতি তৈরি করেছে। এর আগে প্রাক্তন অর্থসচিব সুভাষ গর্গ অভিযোগ তুলেছিলেন যে, পূর্ববর্তী বছরের উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়ে দেখিয়ে চলতি বছরের বৃদ্ধির হারকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো হয়েছে। যদিও মন্ত্রকের পাল্টা যুক্তি ছিল যে পুরনো পদ্ধতির সঙ্গে নতুন পদ্ধতির তুলনা করে ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছে, তবে অর্থনীতিবিদদের মতে, কেবল প্রযুক্তিগত সাফাই দিয়ে বাস্তবের সঙ্গে তথ্যের এই ফারাক ঢাকা সম্ভব নয়। অর্থনীতিবিদরা তুলে ধরেছেন যে, বাস্তব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং সরকারি বৃদ্ধির তথ্যের মধ্যে চরম অসঙ্গতি রয়েছে। ২০২৬ সালের এপ্রিল ও মে মাসে দেশজুড়ে তীব্র জ্বালানি সঙ্কট দেখা গিয়েছিল, যার ফলে জ্বালানি রেশনিং করতে হয় এবং বহু ক্ষুদ্র ব্যবসা ও হোটেল-রেস্তোরাঁ কালোবাজার থেকে চড়া দামে এলপিজি কিনতে বাধ্য হয় বা বন্ধ হয়ে যায়। আমদানি পণ্যের মূল্য প্রায় ৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল, যা অর্থনীতির ওপর কার্যকরভাবে জিডিপির প্রায় দেড় শতাংশ বাড়তি করের মতো বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল। একদিকে দুর্বল মজুরি বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের করুণ দশা, শেয়ার বাজারে মন্দা এবং মুদ্রার ওপর লাগাতার চাপ;যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল সাম্প্রতিক ছাত্র বিক্ষোভে;এমন প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে অর্থনীতি কীভাবে লাফিয়ে ত্বরান্বিত হলো, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এমনকি রিজার্ভ ব্যাঙ্কও যেখানে এই ত্রৈমাসিকে অর্থনীতির গতি শ্লথ হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিল, সেখানে বৃদ্ধির এই উল্লম্ফন যুক্তিগ্রাহ্য ঠেকছে না। পরিসংখ্যানের বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরিয়ে আনতে সরকারের স্বচ্ছ পদক্ষেপ জরুরি বলে মত বিশেষজ্ঞদের। তাঁদের মতে, দেশের মোট অর্থনীতির প্রায় ৪৫ শতাংশ দখল করে রাখা অসংগঠিত ক্ষেত্র ও অতালিকাভুক্ত সংস্থাগুলির সঠিক তথ্য সরকারের কাছে নেই; ফলে কেবল হাতে গোনা কিছু নথিভুক্ত বড় সংস্থার তথ্যের ভিত্তিতে পুরো অর্থনীতির চিত্র নির্ধারণের পুরনো ত্রুটি এখনও বজায় রয়েছে। অর্থনীতিবিদরা দাবি তুলেছেন, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের প্রথম ত্রৈমাসিকের জিডিপি হঠাৎ ৭ শতাংশ কেন কমানো হলো তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা সরকার দিক এবং জিডিপি পরিমাপের সম্পূর্ণ 'সোর্সেস অ্যান্ড মেথডস' নির্দেশিকা প্রকাশ্যে এনে স্বাধীন অর্থনীতিবিদদের যাচাই করার সুযোগ দেওয়া হোক। জ্বালানি সংকটের মধ্যেও কীভাবে এই প্রবৃদ্ধি সম্ভব হলো, আমদানি কমে যাওয়া সত্ত্বেও কেন জিএসটি সংগ্রহ মাত্র ৫ শতাংশ বাড়ল; এই সমস্ত মৌলিক প্রশ্নের বস্তুনিষ্ঠ অর্থনৈতিক প্রমাণ পেশ করার দায় এখন পুরোপুরি সরকারের কাঁধেই বর্তেছে।

নেপালে ভয়াবহ তুষারধসের ধাক্কায় ছয় গুণ স্ফীত ত্রিশূলী নদী

তিব্বত-নেপাল সীমান্তে ভয়াবহ শিলা ও তুষারধসের জেরে সৃষ্ট আকস্মিক হড়পাবানে নেপালের ত্রিশূলী নদী ভয়াল রূপ ধারণ করে স্বাভাবিকের তুলনায় প্রায় ছয় গুণ পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে বিস্তীর্ণ জনপদ গ্রাস করেছে। গত ২৬ আগস্ট সকালে আঘাত হানা এই বিপর্যয়ে রসুলোয়া, নুয়াকোট এবং ললিতপুর জেলার নদী উপত্যকার ভৌগোলিক মানচিত্র সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে পাওয়া বিভিন্ন উপগ্রহ চিত্রের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, সবুজ পাহাড় ও নদী উপত্যকাগুলি কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে কাদা, পাথর ও আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে। তিব্বত সীমান্ত থেকে প্রায় ১২৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত রসুয়া জেলার তিমুরে এবং সায়াব্রুবেসি এলাকায় জলস্তর আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি ডেকে এনেছে বলে নেপাল সেনার পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে। উপগ্রহ চিত্রের তুলনামূলক পর্যবেক্ষণে দেখা যাচ্ছে, উত্তর নেপালের সীমান্ত শহর তিমুরেতে ত্রিশূলী নদী আগের ৭৮ মিটারের স্বাভাবিক প্রস্থ থেকে চার গুণেরও বেশি স্ফীত হয়ে প্রায় ৩৫০ মিটার চওড়া আকার ধারণ করেছে। সায়াব্রুবেসি এলাকায় ৬৫ মিটার চওড়া নদীটি প্রায় ৩০০ মিটারে ছড়িয়ে পড়ে অন্তত ৩০০টি ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে।

একইভাবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত নুয়াকোট জেলার চৌপথোকে নদীটির বিস্তার ৬৫ মিটার থেকে বেড়ে প্রায় ছয় গুণ অর্থাৎ ৪৪৩ মিটারে পৌঁছেছে এবং বাত্তার অঞ্চলে ৯১ মিটারের নদীটি স্ফীত হয়ে ৩০৯ মিটারে দাঁড়িয়েছে। এই প্রলয়ঙ্কর ধ্বংসলীলার পর আজ দশম দিনে পড়েছে উদ্ধারকাজ। দীর্ঘ নয় দিন পর ত্রিশূলী-৩ 'এ' জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সুড়ঙ্গে আটকে থাকা দুই শ্রমিককে অলৌকিকভাবে জীবিত উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন উদ্ধারকর্মীরা।

জম্মু-কাশ্মীরের বদগামে যৌথ বাহিনীর অভিযানে খতম এক জঙ্গি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শ্রীনগর

জম্মু-কাশ্মীরের বদগাম জেলার গভীর অরণ্যে ভারতীয় সেনা ও জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের এক যৌথ সন্ত্রাসদমন অভিযানে খতম হলো এক অজ্ঞাতপরিচয় জঙ্গি। বদগামের আশদার গলি এলাকায় শুক্রবার এই এনকাউন্টারটি সংঘটিত হয়। অভিযান চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনী নিহত জঙ্গির কাছ থেকে একটি একে রাইফেল উদ্ধার করেছে। শ্রীনগরস্থিত চিনার কোরের পক্ষ থেকে সমাজমাধ্যম এক্সে এক বার্তায় জানানো হয়েছে, ক্ষ্মসুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে ভারতীয় সেনা, জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ এবং সিআরপিএফ যৌথভাবে বদগামের আশদার গলিতে একটি তল্লাশি অভিযান শুরু করে। সতর্ক জওয়ানরা সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে চ্যালেঞ্জ ছুড়লে জঙ্গিরা এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে শুরু করে। এর জবাবে তীব্র গুলিবিনিময় শুরু হয়, যার ফলে এক জঙ্গি নিকেশ হয়েছে এবং একটি একে রাইফেল উদ্ধার করা হয়েছে। এলাকায় এখনও তল্লাশি অভিযান জারি রয়েছে।ক্ষ্ম পুলিশ ও সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, গভীর জঙ্গলের ওই অংশে আরও এক জঙ্গি আত্মগোপন করে থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তাকে পাকড়াও করতে পুরো এলাকা ঘিরে ফেলে চিরুনি তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছেন জওয়ানরা। নিহত জঙ্গির নাম ও সংগঠনের পরিচয় জানার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।

মাঝ-আকাশে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানেরতিনটি হাইড্রোলিক সিস্টেম বিকল

প্রধান পাইলটের দেহে মিলল মাদক, জানাল এএআইবি

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নয়াদিল্লি

মাঝ-আকাশে ওড়ার সময় এয়ার ইন্ডিয়ার একটি এয়ারবাস এ৩২০নিও বিমানের তিনটি হাইড্রোলিক সিস্টেমই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সম্পূর্ণ বিকল হয়ে গিয়েছিল এবং অবতরণের পর প্রধান পাইলটের (পাইলট-ইন-কমান্ড) শরীরে সাইকোঅ্যাকটিভ বা নিষিদ্ধ মাদকজাতীয় উপাদানের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। গত ৪ আগস্ট থাইল্যান্ডের ফুকেট থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ দুর্ঘটনার প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্টে শুক্রবার এই চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে এনেছে ভারতের এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি)। ৩৬ হাজার ফুট উঁচুতে ওড়ার সময় এই আকস্মিক গোলযোগের জেরে বিমানটি মারাত্মক ঝাঁকুনি ও উচ্চতার ভারসাম্য হারানোর (অ্যালটিটিউড আপসেট) মুখে পড়ে, যার ফলে বিমানের ২০ জন যাত্রী এবং চার জন কেবিন ক্রু সদস্য গুরুতর আহত হন। এর মধ্যে চার জনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। তদন্ত সংস্থা এএআইবি জানিয়েছে, বিমানটি কলকাতা এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল বা ফ্লাইট ইনফরমেশন রিজিয়নের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় প্রথমে সকাল ৯টা ৩২ মিনিটে গ্রিন হাইড্রোলিক সিস্টেমের চাপ হারিয়ে ফেলে। ঠিক চার সেকেন্ডের মধ্যে বাকি দুটি অর্থাৎ ব্লু এবং ইয়েলো হাইড্রোলিক সিস্টেমও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। বিমান নিয়ন্ত্রণকারী এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থার মাধ্যমেই চাকার ব্রেক, স্টিয়ারিং এবং ডানা বা ডানার নিয়ন্ত্রণ তল পরিচালিত হয়। হাইড্রোলিক চাপ শূন্যে নেমে যাওয়ায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে অটোপাইলট বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং বিপদের সতর্কবার্তা বাজতে শুরু করে। সেই সময় বিমানটি প্রথমে ৩৭২ ফুট উঁচুতে উঠে যায় এবং পরক্ষণেই নির্ধারিত উচ্চতা থেকে ২৯২ ফুট নিচে আছড়ে পড়ে। সেই সময় কেবিনে সিটবেল্ট বাঁধার নির্দেশ বন্ধ থাকায় যাত্রী ও ক্রুরা ছিটকে পড়েন, কেবিনের ছাদের প্যানেল ফেটে যায় এবং লাগেজ রাখার বক্স ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে প্রথমে সহকারী পাইলট এবং পরে প্রধান পাইলট ম্যানুয়াল নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

সৌভাগ্যবশত কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হাইড্রোলিক চাপ ফিরে আসে এবং বিমানটি বেলা ১১টা নাগাদ দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিরাপদে জরুরি অবতরণ করে। বিমানে কোনো বৈরী আবহাওয়া ছিল না বলে প্রাথমিক রিপোর্টে স্পষ্ট করা হয়েছে। তবে সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় সামনে এসেছে অবতরণের পর স্বাস্থ্য পরীক্ষায়। ব্রেথ অ্যানালাইজার পরীক্ষায় অ্যালকোহলের উপস্থিতি না মিললেও সাইকোঅ্যাকটিভ ড্রাগ স্ক্রিনিং এবং পরবর্তীতে রক্ত পরীক্ষায় প্রধান পাইলটের শরীরে মাদকের উপস্থিতির প্রমাণ মিলেছে। তবে সহকারী পাইলটের রিপোর্ট সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ছিল। যদিও এএআইবি স্পষ্ট জানিয়েছে যে পাইলটের দেহে মাদক মেলার সঙ্গে মাঝ-আকাশে হাইড্রোলিক বিপর্যয়ের সরাসরি কোনো যোগসূত্র এখনই প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং কারিগরি বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত চলছে। এই ঘটনাকে অত্যন্ত বিপজ্জনক ও গভীর উদ্বেগের বলে চিহ্নিত করে উড়ান নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ-কে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ করেছে তদন্ত ব্যুরো। অন্যদিকে এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে যে তারা তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করছে এবং ঘটনার পর থেকেই সুরক্ষাবিধি জোরদার করতে নিজস্ব সমস্ত পাইলটের বাধ্যতামূলক মাদক পরীক্ষা শুরু করেছে।

বিপদসীমার উপর দামোদর, জল বাড়তেই মাঠে বিধায়ক-বিডিও

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জামালপুর

ডিভিসি থেকে জল ছাড়ার জেরে ক্রমশ বাড়ছে দামোদর নদের জলস্তর। বিপদসীমার উপর দিয়ে জল প্রবাহিত হওয়ায় পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের নদীতীরবর্তী এলাকাগুলিতে বাড়ছে উদ্বেগ। পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে এবং নদীবাঁধ সংলগ্ন এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলতে বৃহস্পতিবার সরেজমিনে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করলেন বিধায়ক অরুণ হালদার ও ব্লকের বিডিও পার্থসারথি দে। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিক এবং স্থানীয় মণ্ডল নেতৃত্ব। প্রতি বছর দামোদরের জল বাড়লেই জামালপুর ব্লকের একাধিক এলাকা কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাঁচড়া, জামালপুর-১, বেরুগ্রাম ও জোতশ্রীরাম অঞ্চল বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এর মধ্যে জোতশ্রীরাম অঞ্চলের নদীবাঁধ সংলগ্ন এলাকাগুলি নিয়ে উদ্বেগ বেশি। বুধবার থেকেই পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন শুরু করেন জামালপুর-১ মণ্ডল সভাপতি প্রধান চন্দ্র পাল। বৃহস্পতিবার বিধায়ক অরুণ হালদার নিজে পাঁচড়া অঞ্চলের দাদপুর এবং জোতশ্রীরাম অঞ্চলের অমরপুর, সোনারগড়িয়া-সহ একাধিক এলাকা ঘুরে দেখেন। তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে বর্তমান পরিস্থিতির খোঁজ নেন। বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন সেচ দপ্তরের আধিকারিক, জামালপুর-১ মণ্ডল সভাপতি প্রধান চন্দ্র পাল এবং অন্য মণ্ডল সভাপতি সন্তু শীল। নদীবাঁধের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে বিধায়ক স্থানীয় বাসিন্দাদের অযথা আতঙ্কিত না হওয়ার আবেদন জানান। অরুণ হালদার বলেন, ‘কেউ অযথা আতঙ্কিত হবেন না। সকলেই সতর্ক থাকুন। সরকার ও ব্লক প্রশাসন সব সময় মানুষের পাশে রয়েছে।’ তিনি জানান, সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। কয়েকটি জায়গায় যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেখানে দ্রুত কাজ শুরু হয়েছে এবং সন্ধ্যার মধ্যেই কাজ শেষ করার চেষ্টা চলছে। হানাসপুর এলাকার একটি প্রকল্প নিয়েও সেচ দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে বলে জানান বিধায়ক। বিষয়টি নিয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন বলেও আশ্বাস দেন। অন্যদিকে, দামোদরের জল বাড়তে শুরু করার পর থেকেই নদীবাঁধ সংলগ্ন গ্রামগুলিতে বারবার পরিদর্শন চালাচ্ছেন স্থানীয় নেতৃত্ব। সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করে জানানো হচ্ছে, আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকতে হবে এবং যেকোনও পরিস্থিতিতে প্রশাসন তাঁদের পাশে রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই নদীতীরবর্তী গ্রামগুলির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মাঠে নামেন জামালপুর ব্লকের বিডিও পার্থসারথি দে। তিনি দাদপুর, অমরপুর, জোরবাঁধ, সারাঙপুর-সহ একাধিক এলাকা ঘুরে দেখেন এবং স্থানীয় পরিস্থিতির খোঁজ নেন। বিডিও বলেন, দামোদরের জল বাড়ছে ঠিকই, তবে কেউ যেন অযথা আতঙ্কিত না হন। বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হলে তার মোকাবিলায় ব্লক প্রশাসন সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে। সরকার সব সময় সাধারণ মানুষের পাশে আছে।’ প্রধান চন্দ্র পালও জানান, বিধায়কের নির্দেশে তাঁরা সর্বক্ষণ পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন।

নদীর জলস্তর আরও বাড়লে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয়, তার জন্য প্রশাসন ও স্থানীয় নেতৃত্ব সতর্ক রয়েছে। দামোদরের জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জামালপুরের নদীপাড়ের এলাকাগুলিতে উদ্বেগ বাড়লেও প্রশাসনের তরফে জারি রাখা হয়েছে কড়া নজরদারি। বিধায়ক থেকে শুরু করে ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকদের মাঠে নেমে পরিস্থিতি পরিদর্শনে কিছুটা হলেও আশ্বস্ত নদীতীরবর্তী এলাকার বাসিন্দারা।

জন্মাষ্টমীর পুণ্যলগ্নে দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি

সকালের শিরোনাম
সুমন আদক
হাওড়া

প্রথা ও রীতি মেনেই শুভ জন্মাষ্টমীর পুণ্যলগ্নে হাওড়ার সালকিয়ার ঐতিহ্যবাহী ঢ্যাং বাড়িতে শুরু হল ১৫৩তম দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি। শুক্রবার গঙ্গামাটি এনে বাঁশ ও গঙ্গামাটির পুজোর মাধ্যমে বাড়ির দুর্গাপ্রতিমা নির্মাণের সূচনা করা হয়। জন্মাষ্টমীর দিন মায়ের কাঠামোতে মাটি ওঠানোর এই প্রাচীন রীতি ঢ্যাং পরিবারের শারদোৎসবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। রীতি মেনে পুজো সম্পন্ন হওয়ার পর থেকেই শুরু হবে প্রতিমা গড়ার কাজ। দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ও পারিবারিক পরম্পরা মেনেই এবারও দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হচ্ছে। ঢ্যাং পরিবারের ১৫৩তম দুর্গোৎসবকে ঘিরে ইতিমধ্যেই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। জন্মাষ্টমীর এই বিশেষ আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই কার্যত শুরু হয়ে গেল এবারের শারদোৎসবের কাউন্টডাউন।

দেবীর আগমনের প্রস্তুতিতে খুঁটিপুজো

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রায়না

শারদোৎসবের প্রস্তুতির আনুষ্ঠানিক সূচনা হল খুঁটিপুজোর মধ্য দিয়ে। শুক্রবার একলক্ষী অন্নপূর্ণা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির প্রথম বছরের খুঁটিপুজো অনুষ্ঠিত হয় ধর্মীয় রীতি ও বিধি মেনে। বাংলার দুর্গোৎসবের ঐতিহ্যে খুঁটিপুজোর বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। মণ্ডপ নির্মাণের কাজ শুরুর আগে পুজোর কাঠামো ও আয়োজন যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, সেই কামনায় খুঁটির পুজোর মাধ্যমে দুর্গোৎসবের প্রস্তুতির শুভ সূচনা করা হয়।

এদিন পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সেই রীতিই পালন করেন কমিটির সদস্যরা। প্রথম বছরের দুর্গোৎসবকে ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছে একলক্ষী অন্নপূর্ণা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। খুঁটিপুজোর পর মণ্ডপ নির্মাণ, প্রতিমা ও আলোকসজ্জাসহ পুজোর বিভিন্ন আয়োজনের পরিকল্পনা ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিন খুঁটিপুজোকে কেন্দ্র করে উপস্থিত ছিলেন কমিটির সদস্য এবং এলাকার বাসিন্দারা। খুঁটিপুজোর মধ্য দিয়ে মায়ের আগমনের প্রস্তুতি শুরু হওয়ায় এলাকায় ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে শারদোৎসবের আমেজ।

পূর্বপল্লী সর্বজনীনএর খুঁটি পুজো

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

শারদ উৎসবের পবিত্র আবহে ধীরে ধীরে সেজে উঠছে শহর। আর তারই মধ্যে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হল পূর্বপল্লী সর্বজনীন দুর্গোৎসবের ৬৫তম বর্ষের শুভ খুঁটি পুজো। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে এদিনের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কার্যত শুরু হয়ে গেল এবারের দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পূজ্য স্বামী তেজসানন্দ গিরি মহারাজ (সেবাইত), এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, পূজা কমিটির সদস্য এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। এদিন পুজোর শুভ সূচনাকে কেন্দ্র করে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়ে দুর্গাপুজোর মণ্ডপ নির্মাণ ও অন্যান্য প্রস্তুতির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। আগামী শারদোৎসবকে আরও সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছে পূর্বপল্লী সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক মৌমিতা বিশ্বাস মিশ্র বলেন, মা দুর্গার আশীর্বাদে সকলের জীবন সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক;এই কামনাই করি। তিনি জানান, দুর্গাপুজো শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি বাঙালির আবেগ, সংস্কৃতি ও সম্প্রীতির অন্যতম বড় মিলনক্ষেত্র। সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে একত্রিত করে এই উৎসব। পূজা কমিটির সদস্যদের বক্তব্য, পূর্বপল্লী সর্বজনীন দুর্গোৎসব দীর্ঘ ৬৫ বছর ধরে এলাকার মানুষের আবেগ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। প্রতি বছরের মতো এবারও দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে বিশেষ আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। পুজোর দিনগুলিতে এলাকার বাসিন্দাদের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দর্শনার্থীদের সমাগম হবে বলেও আশাবাদী উদ্যোক্তারা। খুঁটি পুজোর এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই কার্যত পূর্বপল্লীতে বেজে উঠল শারদোৎসবের আগমনী সুর। এখন পুজোর দিনগুলির অপেক্ষায় দিন গুনছেন এলাকার বাসিন্দারা।

শিয়ালের গর্তের জেরে দামোদরের বাঁধে ফাটল

সকালের শিরোনাম
কুনাল চট্টোপাধ্যায়
জামালপুর

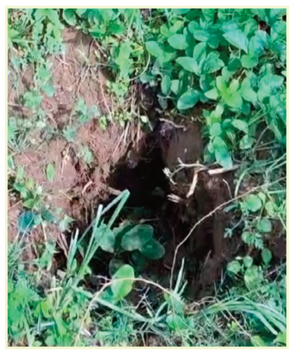

একদিকে জলাধার থেকে বিপুল পরিমাণ জল ছাড়ার ফলে গর্জে উঠছে দামোদর, আর অন্যদিকে বাঁধ জুড়ে অসংখ্য শিয়ালের গর্ত। দুইয়ের জোড়া ফলায় চরম বিপদের মুখে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের দাঁতপুর এলাকা। সম্প্রতি প্রায় ১ লক্ষ ৩৮হাজার ৫২৫ কিউসেক জল ছাড়ার পর থেকেই বিপজ্জনকভাবে বাড়তে শুরু করেছে দামোদরের জলস্তরের উচ্চতা। তার ওপর নদীবাঁধের একাধিক জায়গায় ফাটল দেখা দেওয়ায় চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দাঁতপুর এলাকায় দামোদরের রিং বাঁধে শিয়ালের করা শত শত গর্তের কারণে মাটির কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়েছিল। জলস্তর বাড়তেই সেই দুর্বল জায়গায় একাধিক বড় বড় ফাটল চোখে পড়ে। যদি নদীর জল আরও বাড়ে এবং তা সরাসরি এই ফাটল ধরা অংশে আঘাত করে, তবে বাঁধ ভেঙে একাধিক গ্রাম প্লাবিত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বন্যার জল এমনকি নিকটবর্তী জাতীয় সড়কেও উঠে আসতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন এলাকাবাসী। বাঁধের এই সঙ্গিন অবস্থার কথা ছড়িয়ে পড়তেই আতঙ্কে ঘুম উড়েছে গ্রামবাসীদের। পরিস্থিতি সামাল দিতে ও সম্ভাব্য বিপর্যয় এড়াতে বৃহস্পতিবার রাত থেকেই তৎপর রয়েছে প্রশাসন। ঘটনাস্থলে পৌঁছান স্থানীয় বিডিও, জামালপুরের বিধায়ক অরুণ হালদার, এসডিপিও, জামালপুর ১ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি প্রধান চন্দ্র পাল এবং সেঁচ দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকরা। বাঁধের ক্ষতিগ্রস্ত স্থানগুলি পরিদর্শন করে এলাকা জুড়ে বাড়তি নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার সকাল থেকেই সেচ দপ্তরের তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছে বাঁধ মেরামতের কাজ। মাটি ও বালির বস্তা দিয়ে শিয়ালের গর্ত ও ফাটলগুলি দ্রুত ভরাট করার চেষ্টা চলছে। তবে বাঁধ সম্পূর্ণ মেরামত না হওয়া পর্যন্ত আতঙ্ক পিছু ছাড়ছে না জামালপুরবাসীর। স্থানীয়দের দাবি, প্রশাসনকে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালাতে হবে, না হলে জল বাড়লে বাঁধ ভেঙে এক নিমেষে তলিয়ে যেতে পারে একের পর এক গ্রাম।

শব্দবিধি পালনে কড়া সাগর ব্লক

সকালের শিরোনাম
রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়া
সাগর

শব্দদূষণ রুখতে এবার কঠোর অবস্থান নিল সাগর ব্লক প্রশাসন ও সাগর থানা। আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর মনসা প্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে যাতে কোনোভাবেই শব্দবিধি লঙ্ঘন না হয়, তা নিশ্চিত করতে বিডিও অফিসে অনুষ্ঠিত হলো এক বিশেষ সমন্বয় বৈঠক। সভায় ব্লকের সমস্ত মনসা পূজা কমিটিকে কড়া বার্তা দিয়ে জানানো হয়েছে, উৎসবের নামে ডিজে বা অনিয়ন্ত্রিত মাইক বা বক্স বাজানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রুদ্রনগর বিডিও অফিসে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সাগরের বিডিও অনন্ত কুমার গোস্বামী, সাগর থানার ওসি অর্পণ নায়ক সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, পরিবেশ ও শব্দদূষণ সংক্রান্ত আদালতের নির্দেশিকা প্রতিটি পুজো কমিটিকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। নিয়ম না মানলে সংশ্লিষ্ট কমিটির বিরুদ্ধে সরাসরি আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, প্রতি বছর বিসর্জনের সময় অতিরিক্ত জোরে সাউন্ড সিস্টেম বাজানোর ফলে সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়।

সাগর ব্লক প্রশাসনের বক্তব্য, ‘শব্দদূষণের ফলে সবচেয়ে বেশি কষ্টে পড়েন প্রবীণ নাগরিক, অসুস্থ ব্যক্তি এবং ছোট শিশুরা। উৎসবের আনন্দ যেন কারও কষ্টের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, তা নিশ্চিত করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। জনস্বার্থ ও সামাজিক পরিবেশ রক্ষার স্বার্থেই এই আগাম সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে।’ বৈঠকে বিজেপি নেতৃত্ব ও বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন সাগর বিধানসভার কনভেনার সোমনাথ ভুঁইয়া, মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সদস্য অরুণাভ দাস, যুব সভাপতি নিতাই দাস, জেলা সদস্য অশোক নায়ক এবং সাগর মণ্ডল-৩-এর সভাপতি রাজেশ জানা। সব মিলিয়ে, বিসর্জনের আগে থেকেই সাগরে শব্দদানব দমনে তৎপর পুলিশ ও প্রশাসন। পরিবেশ বান্ধব ও শৃঙ্খলাবদ্ধ উপায়ে মনসা বিসর্জন সম্পন্ন করতে সমস্ত পুজো কমিটিকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

জন্মাষ্টমীর ভোগে তালের বড়া-নাড়ু, ননির হাঁড়ির চাহিদায় জমজমাট কালনা

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কালনা

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী মানেই বাঙালির ঘরে ঘরে ভক্তি, উৎসব আর ভোগের বিশেষ আয়োজন। কৃষ্ণের উদ্দেশে নিবেদনের জন্য একসময় বাড়ির হেঁশেলেই তৈরি হতো নানা ধরনের ঐতিহ্যবাহী পদ। তালের বড়া, নারকেল নাড়ু, তিলের নাড়ু, ক্ষীরের নাড়ু, তালের মালপোয়া থেকে শুরু করে ননির হাঁড়ি; জন্মাষ্টমীর দিন এই সমস্ত পদ তৈরির মধ্যেই ফুটে উঠত বাঙালির চিরাচরিত উৎসবের আবহ। তবে সময়ের সঙ্গে বদলেছে জীবনযাত্রা। ব্যস্ততার চাপে এখন অনেক পরিবারের পক্ষেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেঁশেলে দাঁড়িয়ে জন্মাষ্টমীর ভোগের সমস্ত পদ তৈরি করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। কর্মব্যস্ত জীবনে সময়ের অভাব ক্রমশ বদলে দিয়েছে উৎসব পালনের সেই পুরনো রীতিকেও। আর সেই পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে জন্মাষ্টমীর ভোগের আয়োজনেও। এখন বাড়িতে সবকিছু তৈরি করার পরিবর্তে মিষ্টির দোকান থেকেই পছন্দমতো বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী পদ কিনে নিয়ে কৃষ্ণের ভোগে নিবেদন করছেন বহু মানুষ। ফলে জন্মাষ্টমীকে সামনে রেখে পূর্ব বর্ধমানের কালনার বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে এখন কার্যত উৎসবের আমেজ। দোকানের কাউন্টার সাজানো রয়েছে একাধিক ধরনের নাড়ু, তালের বড়া, মালপোয়া এবং জন্মাষ্টমীর বিশেষ ভোগ সামগ্রীতে। সাধ্যের মধ্যেই একসঙ্গে মিলছে একাধিক ঐতিহ্যবাহী পদ। ফলে একটি দোকান থেকেই পছন্দমতো বিভিন্ন সামগ্রী কিনে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন ক্রেতারা। বিশেষ করে কর্মব্যস্ত পরিবারগুলির কাছে রেডিমেড ভোগের এই ব্যবস্থা এখন যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কালনার বারুইপাড়া এলাকার মিষ্টি ব্যবসায়ী অভিজিৎ মোদক জানান, জন্মাষ্টমী উপলক্ষে দোকানে বিশেষভাবে তালের বড়া, বিভিন্ন ধরনের নাড়ু, মালপোয়া এবং ননির হাঁড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁর কথায়, তালের বড়া বিক্রি হচ্ছে ৩০০ টাকা কেজি দরে। এছাড়াও নারকেল নাড়ু ৫০ টাকা প্যাকেট, তিলের নাড়ু ৪০ টাকা প্যাকেট এবং ক্ষীরের নাড়ু ৪০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। ক্রেতাদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে দোকানে রাখা হয়েছে জন্মাষ্টমীর অন্যতম আকর্ষণ তালের মালপোয়া এবং ননির হাঁড়িও। ব্যবসায়ীদের দাবি, উৎসবের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে এই সমস্ত ঐতিহ্যবাহী ভোগ সামগ্রীর চাহিদা। ব্যবসায়ীদের কথায়, একসময় জন্মাষ্টমীর আগে বাড়ির মহিলারা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা মিলেমিশে এই সমস্ত পদ তৈরি করতেন। উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যেত কয়েকদিন আগে থেকেই। বিশেষ করে তাল সংগ্রহ করা, নারকেল কোরানো, নাড়ু তৈরি কিংবা বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি পদ তৈরির মধ্যে ছিল আলাদা আনন্দ। কিন্তু বর্তমানের ব্যস্ত জীবনে সেই চিত্র অনেকটাই বদলে গিয়েছে। অনেক পরিবার এখনও বাড়িতে কিছু পদ তৈরি করলেও সমস্ত আয়োজন ঘরে বসে করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই সময় বাঁচাতে দোকান থেকে তৈরি ভোগ সামগ্রী কিনে নেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। এক ক্রেতার কথায়, ‘এই সমস্ত জিনিস বাড়িতে তৈরি করতে অনেকটা সময় লাগে। কিছু কিছু পদ বাড়িতে তৈরি করলেও সবকিছু বানানো সম্ভব হয় না। তাই দোকান থেকে কিনে নিতে পারলে অনেকটাই সুবিধা হয়। একসঙ্গে সব ধরনের জিনিস পাওয়া যায়, আবার সময়ও বাঁচে।’ শুধু সময় বাঁচানোই নয়, দোকানে একসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্যবাহী পদ পাওয়ায় ক্রেতাদের পছন্দের সুযোগও বেড়েছে। কেউ তালের বড়া কিনছেন, কেউ নারকেল বা তিলের নাড়ু, আবার কেউ বিশেষভাবে খুঁজছেন ক্ষীরের নাড়ু কিংবা ননির হাঁড়ি। জন্মাষ্টমীর ভোগের থালায় বাঙালির চেনা ঐতিহ্য বজায় রাখতেই এই সমস্ত সামগ্রীর চাহিদা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উৎসবের সঙ্গে খাবারের সম্পর্ক বাঙালির কাছে বরাবরই বিশেষ। আর জন্মাষ্টমীর ক্ষেত্রে সেই সম্পর্ক আরও নিবিড়। ভোগের পদে যেমন থাকে ভক্তির আবহ, তেমনই থাকে বাঙালির বহুদিনের খাদ্য ঐতিহ্য। সময়ের পরিবর্তনে সেই পদ তৈরির স্থান হয়তো কিছুটা বদলেছে;ঘরের হেঁশেল থেকে এখন অনেকটাই মিষ্টির দোকানের কাউন্টারে এসে পৌঁছেছে;কিন্তু জন্মাষ্টমীর ভোগে বাঙালির সেই চেনা স্বাদ এখনও অমলিন। তাই বলা যায়, সময়ের অভাবে ঘরোয়া রান্নার পুরনো রীতি কিছুটা বদলালেও জন্মাষ্টমীর উৎসবের আবেগ বদলায়নি। কৃষ্ণের ভোগে তালের বড়া, নাড়ু, মালপোয়া কিংবা ননির হাঁড়ির সেই চিরচেনা উপস্থিতি আজও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আর সেই ঐতিহ্যকে হাতের নাগালে পৌঁছে দিতে জন্মাষ্টমীর আগে এখন জমজমাট কালনার মিষ্টির দোকানগুলি। ঘরে সময় নেই, তবু ভোগে ঐতিহ্যের খামতি নেই;জন্মাষ্টমীর আগে কালনার মিষ্টির দোকানের কাউন্টারেই মিলছে বাঙালির চেনা স্বাদের উৎসব।

১৪ দফা দাবিতে কারখানার গেট অবরোধ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
জামুড়িয়া

পর্যাপ্ত নিরাপত্তা, ৮ ঘন্টা ডিউটি এবং মাসিক চারটে ছুটির মতো এরকম ১৪ টি বিষয়কে সামনে রেখে শ্রমিক স্বার্থে ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের পক্ষ থেকে শুক্রবার সকাল থেকেই ঠিকা শ্রমিকদের বিক্ষোভে উত্তেজনা পরিস্থিতির সৃষ্টি হল জামুড়িয়ার গগন এসটিপিএল নামক একটি বেসরকারি কারখানায়। এদিন শুক্রবার সকালে কাজে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে আগত এসটিপিএলের অসংখ্য ঠিকা শ্রমিক কারখানার প্রধান ফটক অবরোধ করে তাদের যাবতীয় দাবি-দাওয়াকে সামনে রেখে দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

এই সময় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের পশ্চিম বর্ধমানের জেলা সভাপতি শিবদাস বাউরি, একের পর এক কড়া ভাষায় এদিন তিনি কারখানা কর্তৃপক্ষকে হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়ে দেন ঠিকাদারদের সাথে সেটিং করে আর দুর্নীতি চালাতে দেব না কারখানা চত্বরে। শ্রমিকদের যে দাবি রয়েছে তা যথাশীঘ্রই যেন ম্যানেজমেন্ট পূরণ করেন। পাশাপাশি তিনি হেমন্ত সিং-এর নাম উল্লেখ করে তাকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন এবং বলেন, আপনি নিজেকে মস্ত বড় ডন মনে করছেন।

১৫ বছর কিভাবে লুটেছেন সব জানি, আপনার নাম দিল্লি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে, আগামী দিনে যদি বেশি লাফালাফি করেন দিল্লি থেকে আপনার নামে অভিযোগ হবে। বিক্ষোভ চলাকালীন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এদিন শিবদাস বাবু বলেন, দিনের পর দিন এলাকার বিভিন্ন কলকারখানা গুলিতে ঠিকা শ্রমিকরা বঞ্চনার শিকার। দীর্ঘ শ্রম দিয়ে তারা কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি করছে অথচ কর্তৃপক্ষ তাদের ঠিকঠাক পরিষেবা এবং শ্রমের মূল্য দিচ্ছে না।

তিনি বলেন, আমরা কারখানার গেট অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছি মূলত ১৪টি দাবীকে সামনে রেখে।

দুই বাংলাদেশি নাগরিক আটক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
রঘুনাথগঞ্জ

মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে ফের দুই বাংলাদেশি নাগরিক আটক। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য। বৃহস্পতিবার রঘুনাথগঞ্জ থানার কৃষ্ণসাইল মোড় এলাকা থেকে ওই দুই ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। ধৃতদের নাম আনারুল শেখ এবং মোহাম্মদ রুবেল শেখ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত দু'জনেরই বাড়ি বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকায়। বৃহস্পতিবার কৃষ্ণশাইল মোড় এলাকায় পুলিশি তৎপরতার সময় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় ওই দুই ব্যক্তিকে। এরপর তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে পরিচয় নিয়ে পুলিশের সন্দেহ তৈরি হয়। পরবর্তীতে তাঁদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং নথিপত্র ও অন্যান্য বিষয় খতিয়ে দেখার পর দু'জনকেই আটক করা হয়। তবে কী উদ্দেশ্যে তাঁরা ভারতে এসেছিলেন, কীভাবে সীমান্ত পেরিয়ে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করেছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না;তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে তাঁদের বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে পরিচয় পাওয়া গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। রঘুনাথগঞ্জ থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, দুই বাংলাদেশিকে হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

Sakaler sironam...18 August......2026_Layout 1 05-09-2026 06:42 Page 8

এক মহিলার ফিঙ্গারপ্রিন্টে অন্য মহিলার অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও ২৭ হাজার টাকা!

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
খণ্ডঘোষ/রায়না

নাম এক। শুধু নামই নয়, দুই মহিলার আধার কার্ডের ১২টি সংখ্যাও হুবহু এক; এমনই এক চাঞ্চল্যকর দাবি ঘিরে পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ ও রায়না-১ ব্লকে ব্যাপক আলোড়ন ছড়িয়েছে। অভিযোগ, এক মহিলার আধার নম্বর ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহার করে সিএসপি থেকে টাকা তোলার পর দেখা যায়, সেই টাকা কেটে নেওয়া হয়েছে একই নামের অন্য এক মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে। ঘটনায় আরও রহস্য দানা বেঁধেছে বায়োমেট্রিক যাচাইকে ঘিরে। এক মহিলার ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে টাকা তোলা হলেও কীভাবে অন্য মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেওয়া হল, সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে সর্বত্র। আর তার মধ্যেই দুই মহিলার আধার নম্বরের ১২টি সংখ্যাই এক বলে দাবি সামনে আসায় ঘটনাটি আরও জটিল ও চাঞ্চল্যকর হয়ে উঠেছে। ঘটনার সূত্রপাত পূর্ব বর্ধমানের রায়না-১ ব্লকের পলাশন এলাকায়। জানা গিয়েছে, পলাশন গ্রামের বাসিন্দা ঝর্ণা দাস গত ১০ জুলাই নিজের আধার কার্ড নিয়ে পলাশন বাজারে অবস্থিত 'সাবির মোবাইল পয়েন্ট'-এর সিএসপিতে যান। সেখানে আধার নম্বর এবং নিজের ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহার করে তিনি টাকা তোলেন বলে দাবি। অভিযোগ অনুযায়ী, ১০, ১১ এবং ১২ জুলাই;পরপর তিন দিনে ওই সিএসপি থেকে মোট ২৭ হাজার টাকা তোলা হয়। সবকিছু স্বাভাবিকভাবেই চলছিল। কিন্তু প্রায় এক মাসের মধ্যেই ঘটে যায় অপ্রত্যাশিত ঘটনা। গত ৩ আগস্ট আচমকাই সংশ্লিষ্ট সিএসপির অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যায় বলে অভিযোগ। বিষয়টি জানতে পেরে সাবির মোবাইল পয়েন্টের কর্ণধার শেখ জাহিরুল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং নিজের কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সেখান থেকেই তাঁকে জানানো হয়, তাঁর সিএসপি থেকে ২৭ হাজার টাকা সংক্রান্ত একটি প্রতারণার অভিযোগ সামনে এসেছে। এই খবর পাওয়ার পরই শুরু হয় ঘটনার তদন্ত ও খোঁজখবর। শেখ জাহিরুল প্রথমে যোগাযোগ করেন পলাশন এলাকার বাসিন্দা ঝর্ণা দাসের সঙ্গে। ঝর্ণা দাস স্পষ্টভাবে জানান, তিনি নিজেই সিএসপিতে গিয়েছিলেন এবং নিজের আধার নম্বর ও নিজের ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহার করেই টাকা তুলেছিলেন। অর্থাৎ, সিএসপি কর্মী ভুল করে অন্য কাউকে টাকা দিয়ে দিয়েছেন;এমন কোনও অভিযোগের জায়গা নেই বলেই প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু এরপরই ঘটনার মোড় ঘুরে যায়। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, যে ২৭ হাজার টাকা পলাশনের ঝর্ণা দাস তুলেছেন বলে দাবি করা হচ্ছে, সেই টাকা আসলে কেটে নেওয়া হয়েছে পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ ব্লকের বাদুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা অন্য এক ঝর্ণা দাসের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে। একই জেলায় দুই ভিন্ন ব্লক। দুই ভিন্ন গ্রাম। দুই ভিন্ন মহিলা। অথচ দু'জনের নামই ঝর্ণা দাস। আর এই একই নামের সূত্র ধরেই কি ঘটনার এমন বিভ্রাট? সেই প্রশ্ন উঠতেই বিষয়টি আরও গভীরভাবে খতিয়ে দেখা শুরু হয়। এরপর সিএসপি কর্ণধার শেখ জাহিরুল যোগাযোগ করেন বাদুলিয়ায় অবস্থিত ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাংকের শাখার সঙ্গে। সেখানেই সামনে আসে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য। অভিযোগ অনুযায়ী, বাদুলিয়ার ঝর্ণা দাস এবং পলাশনের ঝর্ণা দাস;দুই মহিলার আধার নম্বরের ১২টি সংখ্যাই হুবহু এক! এই তথ্য সামনে আসতেই স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে তৈরি হয়েছে তীব্র ধোঁয়াশা। একই নামের দুই ব্যক্তি থাকতেই পারেন। কিন্তু দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তির আধার নম্বরের ১২টি সংখ্যাই কীভাবে এক হতে পারে? আধার নম্বরের সঙ্গে যদি দুই ব্যক্তির পরিচয় যুক্ত থাকার দাবি সত্যি হয়, তাহলে সেই বিভ্রাট তৈরি হল কীভাবে? আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, একজনের ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে বায়োমেট্রিক যাচাই সম্পন্ন হওয়ার পর কীভাবে অন্য ব্যক্তির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেওয়া হল? ঘটনার এই দিকটিই এখন সবচেয়ে বেশি প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। আধারভিত্তিক আর্থিক লেনদেনে সাধারণত গ্রাহকের পরিচয় যাচাইয়ের ক্ষেত্রে আধার নম্বরের পাশাপাশি বায়োমেট্রিক তথ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই জায়গায় এক মহিলার ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যবহার করে লেনদেন সম্পন্ন হওয়ার পর অন্য মহিলার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেওয়ার অভিযোগ সামনে আসায়, গোটা ঘটনার প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক দিক নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই ঘটনার পিছনে তথ্য নথিভুক্ত করার কোনও ভুল রয়েছে কি না, নাকি ব্যাংকিং বা আধার-সংক্রান্ত তথ্যের কোথাও বিভ্রাট ঘটেছে;তা নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। ঘটনার কথা পলাশনের ঝর্ণা দাসকে জানানো হলে তিনিও বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসতে রাজি হন।

অবশেষে উভয় পক্ষ ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাংকের বাদুলিয়া শাখায় উপস্থিত হন। সেখানে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা হয়। শেষ পর্যন্ত পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে বিষয়টির মীমাংসা করা হয় বলে জানা গিয়েছে।

প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নতুন উদ্যোগ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
হাওড়া

প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সাধারণ নাগরিকদের আরও সক্রিয় ও দায়িত্বশীল করে তুলতে হাওড়ায় চালু হতে চলেছে নতুন উদ্যোগ 'প্লাস্টিক ট্র্যাক'। আগামী ৭ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টেয় হাওড়ার শরৎ সদন হলে এই প্ল্যাটফর্মের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। উদ্যোগকে সামনে রেখে শুক্রবার শরৎ সদনের সেমিনার হলে সাংবাদিক বৈঠক করেন আয়োজকরা। আয়োজকদের দাবি, ব্যবহারের পর প্লাস্টিক বর্জ্য কোথায় যাচ্ছে, কীভাবে সংগ্রহ হচ্ছে এবং তার পুনর্ব্যবহার কতটা হচ্ছে;এই গোটা প্রক্রিয়াকে একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থার আওতায় আনাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। প্রযুক্তি ও নাগরিক অংশগ্রহণকে কাজে লাগিয়ে প্লাস্টিক বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। উদ্যোগের কো-ফাউন্ডার দেবজিৎ সরকার জানান, 'প্লাস্টিক ট্র্যাক'-এর অর্থ 'ট্র্যাকিং অফ প্লাস্টিক ওয়েস্ট'। প্রথম পর্যায়ে হাওড়া শহরকে কেন্দ্র করে একটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে কাজ শুরু হবে। স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহের পাশাপাশি কোথা থেকে কী পরিমাণ বর্জ্য তৈরি হচ্ছে, তার তথ্যও নথিভুক্ত করা হবে। পরবর্তীতে এই মডেল রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি বলেন, শুধুমাত্র প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। ব্যবহারের পর সেই বর্জ্য সংগ্রহ, পৃথকীকরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং পুনর্ব্যবহারের জন্য কার্যকর পরিকাঠামো প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যেই 'ইউজ, ট্র্যাক এন্ড রেসপন্সিবলি ডিসপোশ' বার্তা সামনে রেখে কাজ করবে 'প্লাস্টিক ট্র্যাক'। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুর ও নগরোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই-সহ প্রশাসন, পুরসভা, ব্যবসায়ী মহল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পরিবেশকর্মী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে।

জলমগ্ন ধান ও সবজি জমি, মাথায় হাত কাঁকসার চাষিদের

সকালের শিরোনাম
সুজিত ভট্টাচার্য্য
কাঁকসা

আকাশ পরিষ্কার হয়ে বৃষ্টি কমলেও দুর্যোগ যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না চাষিদের। কাঁকসায় টুমনি নদীর জল বেড়ে এখনও জলমগ্ন বিঘার পর বিঘা চাষের জমি। কোথাও বিঘার পর বিঘা ধানের জমি জলের তলায়, কোথাও আবার বেগুন-সহ বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষের জমিতে থৈ থৈ করছে জল। ফলে একের পর এক ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় চূড়ান্ত দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন এলাকার কৃষকরা। কাঁকসার মলানদিঘী এলাকার বিষ্ণুপুর ও বিদবিহার সংলগ্ন বিস্তীর্ণ কৃষিজমিতে দেখা দিয়েছে এই করুণ জলবন্দি পরিস্থিতি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, টানা বৃষ্টির জেরে টুমনি নদীতে জলস্তর হঠাতই আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যায়। নদীর সেই উপচে পড়া জল দ্রুত ধেয়ে এসে ঢুকে পড়ে পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ কৃষিজমিতে। বর্তমানে বৃষ্টি কমে গেলেও জমি থেকে জল নামার কোনো লক্ষণ নেই। ফলে জমিতে থাকা আমন ধান ও বিভিন্ন সবজি দীর্ঘসময় ধরে পচাজলে ডুবে থাকায় আমূল ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের দাবি, জমি থেকে জল দ্রুত না নামলে ক্ষতির পরিমাণ আরও বহুগুণ বাড়তে পারে। বিশেষ করে যেসব জমিতে ধান, বেগুন ও অন্যান্য রবি শস্য চাষ করা হয়েছিল, সেখানে ইতিমধ্যেই পচন ধরে ফসল নষ্ট হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অধিকাংশ চাষি ব্যাংক বা মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে চাষের কাজে টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন। ফলে এবার ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হলে চরম আর্থিক অনটন ও দেনার মুখে পড়তে হবে তাঁদের। ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করে এলাকার এক ভুক্তভোগী চাষি খগেন হাজরা বলেন, ক্ষুদ্রচাষিদের কপালে সবসময়ই দুর্ভোগ লেখা থাকে। গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে টুমনি নদীতে জল অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। সেই নদীর জল ঢুকেই এলাকার সমস্ত চাষের জমি জলমগ্ন করে দেয়। এখন বৃষ্টি ধরে গেলেও চাষের জমি থেকে জল নামেনি। এই জল পুরোপুরি নামতে আরও কয়েকদিন সময় লেগে যাবে। ততক্ষণে জমিতে থাকা সমস্ত ফসল পচে গিয়ে বিঘার পর বিঘা চাষের বিপুল ক্ষতি হয়ে যাবে।ক্ষ্ম সব মিলিয়ে, প্রকৃতির এই জোড়া ফলায় একপ্রকার দিশেহারা কাঁকসার কৃষিপ্রধান এলাকার মানুষ। এবার দেখার, প্রশাসন ও কৃষি দপ্তর ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের পাশে দাঁড়াতে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

নামখানা ও জুমাইনস্করহাটে অভিযান খাদ্য দপ্তরের

সকালের শিরোনাম
রবীন্দ্রনাথ পড়ুয়া
কাকদ্বীপ

রাজ্যের বাজারগুলিতে ক্ষতিকারক রঙ ও রাসায়নিকের ব্যবহার রুখতে ফের কঠোর পদক্ষেপ করল খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর। বৃহস্পতিবার কাকদ্বীপ মহকুমার নামখানা এবং জুমাইনস্করহাট সংলগ্ন এলাকার একাধিক বাজার ও দোকানে এক অভিযান চালানো হয়। সেখানে মিষ্টি, ফল এবং ফাস্টফুড তৈরিতে ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ বিষাক্ত রঙ ও ক্ষতিকারক রাসায়নিক উদ্ধার করেন দপ্তরের আধিকারিকরা। অভিযোগ, ক্রেতাদের নজর কাড়তে এবং খাবারকে আরও চটকদার ও আকর্ষণীয় করে তুলতে অসাধু ব্যবসায়ীরা বেআইনিভাবে এই সমস্ত ক্ষতিকারক পদার্থ ব্যবহার করছিলেন। কেবল ফাস্টফুড বা মিষ্টিই নয়, দৈনিক রান্নায় ব্যবহৃত বেশ কিছু প্রক্রিয়াজাত খাদ্য সামগ্রীতেও কৃত্রিম ও নিষিদ্ধ রঙের উপস্থিতির প্রমাণ মেলে। অভিযানের সময় উদ্ধার করা রাসায়নিক ও রঙ সঙ্গে সঙ্গেই বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং সরকারি নিয়ম মেনে সেগুলি ঘটনাস্থলেই নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অভিযান চলাকালীন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন আধিকারিকরা। খাবার তৈরিতে কেবল অনুমোদিত উপকরণের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখার বিষয়ে ব্যবসায়ীদের কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, প্রাথমিক তদন্তে যেসব ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে খাদ্য সুরক্ষা আইন ভঙ্গের সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলেছে, তাঁদের কারণ দর্শানোর নোটিস (শোকজ) জারি করা হয়েছে। উপযুক্ত জবাব না মিললে বা ভবিষ্যতে পুনরায় একই অপরাধ করলে আইনি পদক্ষেপ ও দোকান সিল করার হুমকিও দেওয়া হয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, তজনস্বাস্থ্যের সঙ্গে আপস করে কোনো ব্যবসাকে আমরা বরদাস্ত করব না। খাবারকে সুন্দর দেখানোর অজুহাতে খাবারে যেসব রঙ ও রাসায়নিক মেশানো হচ্ছে, তা মানুষের লিভার, কিডনি এবং পাকস্থলীর মারাত্মক ক্ষতি করে। ক্রেতাদের সুরক্ষার কথা ভেবেই আমাদের এই পদক্ষেপ। বাজারগুলিতে যাতে নিয়মিত স্বাস্থ্যকর খাবার বিক্রি হয়, সেদিকে আমাদের নজরদারি অব্যাহত রয়েছে।

ব্যবসায়ীদের সচেতন করার পাশাপাশি অসাধু কারবারিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়াই দপ্তরের উদ্দেশ্য।দ দপ্তর সূত্রে খবর, কাকদ্বীপ মহকুমার পাশাপাশি আগামী দিনগুলিতে রাজ্যজুড়ে অন্যান্য প্রত্যন্ত এলাকা ও বড় বাজারগুলিতেও সারপ্রাইজ ভিজিট ও অভিযান চালানো হবে।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পথচারীদের ধাক্কা স্করপিওর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মন্তেশ্বর

শুক্রবার সকালে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বর ব্লকের কুসুমগ্রাম বাজার এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্ধমানের দিক থেকে নাদনঘাটের দিকে যাওয়ার সময় একটি স্করপিও গাড়ি আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কুসুমগ্রাম বাসস্ট্যান্ডের সামনে একাধিক পথচারীকে ধাক্কা দেয়। মুহূর্তের মধ্যে ব্যস্ত বাজার এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ঘটনায় একাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় বর্ধমান হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, শুক্রবার সকাল থেকেই কুসুমগ্রাম বাজার এলাকায় স্বাভাবিকভাবেই পথচারীদের ভিড় ছিল। সেই সময় দ্রুতগতিতে আসা স্করপিওটি আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা রাস্তার ধারে থাকা কয়েকজন মানুষের দিকে চলে যায় বলে অভিযোগ। প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের প্রাথমিক অনুমান, গাড়িটির ব্রেক বিকল হয়ে যাওয়ার কারণেই চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে পারেন। তবে ব্রেক ফেল নাকি অন্য কোনও যান্ত্রিক ত্রুটি বা অন্য কোনও কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। দুর্ঘটনার জেরে বাজার এলাকায় হইচই পড়ে যায়। আহতদের উদ্ধার করতে দ্রুত এগিয়ে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে পুলিশ ও অন্যান্য উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। আহতদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। জানা গিয়েছে, আহতদের মধ্যে রয়েছেন ময়নামপুরের বাসিন্দা রাজীব শেখ ও রিজিয়া খাতুন। এছাড়াও রায়গ্রামের বাসিন্দা সুস্মিতা কুন্ডু এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে রাজীব শেখ ও সুস্মিতা কুন্ডুর আঘাত গুরুতর হওয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বর্ধমান হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। অপর আহতদের চিকিৎসাও চলছে। এই দুর্ঘটনায় একটি প্রায় দেড় বছরের শিশুও আহত হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। শিশুটি আহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় আরও উদ্বেগ তৈরি হয়। দুর্ঘটনার পর ব্যস্ত কুসুমগ্রাম বাজার এলাকায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। রাস্তার উপর দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি এবং আহতদের উদ্ধারের কাজ চলার ফলে প্রায় ৪০ মিনিট ধরে যান চলাচল ব্যাহত থাকে বলে জানা গিয়েছে। রাস্তার দু'দিকে যানবাহনের দীর্ঘ লাইন পড়ে যায়। খবর পেয়ে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশি তৎপরতায় পরে ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

আদিবাসী তরুণীকে গণধর্ষণ, ধৃত পাঁচ, অভিযুক্তের সাত দিন পুলিশ হেফাজত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ফাঁকা বাড়িতে আটকে রেখে এক আদিবাসী তরুণীকে গণধর্ষণের অভিযোগে লালগড় থানা এলাকা থেকে পাঁচ যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ। শুক্রবার ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারক প্রত্যেকের সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। ধৃত পাঁচজনই আদিবাসী যুবক। তারা হলো লালগড় থানার বাগনাড়া গ্রামের চন্দ্র সরেন (১৮), জয়পুর গ্রামের সুজল হেমব্রম ওরফে তুরুক (২৪), নারচা গ্রামের মঙ্গল সরেন ওরফে মধু (৩২), ছিটোপেলিয়ার নবীন মুর্মু ওরফে নিমুন (২৫) এবং জয়পুরের ঠাকুর দাস টুডু (২৫)। ঘটনায় জড়িত বাকি দুই অভিযুক্তের খোঁজে এলাকায় জোর তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর চব্বিশের নির্যাতিতা বিবাহিত হলেও তিনি স্বামীর সঙ্গে থাকতেন না; চার বছরের শিশুকন্যাকে নিয়ে মায়ের কাছেই বসবাস করতেন। গত ২০ আগস্ট তরুণীকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার নাম করে নিজের মোটরসাইকেলে তোলে তাঁরই গ্রামের এক পূর্বপরিচিত যুবক।

পথে পিসির সঙ্গে দেখা করার অজুহাতে তাঁকে একটি নির্জন ফাঁকা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রথমে অভিযুক্ত যুবক তাঁকে ধর্ষণ করে। এরপর সে বাইরে বেরিয়ে এসে আরও দু'জনকে ডেকে নিয়ে যায় এবং তারাও পাশবিক অত্যাচার চালায়। পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে আরও কয়েক জন উপস্থিত হলে নির্যাতিতা ভেবেছিলেন তারা হয়তো তাঁকে বাঁচাতে এসেছে; কিন্তু তারাও তরুণীর ওপর গণধর্ষণ চালায় বলে পুলিশকে দেওয়া বয়ানে জানিয়েছেন তিনি।

বাঁক কাঁধে পুণ্যযাত্রা, তৃষ্ণা মেটাতে জলসত্র

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
খণ্ডঘোষ

ধর্মীয় আস্থা ও সামাজিক সেবার এক অনন্য নজির দেখা গেল খণ্ডঘোষের কৃষ্ণপুর-কুকুরা গ্রামে। শুক্রবার বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার খণ্ডঘোষ বিধানসভার অন্তর্গত খণ্ডঘোষ ৪ নম্বর মণ্ডলের উখরিদ পঞ্চায়েতের কৃষ্ণপুর-কুকুরা গ্রামে পুণ্যার্থীদের সেবায় বিশেষ জলসত্রের আয়োজন করা হয়। গ্রামের গ্রাম্য দেবাধিদেবের চরণে জল নিবেদনের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত পুণ্যার্থী ও ভক্তবৃন্দ কাঁধে বাঁক নিয়ে জল আনতে গিয়েছিলেন, তাঁদের পথের ক্লান্তি দূর করা এবং পানীয় জলের চাহিদা মেটাতেই এই সেবাধর্মী উদ্যোগ নেওয়া হয়। ধর্মীয় আচার পালনের পাশাপাশি পুণ্যার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে মানবসেবার বার্তা দিতেই এই জলসত্রের আয়োজন বলে জানা গিয়েছে। এদিন কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে পুণ্যার্থীদের সেবায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেন খণ্ডঘোষ ৪ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি সমীর মণ্ডল, প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি কার্তিক প্রামাণিক, মণ্ডল মহিলা মোর্চার সভাপতি মাম্ভ দোলুই, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা যুব মোর্চার সদস্য রাজর্ষি হাজরা, কৃষ্ণপুর-কুকুরা বুথ সভাপতি তিমির হাজরা সহ জ্যেষ্ঠ কার্যকর্তা গোবিন্দ কোলে ও অরূপ ভট্টাচার্য। এ ছাড়াও খণ্ডঘোষ বিধানসভার বহু প্রবীণ ও নিষ্ঠাবান কার্যকর্তা এই সামাজিক ও ধর্মীয় কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে পুণ্যার্থীদের সেবায় হাত বাড়িয়ে দেন। তাঁদের সম্মিলিত উদ্যোগে জলসত্র কর্মসূচি সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে। ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে মানবসেবার মেলবন্ধনে কৃষ্ণপুর-কুকুরা গ্রামের এই উদ্যোগ এদিন বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। পুণ্যার্থীদের তৃষ্ণা নিবারণের পাশাপাশি তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে সমাজসেবার যে বার্তা তুলে ধরা হয়েছে, তা স্থানীয়দের মধ্যেও প্রশংসা কুড়িয়েছে।

শ্মশান জলমগ্ন, রাস্তার পাশে মৃতদেহ সৎকার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আউশগ্রাম

চারদিকে বন্যার জল। তার মধ্যেই শ্মশান চত্বর জলের তলায়। আবার দীর্ঘদিনেও শেষ হয়নি শ্মশানঘরের নির্মাণকাজ। ফলে বাধ্য হয়ে রাস্তার পাশেই মৃতদেহ দাহ করতে হল গ্রামবাসীদের। এমনই অভিযোগকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মিরশা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মিরশা গ্রামের এই শ্মশানে নিয়মিত দাহকার্য করেন মিরশা, গোয়ালডাং এবং রামচন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দারা।

কিন্তু সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতিতে কুনুর নদীর জল বাড়ায় শ্মশান চত্বর কার্যত জলের তলায় চলে গিয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সামান্য বৃষ্টি হলেই এই শ্মশান চত্বর জলমগ্ন হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার কথা জানানো হলেও স্থায়ী সমাধান হয়নি। গ্রামবাসীদের দাবি, গত জানুয়ারি মাসে পঞ্চায়েতের উদ্যোগে শ্মশানের পাকা পরিকাঠামো নির্মাণ করা হলেও এখনও শ্মশানঘর ও চুল্লিঘরের নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়নি। ফলে বন্যার সময় মৃতদেহ সৎকার করতে গিয়ে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তাঁদের।

বৃহস্পতিবার রাতে মিরশা গ্রামের বাসিন্দা নবকুমার মেহতরের বৌমার মৃত্যু হয়। তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন বলে পরিবার সূত্রে জানা যায়। শুক্রবার তাঁর শেষকৃত্য করতে শ্মশানে পৌঁছন পরিবারের সদস্য ও গ্রামবাসীরা। কিন্তু জলমগ্ন শ্মশান এবং অসম্পূর্ণ পরিকাঠামোর কারণে সেখানে দাহকার্য করা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে রাস্তার পাশেই মৃতদেহ সৎকার করতে হয় তাঁদের। ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, মৃত্যুর পর শেষকৃত্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজেও যদি এমন দুর্ভোগ পোহাতে হয়, তাহলে পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজের কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। দ্রুত শ্মশানের

অসম্পূর্ণ নির্মাণকাজ শেষ করে জলমগ্নতার স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়েছেন গ্রামবাসীরা। ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে ব্লক প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাঁদের আশা, প্রশাসন দ্রুত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

জন্মাষ্টমীর দিনে খুঁটি পুজো

সকালের শিরোনাম
সোমনাথ মুখার্জি
দূর্গাপুর

শুভ জন্মাষ্টমীর দিনেই খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হল ২০২৬ সালের শ্যামাপুজোর প্রস্তুতি। দুর্গাপুর ইস্পাতনগরীর দয়ানন্দ উত্তরপল্লী কালীপুজো কমিটির উদ্যোগে দয়ানন্দ ২১ নম্বর স্ট্রিট সংলগ্ন কালীপুজোর বেদীতে আয়োজিত হয় এই খুঁটি পুজো। এবার ৪৯ তম বছরে পদার্পণ করল দয়ানন্দ উত্তরপল্লীর এই ঐতিহ্যবাহী কালীপুজো। পুজোকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। তবে এবারের থিম এখনই প্রকাশ্যে আনতে নারাজ উদ্যোক্তারা। উদ্যোক্তাদের দাবি, এবারের পুজোর মূল আকর্ষণ হতে চলেছে প্রতিমায় বিশেষ চমক। দক্ষিণেশ্বর ও তারাপীঠের আদলে তৈরি হবে মায়ের প্রতিমা। পুজোর বাজেটও নির্দিষ্ট করে না রেখে, মায়ের ইচ্ছা ও ভক্তদের
সহযোগিতাকেই গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পুজো কমিটির সদস্যরা। জন্মাষ্টমীর পবিত্র দিনে খুঁটি পুজোর মধ্য দিয়ে শুরু হওয়া এই আয়োজনকে ঘিরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও উৎসাহ দেখা দিয়েছে। উদ্যোক্তাদের আশা, সকলের সহযোগিতা ও উপস্থিতিতে ২০২৬ সালের কালীপুজোও সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে।

অজয়ের জল বাড়তেই বাঁধ নিয়ে আতঙ্ক !

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মঙ্গলকোট

নিম্নচাপের প্রভাবে টানা বৃষ্টি, তার সঙ্গে বিভিন্ন ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ার জেরে ক্রমশ বাড়ছে অজয় নদীর জলস্তর। আর নদীর জল বাড়তেই নতুন করে উদ্বেগ ছড়িয়েছে পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোটের মাঝখাড়া গ্রামে। অজয় নদীর বাঁধের উপর দিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার একাধিক অংশ দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। তার মধ্যেই নদীর জলস্তর বাড়তে থাকায় বাঁধের নিরাপত্তা ও দুর্বল অংশগুলির পরিস্থিতি নিয়ে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন বাঁধ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। এই পরিস্থিতির খবর পেয়ে মাঝখাড়া গ্রামের বাঁধের বর্তমান অবস্থা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে এলাকায় পৌঁছন মঙ্গলকোটের সমাজসেবী ননীচূড়া ঘোষ। তিনি বাঁধের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেন এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ ও সমস্যার কথা শোনার পাশাপাশি তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাসও দেন তিনি। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বাঁধের উপর থাকা রাস্তার যথাযথ সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি। বর্ষার মরশুমে অজয় নদীর জল বাড়লেই বাঁধের দুর্বল অংশগুলিকে ঘিরে নতুন করে আশঙ্কা তৈরি হয়। এবারও টানা বৃষ্টি এবং নদীর জলস্তর বৃদ্ধির ফলে সেই পুরনো আতঙ্ক আবার ফিরে এসেছে। গ্রামবাসীদের দাবি, বাঁধটি শুধু নদীর জল থেকে এলাকার মানুষকে রক্ষা করার ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ নয়, দৈনন্দিন যাতায়াতেরও অন্যতম প্রধান পথ। ফলে রাস্তার বিভিন্ন অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ায় প্রতিদিন সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ মানুষ। পড়ুয়া, কৃষক, শ্রমিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশার মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। এলাকাবাসীর আশঙ্কা, অজয়ের জলস্তর আরও বাড়লে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে। তাই দ্রুত বাঁধের দুর্বল অংশগুলি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং রাস্তার স্থায়ী মেরামতির দাবি তুলেছেন তাঁরা। বাসিন্দাদের বক্তব্য, প্রতি বছর বর্ষার সময় একই সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। সাময়িক মেরামতির পরিবর্তে বাঁধ ও রাস্তার স্থায়ী সমাধানের জন্য কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। তাঁদের দাবি, নতুন সরকার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে দ্রুত সংস্কারের ব্যবস্থা করুক। বাঁধের রাস্তা নিরাপদ ও চলাচলের উপযোগী হলে একদিকে যেমন এলাকার মানুষের যাতায়াতের সমস্যা কমবে, তেমনই অজয়ের জল বাড়ার সময় বাঁধ সংলগ্ন এলাকার মানুষের উদ্বেগও অনেকটাই কমবে বলে মনে করছেন বাসিন্দারা। এদিকে, দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে ননীচূড়া ঘোষকে এলাকায় এসে বাঁধের অবস্থা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে দেখে কিছুটা আশ্বস্ত মাঝখাড়া গ্রামের বাসিন্দারা। এখন তাঁদের একটাই অপেক্ষা;কবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাঁধের বেহাল রাস্তা সংস্কার ও সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ করা হয়।

বিপদসীমার উপর নদীর জল, বন্ধ বড়শুলের আশারঘাট ও জামালপুরের শঙ্খপুর ঘাট

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বর্ধমান

দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে বিপুল পরিমাণ জল ছাড়ার জেরে হু হু করে বাড়ছে নদীর জলস্তর। ইতিমধ্যেই নদীর জল বিপৎসীমার ওপর দিয়ে বইতে শুরু করায় তৈরি হয়েছে উদ্বেগ। পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে শুক্রবার পূর্ব বর্ধমানের বড়শুলের আশারঘাট এবং জামালপুরের শঙ্খপুর ঘাটে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হল ফেরি পরিষেবা। ঘাট বন্ধ হওয়ায় নদীর দুই পাড়ের মানুষের স্বাভাবিক যাতায়াত ব্যাহত হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে প্রায় ১ লক্ষ ৩৮ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। সেই জল নদীতে এসে পৌঁছনোর পর দ্রুত বাড়তে শুরু করেছে জলস্তর। নদীর জল বিপৎসীমার কাছাকাছি পৌঁছনোর পাশাপাশি স্রোতের তীব্রতাও বাড়তে থাকায় ফেরি চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যাত্রীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই আপাতত ফেরি পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বড়শুলের আশারঘাট এবং জামালপুরের শঙ্খপুর ঘাট;দুই জায়গাতেই প্রতিদিন বহু মানুষ নদী পারাপারের জন্য ফেরি পরিষেবার উপর নির্ভর করেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের বক্তব্য, কর্মসূত্রে, ব্যবসার কাজে, পড়াশোনা কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে প্রতিদিন দুই পাড়ের মধ্যে যাতায়াত করতে হয়। হঠাৎ ফেরি পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁদের সমস্যায় পড়তে হয়েছে। বাধ্য হয়ে ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে অনেককে। ফলে সময়ের পাশাপাশি বাড়ছে যাতায়াতের খরচও। ঘাটের কর্মী অমিত কুমার ঘোষ জানান, দুই পাড়ের মানুষের নিয়মিত যাতায়াতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এই ফেরি পরিষেবা। কিন্তু বর্তমানে নদীর জল বিপৎসীমার ওপর দিয়ে বইছে। তার সঙ্গে নদীতে স্রোতের তীব্রতাও যথেষ্ট বেশি। এই অবস্থায় ফেরি চালানো হলে যাত্রীদের নিরাপত্তা নিয়ে ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। তাই প্রশাসনিক ও নিরাপত্তাজনিত দিক বিবেচনা করেই ঘাট বন্ধ রাখা হয়েছে। জলস্তর কমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ফেরি পরিষেবা ফের চালু করার চেষ্টা করা হবে। এদিকে নদীর জলস্তর আরও বাড়লে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তা নিয়েই চিন্তায় নদী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দারা। বর্ষার সময় নদীর জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নদী সংলগ্ন এলাকার মানুষের মধ্যে এমনিতেই আতঙ্ক তৈরি হয়। তার ওপর ব্যারেজ থেকে বিপুল পরিমাণ জল ছাড়ার খবর সামনে আসায় সতর্ক রয়েছেন স্থানীয়রা।
প্রশাসনের তরফেও পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে। নদীর জলস্তর এবং স্রোতের গতিবিধির উপর নজর রাখার পাশাপাশি দুর্ঘটনা এড়াতে ঘাট এলাকায় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের নদীর পাড়, ঘাট এবং প্রবল স্রোতের কাছে অযথা না যাওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। ফেরি পরিষেবা বন্ধ থাকায় আপাতত সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ বাড়লেও নিরাপত্তাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নদীর জলস্তর কমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত দুই ঘাটে ফেরি পরিষেবা চালু করা হবে না বলেই জানা গিয়েছে। আগামী কয়েক ঘণ্টায় নদীর জলস্তর আরও বাড়ে কি না, সেদিকেই এখন নজর স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে নদী তীরবর্তী বাসিন্দাদের।

জন্মাষ্টমীতে রক্তদান, রক্তদাতাদের কৃষ্ণ-রাধিকা সেজে চারাগাছ দিল খুদেরা

সকালের শিরোনাম
স্বরূপ সনগিরি
সারেঙ্গা

জন্মাষ্টমী উৎসবকে ঘিরে উৎসবের আবহের মধ্যেই মানবিকতার নজির গড়ল দক্ষিণ বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের সারেঙ্গা ব্লকের সনাতনী উৎপল ব্রাহ্মণ সাঁইতোড়া গ্রাম । গ্রামে এই প্রথম জন্মাষ্টমী উপলক্ষে গ্রাম্য ষোলআনা উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। সাঁইতোড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই শিবিরে ব্যাপক সাড়া পড়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে। ৬ জন মহিলা-সহ মোট ৪৪ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। জন্মাষ্টমীর দিন রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই সাঁইতোড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে ছিল উৎসবের আমেজ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কৃষ্ণ ও রাধিকার সাজে সেজে গান, আবৃত্তি-সহ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। একই সঙ্গে গ্রামের এই প্রথম রক্তদান শিবিরকে সফল করে তুলতে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে এগিয়ে আসেন গ্রামবাসীরা। শিবিরের অন্যতম আকর্ষণ ছিল রক্তদাতাদের সম্মান জানানোর অভিনব উদ্যোগ। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে প্রতিটি রক্তদাতার হাতে গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কৃষ্ণ-রাধিকার সাজে তুলে দেয় একটি করে রক্তকরবী, রক্তজবা ফুলের চারা এবং ফলের গাছ। রক্তদানের পাশাপাশি পরিবেশ রক্ষার বার্তাও ছড়িয়ে দেওয়া হয় এই উদ্যোগের মাধ্যমে। রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাঁইতোড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রদ্যুৎ কুমার মণ্ডল, বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজসেবী শিলাদিত্য সরকার, সমাজকর্মী মণিশঙ্কর দত্ত এবং শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত শিক্ষক সাধন কুমার মণ্ডল। তাঁদের উপস্থিতি রক্তদাতাদের উৎসাহ আরও বাড়িয়ে দেয়। উদ্যোক্তাদের অন্যতম বুদ্ধদেব মিশ্র বলেন, ক্ষ্মআমাদের অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল গ্রামে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির করার। আজ সেই ইচ্ছে বা স্বপ্ন পূরণ হল। গ্রামবাসীদের সকলের সহযোগিতায় আজ আমরা অনেকটা সফল। তবে এর পুরো কৃতিত্বই আমাদের গ্রাম্যদেবতা দামোদরজিউর। তিনি আমাদের মাথার উপর না থাকলে আমরা এই কাজ করতে পারতাম না।ক্ষ্ম আয়োজকদের তরফে জানানো হয়েছে, শিবিরে সংগৃহীত রক্ত বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে। জন্মাষ্টমীর মতো ধর্মীয় উৎসবের দিনেই রক্তদানের মতো মহৎ সামাজিক কর্মসূচির আয়োজন করে সাঁইতোড়া গ্রামের বাসিন্দারা মানবিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার এক অনন্য নজির তৈরি করেছেন।গ্রামে প্রথমবার আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে ৪৪ জনের স্বেচ্ছায় রক্তদান এবং রক্তদাতাদের হাতে গাছের চারা তুলে দেওয়ার উদ্যোগ ঘিরে এলাকায় প্রশংসা কুড়িয়েছে উদ্যোক্তারা। ধর্মীয় উৎসবের আনন্দের সঙ্গে মানবসেবার বার্তা মিলিয়ে সাঁইতোড়ার এই উদ্যোগ আগামী দিনেও গ্রামের মানুষকে সামাজিক কর্মকাণ্ডে আরও উৎসাহিত করবে বলেই মনে করছেন উদ্যোক্তারা।

এক লাখ এক হাজার ১০৮ লাড্ডু দিয়ে কৃষ্ণের জন্মতিথি পালন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দূর্গাপুর

এক লাখ এক হাজার ১০৮টি লাড্ডু এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় তুলসীপাতা দিয়ে মহাসমারোহে পালিত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি।
জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শুক্রবার সকাল ১১টা থেকে দুর্গাপুরের ইসকন মন্দিরে শুরু হয়েছে বিশেষ পুজোপাঠ, যজ্ঞ ও হরিনাম সংকীর্তন। সকাল গড়াতেই মন্দির চত্বরে বাড়তে থাকে ভক্তদের ভিড়।
বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার ভক্তের সমাগমে উৎসবের আবহ তৈরি হয় গোটা মন্দির প্রাঙ্গণে। জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এবারের বিশেষ আকর্ষণ এক লাখ এক হাজার ১০৮টি লাড্ডু নিবেদন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় তুলসীপাতা দিয়ে এই বিশেষ নিবেদনের আয়োজন করা হয়েছে। ভক্তদের বিশ্বাস, ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে কৃষ্ণকে তুলসী নিবেদন করলে ভগবান সন্তুষ্ট হন। সেই বিশ্বাস থেকেই জন্মতিথির এই বিশেষ দিনে তুলসীপাতা দিয়ে লাড্ডু নিবেদনের আয়োজন করা হয়েছে।

মাটির বাড়িতে চাপা পড়ে মৃত্যু ব্যক্তির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
বড়ঞা

শুক্রবার সকালে মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানার অন্তর্গত বড়কাপসা গ্রামে মাটির বাড়ি চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম তারণ বাগদী(৪০)। পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কান্দি মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। জানা গিয়েছে, বড়কাপসা গ্রামের বাসিন্দা বিপদ তারণ বাগদীর মাটির বাড়ি একাংশ বৃহস্পতিবার ভেঙে পড়ে গিয়েছিল। শুক্তবার সকালে ঘর থেকে জিনিসপত্র সরিয়ে নিচ্ছিলেন তারণ ।আর তখন হঠাৎই মাটির বাড়ি দেওয়ালের একাংশ ভেঙে পড়লে গুরুতর আহত হন। গ্রামবাসীরা আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন।
ঘটনার জেরে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ, দিন কয়েক আগে, ভরতপুর থানা পাড়ায় মাটির বাড়ি চাপা পড়ে এক বৃদ্ধ দম্পতির মৃত্যু হয়।

আরামবাগ মহকুমায় বানভাসি কয়েকশো পরিবার

সকালের শিরোনাম
গোপাল রায়
আরামবাগ

বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর ও দামোদর নদীর জল। জলের তলায় চলে গিয়েছে পুরশুড়ার বেশ কিছু বিস্তীর্ণ এলাকায়। অন্যদিকে খানাকুলের ধান্যঘড়ি, পানশিউলি, বন্দর ঠাকুরানিচক সহ একাধিক গ্রাম প্লাবিত। আরামবাগের ও খানাকুলে বন্যা দুর্গতেদের উদ্ধারের জন্য নামানো হল এনডিআরএফ একটি দল। টানা কয়েকদিনের বৃষ্টিতে রূপনারায়ণ ও দ্বারকেশ্বর নদীর বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় প্লাবিত হয় নদী তীরবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকা। বিপদসীমার উপর দিয়ে বইতে থাকে নদীর জল। ইতিমধ্যেই পুড়শুড়া থানার পুলিশের পক্ষ থেকে মাইকিং করে সতর্কতা করা হয়েছে মানুষজনকে। বেশ কিছু এলাকার মানুষজনক পুড়শুড়া থানার থানা ওসি শুভজিৎ দে নেতৃত্বে পুলিশ গৃহবন্দি দের উদ্ধার করে উঁচু জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যায়।
পুরশুড়া বিধায়ক বিমান ঘোষ বেশ কিছু এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে
দেখেন। বন্যা দুর্গতদের মানুষদের সাথে কথাও বলে। জানা গিয়েছে, আরামবাগ পুড়শুড়া খানাকুলের প্রায় ৩০টি গ্রাম পঞ্চায়েত জলের তলায়। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ধান্যঘড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত, কিশোরপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েত। সালেপুর এক নম্বর পঞ্চায়েত এলাকায় বাঁধ ভেঙে প্রচুর বাড়ি ও ফসলের জমি জলে তলিয়ে গেছে। শুক্রবার আরামবাগ মহকুমা শাসকের দপ্তরে বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে একটি বৈঠক হয়। বৈঠকে হাজির ছিলেন হুগলির জেলাশাসক খুরশিদ আলী কাদেরী। বৈঠকের পরে খানাকুল বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শন করেন জেলাশাসক এদিন।

উদ্ধার ১ কুইন্টাল ১০ কেজি গাঁজা, গ্রেপ্তার এক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ভাতার

গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করল ভাতার থানার পুলিশ। পাচারের সময় প্রায় ১ কুইন্টাল ১০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনায় এক ব্যক্তিকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম শেখ সাহেনসা। তাঁর বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের বাজে প্রতাপপুর এলাকায় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। পূর্ব বর্ধমানের ভাতার থানার অন্তর্গত মাহাচান্দা এলাকার কলাবাগান সংলগ্ন এলাকায় বিপুল পরিমাণ গাঁজা পাচার করা হচ্ছে বলে পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে। খবর পাওয়ার পরই তৎপর হয়ে ওঠে ভাতার থানার পুলিশ। এরপর নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ওই এলাকায় নজরদারি শুরু করেন পুলিশকর্মীরা। অভিযোগ, একটি চারচাকা গাড়িতে করে বিপুল পরিমাণ গাঁজা পাচার করা হচ্ছিল। পুলিশ গাড়িটির গতিবিধির উপর নজর রাখার পাশাপাশি সেটিকে ধাওয়া করে। পুলিশের তাড়া খেয়ে গাড়িটি দ্রুতগতিতে পালানোর চেষ্টা করে বলে জানা গিয়েছে। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি রাস্তার পাশে থাকা একটি কালভার্টে ধাক্কা মারে। এরপরই পুলিশ গাড়িটিকে আটক করে এবং গাড়ির ভিতরে তল্লাশি চালায়। তল্লাশি চালিয়ে চারচাকা গাড়ির ভিতর থেকে মোট প্রায় ৫৮টি প্যাকেট উদ্ধার হয়। সেই প্যাকেটগুলির ভিতরে ছিল বিপুল পরিমাণ গাঁজা। ওজন করে দেখা যায়, উদ্ধার হওয়া গাঁজার পরিমাণ প্রায় ১ কুইন্টাল ১০ কেজি। এরপরই গাড়িতে থাকা শেখ সাহেনসাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া গাঁজা ওড়িশা থেকে আনা হয়েছিল। এরপর তা কোথায় পাচার করার পরিকল্পনা ছিল, এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা পাচার চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত, গাড়িটি কার নামে;সহ একাধিক বিষয় খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় ভাতার এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এত বড় পরিমাণ মাদক কীভাবে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাচার করা হচ্ছিল, সেই প্রশ্নও উঠছে। পুলিশের অনুমান, এর পিছনে বড় কোনও পাচারচক্রের যোগ থাকতে পারে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সেই চক্রের অন্যান্য সদস্যদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার চেষ্টা চলছে। শুক্রবার ধৃত শেখ সাহেনসাকে বর্ধমান আদালতে পেশ করা হয়। ঘটনায় মাদক পাচার সংক্রান্ত আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে ভাতার থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া গাঁজার উৎস এবং এর গন্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে তদন্ত আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বাঁশকোপায় জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোড যেন নদী

সকালের শিরোনাম
সুজিত ভট্টাচার্য্য
কাঁকসা

হঠাৎ দেখলে মনে হতেই পারে যেন জাতীয় সড়কের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কোনো নদী। তার ওপর দিয়েই তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে ছোট-বড় যানবাহন। কোথাও গাড়ির চাকা অর্ধেকের বেশি জলে তলিয়ে যাচ্ছে, আবার কোথাও রাস্তা আর পার্শ্ববর্তী জলাশয়ের তফাত বোঝার উপায় নেই। তবে এটি কোনো নদী বা খাল নয়;এটি ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের সার্ভিস রোড। একটানা বৃষ্টিতে ফের চেনা সেই জলছবিই ফিরে এসেছে কাঁকসার বাঁশকোপায়। জলমগ্ন এই সার্ভিস রোড এখন কার্যত আতঙ্কের আরেক নাম হয়ে উঠেছে স্থানীয় বাসিন্দা ও নিত্যযাত্রীদের কাছে। বৃষ্টির জল জমে রাস্তার একাংশ পুকুরের চেহারা নিয়েছে। তার মধ্য দিয়েই প্রতিদিন মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে ছোট-বড় যানবাহনকে। বছরের পর বছর এই একই সমস্যার পুনরাবৃত্তি হলেও স্থায়ীভাবে নিকাশি ব্যবস্থা কেন করা হচ্ছে না, তা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছেন স্থানীয়রা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সার্ভিস রোডের পাশেই গড়ে উঠেছে একাধিক ছোট-বড় হোটেল ও বেআইনি নির্মাণ। পাশাপাশি তৈরি করা হয়েছে উঁচু উঁচু প্রাচীর। এর ফলে বৃষ্টির জল বেরোনোর স্বাভাবিক পথ কার্যত পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পর্যাপ্ত নিকাশি না থাকায় সামান্য বৃষ্টিতেই রাস্তায় জল জমতে শুরু করে, আর টানা বৃষ্টি হলে পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেয়। বছরের পর বছর একই ভোগান্তি চলায় বর্ষা এলেই বাঁশকোপার এই সার্ভিস রোডে জল জমা যেন এক নিয়মে পরিণত হয়েছে। জলমগ্ন রাস্তা দিয়ে যাতায়াতের কারণে যেমন দুর্ঘটনার আশঙ্কা বহুগুণ বাড়ছে, তেমনই আশপাশের ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারাও চরম বিপাকে পড়ছেন। তবে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তনের পর এবার বিষয়টি নিয়ে তৎপরতা দেখা গিয়েছে। দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এলাকা পরিদর্শন করে দ্রুত নিকাশি ব্যবস্থা স্বাভাবিক করার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। বিধায়কের নির্দেশ পেতেই জেসিবি মেশিন নিয়ে এলাকা পরিদর্শনে যান বিজেপির মণ্ডল সভাপতি শুভাশিস মুখোপাধ্যায়। অবরুদ্ধ হয়ে যাওয়া নিকাশি নালা খুঁজে বের করে তা পরিষ্কার করার কাজ দ্রুত গতিতে শুরু করা হয়, যাতে জমে থাকা জল দ্রুত বের করে দেওয়া সম্ভব হয়। উদ্ধার ও সাফাই কাজের ফাঁকেই বিজেপি নেতৃত্বের মুখে উঠে এসেছে দুর্নীতির অভিযোগ। বিজেপির মণ্ডল সভাপতি শুভাশিস মুখোপাধ্যায় অভিযোগ করে বলেন, ক্ষ্মদীর্ঘদিন তৃণমূলের আমলে এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার দিকে কোনো নজর দেওয়া হয়নি। তৃণমূলের এক শ্রেণির নেতা কাটমানি ও তোলাবাজির বিনিময়ে সরকারি জমি দখল করে বেআইনি নির্মাণের সুযোগ করে দিয়েছেন। যার জেরে জল নিকাশির স্বাভাবিক পথ সম্পূর্ণ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। আর তার মাশুল গুনতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।ক্ষ্ম যদিও তৃণমূল নেতাদের দাবি, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের ভুল পরিকল্পনার কারণেই মানুষকে ভুগতে হোচ্ছে জল যন্ত্রণায়। এখন কেন্দ্র তাদের, রাজ্য সরকারও তাদের। মানুষকে তারাই জবাব দিক। অযথা তৃণমূলের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে কোনো লাভ নেই। সব মিলিয়ে, জেসিবি দিয়ে নিকাশি নালা পরিষ্কারের কাজ শুরু হলেও বাঁশকোপার এই ভয়াবহ জলযন্ত্রণা থেকে স্থায়ী মুক্তি কবে মিলবে, সেদিকেই এখন তাকিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ও নিত্যযাত্রীরা।

ধসের গভীরতা বেড়ে প্রায় ছয় ফুট, একাধিক দূরপাল্লা ট্রেনের পথ পরিবর্তন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ফরাক্কা

টানা প্রবল বৃষ্টির জেরে নিউ ফরাক্কা ও তিলডাঙা স্টেশনের মধ্যবর্তী উত্তরবঙ্গগামী আপ রেললাইনের নীচে ভয়াবহ ধস নেমে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে রেল যোগাযোগ। বৃহস্পতিবার ভোর রাত থেকে ধস নামার পর থেকে প্রায় ঘণ্টার বেশি সময় অতিক্রান্ত হলেও এখনও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়নি পরিষেবা। শুক্রবার সকাল নাগাদ ধসের গভীরতা বেড়ে প্রায় ছয় ফুটে পৌঁছায়। বর্তমানে ধস রোধে ট্র্যাক থেকে খানিকটা দূরে পাইলিং করার পাশাপাশি বস্তায় ডাস্ট ভরে দ্রুত আপ লাইন মেরামতির কাজ চলছে। শুক্রবার ঘটনাস্থলে আসেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পান্ডে। সঙ্গে ছিলেন প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার বিক্রম গুপ্ত সহ রেলের উর্দ্ধতন আধিকারিক ও প্রকৌশলীরা। ঘটনাস্থল সরেজমিনে পরিদর্শন করে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন জিএম। পাশাপাশি পুনরুদ্ধার কাজের অগ্রগতি নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। জিএম বলেন, রেল পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য কাজ চলছে। যাত্রী দুর্ভোগ কমাতে আপাতত ডাউন লাইনে সিঙ্গল ট্র্যাকে ধীর গতিতে ট্রেন চালানো হচ্ছে। তবে মেরামতির কাজ চলায় একাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে, পাশাপাশি বহু দূরপাল্লার ট্রেনের পথ পরিবর্তন করা হয়েছে। পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ধসের কারণে শিয়ালদহ থেকে ছেড়ে আসা কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস, গৌড় এক্সপ্রেস, দার্জিলিং মেল, পদাতিক এক্সপ্রেস, শিয়ালদহ-সবরুম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস এবং সাহেবগঞ্জ-মালদা টাউন রুটের মেমু ট্রেনগুলি বাতিল করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত অংশ সম্পূর্ণ মেরামত ও নিরাপদ ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত ট্রেন চলাচল পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে এখনো কিছুটা সময় লাগবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে রেলকর্মী ও আধিকারিকরা নজরদারি চালাচ্ছেন।

Sakaler sironam...18 August......2026_Layout 1 05-09-2026 06:42 Page 10

বজ্রপাতে ভাঙল দুটি বাড়ি, অসহায় পরিবার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শালবনি

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনি ব্লকের ৯ নম্বর কাশিজোড়া অঞ্চলের পালইবনী গ্রামে ভয়াবহ বজ্রপাতের ঘটনা ঘটে। ওই বজ্রপাতের ঘটনায় ছয় জন আহত হয়। আহত ৬ জনের মধ্যে পাঁচজনকে শালবনি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, সেখানেই তাদের চিকিৎসা চলছে। বাজ পড়ার ঘটনায় দুটি বাড়ি ভেঙে যায়। ওই দুটি বাড়িতে থাকা মানুষজন অসহায় হয়ে পড়েন। শুক্রবার শালবনি ব্লক প্রশাসনের সহযোগিতায় স্থানীয় বাসিন্দা বাপন ঘোষ, বিভূতি মাহাতো, মোহিত চালকের উপস্থিতিতে ওই দুটি পরিবারের হাতে দুটি ত্রিপল

তুলে দেওয়া হয় এবং তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়। আহতদের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে বলে তারা জানান। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার ভয়াবহ বাজ পড়ার ঘটনার পর এখনো আতঙ্কে রয়েছেন ওই দুটি পরিবার সহ পার্শ্ববর্তী পরিবারগুলির বাসিন্দারা। তারা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছে যাতে বাজ পড়ার ঘটনায় আহতদের দ্রুত সুস্থ করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করেন এবং তাদের ভেঙে যাওয়া বাড়ি দুটি মেরামত করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

বিধায়কের তৎপরতায় বিমানে বাড়ি ফিরল মৃত যুবকের দেহ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ভাতার

পরিবারের মুখে দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের জোগাড় ও মাথার ওপর একটা পাকা ছাদ তৈরির স্বপ্নের সলিল সমাধি ঘটল ভিন রাজ্যে। ব্যাঙ্গালোরে কাজে গিয়ে বহুতলের ছাদ থেকে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হলো ভাতারের নতুনগ্রামের বাসিন্দা সন্তোষ কর্মকারের (৩০)। মাত্র ১৫ দিন আগে রং মিস্ত্রির কাজ করতে সুদূর ব্যাঙ্গালোরে পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সেই নতুন স্বপ্নের মেয়াদ ফুরাল পলক ফেলার আগেই। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, গত দু'দিন আগে ব্যাঙ্গালোরে কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত বহুতলের ছাদ থেকে পড়ে যান সন্তোষবাবু। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু আর্থিক অনটনে চরম বিপাকে পড়ে হতদরিদ্র পরিবারটি। ভিন রাজ্য থেকে প্রিয়জনের দেহ ফিরিয়ে আনার মতো ন্যূনাতম সামর্থ্যও তাঁদের ছিল না। খবরটি ভাতার বিধানসভার বিধায়ক সৌমেন কার্ফার কানে পৌঁছাতেই তিনি দ্রুত সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেন। নিজ উদ্যোগে ও ব্যক্তিগত সহায়তায় বিমানযোগে মৃতদেহ রাজ্যে ফিরিয়ে আনার যাবতীয় ব্যবস্থা করেন তিনি। অবশেষে শুক্রবার সকালে সন্তোষ কর্মকারের নিথর দেহ এসে পৌঁছায় নতুনগ্রামের বাড়িতে। মৃত সন্তোষই ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্যনক্ষম ব্যক্তি। বৃদ্ধ বাবা, মা, এক ভাই, বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী স্ত্রী এবং দুটি ছোট ছোট সন্তানকে নিয়ে ছিল তাঁর সংসার। মাটির জীর্ণ কুটির বদলে একটি শক্তপোক্ত নতুন বাড়ি তৈরি করাই ছিল এই তরুণের মূল স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়েই ঘনিয়ে এলো মর্মান্তিক পরিণতি। একমাত্র উপার্জনকারীকে হারিয়ে এখন পুরোপুরি দিশেহারা পরিবারটি। এই ঘটনায় গোটা নতুনগ্রাম এলাকায় গভীর শোকের

ছায়া নেমে এসেছে। দেহ ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি শোকস্তব্ধ পরিবারের পাশে সব দিক থেকে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক। ৪ নম্বর মন্ডল সভাপতি বাপ্পা ব্যানার্জি জানান, বিধায়ক নিজে এই দুঃসময়ে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। আগামী দিনে পরিবারটি যাতে একটি সরকারি আবাসন বা পাকা বাড়ি পেতে পারে এবং অন্যান্য সাহায্য পায়, তার জন্য সবরকম প্রশাসনিক ব্যবস্থা করা হবে।

কোনও বাধা, দাদাগিরি বা ভয় নয়, শান্তিতে সব উৎসব পালন হবে বাংলায়, বার্তা অগ্নিমিত্রার

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল
আসানসোল

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে শুক্রবার আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার মহিশিলা গ্রামের দয়ালবাবা আশ্রমে পুজো দিলেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক তথা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। মন্দিরে পুজো ও দর্শনের পর বাংলার মানুষ এবং আসানসোলবাসীকে জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা জানিয়ে শান্তি, সম্প্রীতি ও উন্নয়নের বার্তা দেন তিনি। জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, গোপালের জন্মদিন আমরা সবাই মিলে আনন্দের সঙ্গে পালন করি। এই সরকার সবার, উৎসবও সবার। বাংলার মানুষ যাতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সমস্ত ধর্মীয় উৎসব পালন করতে পারেন, সেই কামনাও করেন তিনি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে মন্ত্রী বলেন, সবাই ভালো থাকুক, বাংলায় উন্নয়ন হোক, মানুষের জীবনে খুশি ফিরে আসুক এবং পশ্চিমবঙ্গে শান্তি ফিরে আসুক। তার দাবি, ৪ মে'র পরে বাংলায় এমনিতেই শান্তি ফিরে এসেছে। বাংলায় এখন ভয় আউট। ভয় ইন। অগ্নিমিত্রা পাল আরও বলেন, জন্মাষ্টমী থেকেই কার্যত বাংলায় উৎসবের মরশুম শুরু হয়ে গেল। সামনে বিশ্বকর্মা পুজো। এরপর দুর্গাপুজো। একটার পর একটা উৎসব আসছে। সুতরাং বাংলায় এখন উৎসবের আবহ। উৎসবের দিনগুলিতে সাধারণ মানুষ যাতে নিরাপদে আনন্দ-উৎসবে সামিল হতে পারেন, তার জন্য বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর বলেও জানান তিনি। আগামী দিনে বাংলার মানুষকে কোনও ভয় বা বাধার মধ্যে যাতে উৎসব পালন করতে না হয়, সেই বার্তাও দেন মন্ত্রী। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, এখানে কোনও বাধা নেই, কোনও দাদাগিরি নেই, কোনও ভয় নেই। সবাই একসঙ্গে মিলে শান্তিপূর্ণভাবে সব উৎসব পালন করবে। মহিশিলার দয়ালবাবা আশ্রমে পুজো দিয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, জন্মাষ্টমী থেকেই বাংলায় উৎসবের সূচনা হয়ে গেল। উৎসবমুখর বাংলায় সাধারণ মানুষ যাতে নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে সমস্ত উৎসব পালন করতে পারেন, তা নিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য। জন্মাষ্টমীর শুভক্ষণে বাংলায় শান্তি, সম্প্রীতি ও আনন্দের পরিবেশ বজায় রাখার পাশাপাশি উন্নয়নের ধারাও অব্যাহত থাকবে। এই প্রার্থনাই করেন অগ্নিমিত্রা পাল।

পরিচারিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা, গ্রেপ্তার বিজেপির যুব মোর্চার সহ-সভাপতি

সকালের শিরোনাম
মনা বীরবংশী
সাঁইথিয়া

বীরভূমের আহমদপুরে পরিচারিকার শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার বিজেপির যুবনেতা অরুপ মণ্ডল। সাঁইথিয়া থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেছে। ধৃত অরুপ মণ্ডল বোলপুর সাংগঠনিক জেলা যুব মোর্চার সহ-সভাপতি বলে জানা গিয়েছে। পরিচারিকার অভিযোগের ভিত্তিতেই এই গ্রেফতার বলে পুলিশ সূত্রে খবর। শুক্রবার অভিযুক্ত বিজেপির যুব নেতা সিউড়ি আদালতে পেশ করা হয়। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নাবালিকাকে শারীরিক হেনস্তার ঘটনায় বোলপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল বলেন, অরূপ মন্ডলের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ আসছিল। আমরা তিন দিন আগে যুব মোর্চার জেলা সভাপতি এবং আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। জেলা যুব সহ-সভাপতি অরূপ মন্ডল কে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার। তারই মধ্যে এমন ঘটনা প্রকাশ্যে এসছে। আমরা দলের তরফ থেকে দু'বছরের জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি দল থেকে তাকে বহিষ্কার করলাম। ঘটনাটি কতটা সত্য মিথ্যা জানি না। তবে

আইন আইনের পথে চলবে। বোলপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতি শম্ভুনাথ রায় বলেন, তিন দিন আগে অরূপকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আমরা তাকে দল থেকে বহিষ্কার করেছি। তার বিরুদ্ধে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে চিঠি করেছি। দল এ ধরনের কাজ কখনো বরদাস্ত করবে না।

অজগর উদ্ধার, আরও চারটি বিষধর সাপ বনদপ্তরে দিলেন সৌমেন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ঝাড়গ্রাম

বৃহস্পতিবার রাতে ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইল ব্লকের রোহিণী এলাকায় শতাব্দীপ্রাচীন জমিদারবাড়ির সামনে একটি বিশালাকার অজগর সাপ দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। জনবহুল এলাকায় আচমকা অজগর চলে আসায় সাময়িক চাঞ্চল্য ছড়ালেও, গ্রামবাসীরা কোনো আতঙ্ক বা হিংসার আশ্রয় না নিয়ে দ্রুত খবর দেন বিশিষ্ট সর্পপ্রেমী সৌমেন সরকারকে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন তিনি এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অক্ষত অবস্থায় সাপটিকে উদ্ধার করেন। পরে স্থানীয় মানুষদের সহযোগিতায় উদ্ধার হওয়া অজগরটিকে সাঁকরাইল বিট অফিসে নিয়ে গিয়ে বনদপ্তরের আধিকারিকদের হাতে নিরাপদে তুলে দেওয়া হয়। কেবল এই অজগরটিই নয়, এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উদ্ধার হওয়া আরও চারটি অত্যন্ত বিষধর সাপও এদিন বনদপ্তরের কর্মীদের কাছে হস্তান্তর করেন সৌমেন সরকার। এর মধ্যে রয়েছে একটি গোখরো এবং তিনটি মারাত্মক বিষধর চন্দ্রবোড়া সাপ।

লোকালয়ে ঢুকে পড়া সরীসৃপগুলিকে মেরে না ফেলে অত্যন্ত সতর্কতা ও সচেতনতার সঙ্গে উদ্ধার করে বনদপ্তরের হাতে তুলে দেওয়ার এই মানবিক ভূমিকায় স্থানীয় গ্রামবাসী ও পরিবেশপ্রেমীরা সৌমেনবাবুর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

রোগীদের দেওয়া খাবার খেলেন বিজেপি বিধায়ক, ক্যান্টিন পরিদর্শন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আসানসোল

আসানসোল জেলা হাসপাতালের রোগীদের দেওয়া খাবার তৈরির রান্নাঘর বা ক্যান্টিন পরিদর্শন করলেন আসানসোল উত্তরের বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। শুধু পরিদর্শনই হাসপাতালে রোগীদের দেওয়া খাবারের গুণগত মান ঠিক আছে কিনা, তা সরাসরি পরখ করতে তিনি রান্নাঘরে বসে সেই খাবার খান। এর পাশাপাশি রোগীদের পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে এলে তারা যে ক্যান্টিনে খাবার খান, তাও পরিদর্শন করেন আসানসোল উত্তরের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়। শুক্রবার হঠাৎই করেই সারপ্রাইজ ভিজিট করতে জেলা হাসপাতালে পৌছে যান বিজেপি

বিধায়ক। এদিন প্রথমে তিনি রোগীদের খাবার তৈরির জন্য নির্দিষ্ট রান্নাঘরে পৌঁছে যান। সরজমিনে পরিদর্শন করে তিনি প্রতিদিন কি কি খাবার সকাল, দুপুর ও রাতে দেওয়া হয়, তা দায়িত্বে থাকা এজেন্সির লোকদের সঙ্গে কথা বলেন জানেন। এর পাশাপাশি তিনি এরপরে রোগীদের পরিবারের খাবার খাওয়ার ক্যান্টিন পরিদর্শন করেন। সেখানে খাবারে ঢাকা না থাকায় অসন্তুষ্ট হন। ক্যান্টিনে দায়িত্বে থাকা লোকেদের সঙ্গে সঙ্গে খাবার ঢেকে রাখার জন্য বলেন। পরিদর্শনের পরে বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, রোগীদের ক্যান্টিনে সব কিছুই ঠিক রয়েছে। যে খাবার দেওয়া হয়, তা আমি নিজে খেলাম। দেখলাম ঠিক আছে। কিন্ত রোগীদের পরিবারের সদস্যের ক্যান্টিনে খাবার গুলো আঢাকা অবস্থায় ছিল। সেই খাবার গুলো ঢেকে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বলেছি, এখানে অনেক জীবাণু থাকে। তাতে মানুষের ক্ষতি হতে পারে। তাই খাবার সবস ঢেকে রাখতে হবে।

ইসিএলের ৭৭টি খনির মধ্যে ৫৭টি চলছে লোকসানে, লাভে মাত্র ২০টি, জানালেন সিএমডি

সকালের শিরোনাম
সন্তোষ মন্ডল
আসানসোল

ইসিএলের সিএমডি সতীশ ঝাঁ বৃহস্পতিবার বিকেলে কুলটির শাঁকতোড়িয়ায় সংস্থার সদর দপ্তরে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি জানান, ভারতের কয়লা খননের ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে ইসিএলের রানিগঞ্জ কোলফিল্ড এরিয়া । ১৭৭৪ সালে এই রানিগঞ্জ এলাকাতেই ভারতে প্রথম কয়লা খনন শুরু হয়েছিল। দীর্ঘ ঐতিহ্যের এই কয়লাক্ষেত্র বর্তমানে আর্থিক চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে বলে তার বক্তব্যে উঠে এসেছে। তিনি আরো বলেন, চলতি বছরে ইসিএলের মোট ৭৭টি খনির মধ্যে ৫৭টি খনি লোকসানে চলছে। অন্যদিকে মাত্র ২০টি খনি লাভের মুখ দেখছে। এর আগে কয়লাখনির সংখ্যা আরও বেশি ছিল। পরবর্তীকালে কয়েকটি খনিকে একত্রিত করা হয়েছে। ফলে খনির মোট সংখ্যা কমে বর্তমানে ৭৭টিতে দাঁড়িয়েছে। তিনি তার বক্তব্যে আরো বলেন, বর্তমানে ৭৭টি খনির মধ্যে ৫৭টি লোকসানে চলার মতো এই পরিসংখ্যান সামনে আসায় বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। এই কয়লাখনি এলাকা শুধু একটি কয়লা উৎপাদনকারী এলাকা নয়, দেশের কয়লা শিল্পের ইতিহাসেও এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ১৭৭৪ সালে এখান থেকেই ভারতে কয়লা খননের সূচনা হয়েছিল বলে বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই ঐতিহাসিক কয়লাখনি এলাকায় বর্তমানে অধিকাংশ খনি লোকসানে থাকায় এর কারণ, উৎপাদন ব্যয়, খনির কার্যক্ষমতা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। খনিগুলিকে একত্রিত করার ফলে প্রশাসনিক ও পরিচালনাগত কাঠামোতে পরিবর্তন এলেও, লোকসানে থাকা খনির সংখ্যা কমানোই এখন বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করা হচ্ছে। রানিগঞ্জের কয়লা শিল্পের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত শ্রমিক, ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষের কাছে এই পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, গোটা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হচ্ছে। চলতি বছরের এখনো পর্যন্ত উৎপাদন বাড়লেও, তা আশাব্যাঞ্জক নয়।

নেপালে নিখোঁজ স্বপন কুমারের ছেলে ডিএনএ টেস্টের জন্য নমুনা দিলেন

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
নিজস্ব প্রতিনিধি

বৃহস্পতিবার ডিএনএ পরীক্ষার জন্য আবেদন করেছিলেন, প্রশাসনের সহযোগিতায় শুক্রবার খড়্গপুর মহকুমা হাসপাতালে রক্তের নমুনা দিয়েছেন নেপালের হড়পা বানের নিখোঁজ প্রাক্তন রেল কর্মী স্বপন কুমার সিনহার ছেলে অর্ণব সিনহা। প্রায় ১০ দিন হয়ে গেল নেপাল থেকে এখনো কোনো খবর আসেনি, তাই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে কাটাতে হচ্ছে পরিবারের সকল সদস্যকে। এই দুর্ঘটনার পর থেকে একপ্রকার নিজেকে আড়ালে রেখেছেন নিখোঁজ স্বপনবাবুর স্ত্রী সোনালী সিনহা। সোনালী দেবী কুচলাতাড়ি প্রাইমারি স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। তাঁর মনের অবস্থা দেখে বাড়ির লোকজন একপ্রকার জোর করেই তাকে দু-একদিন স্কুলে পাঠাচ্ছেন।

স্কুলে ছোট বাচ্চাদের মধ্যে থেকে যদি তার শোকাতুর মানসিক অবস্থার সামান্যতম পরিবর্তন হয়। সোনালী সিনহার সহকর্মী মিলি মন্ডল মজুমদার জানান, উনি ভীষণভাবে মনের কষ্ট নিয়ে রয়েছেন। বাচ্চাদের মধ্যে সময় কাটাতে ভালোবাসেন তাই স্কুলে আসছেন, বাড়িতে থাকলে সেই একই চিন্তা ভাবনা চলবে, একই কথাবার্তা আলোচনা হবে। তবে দিদি এখনো পর্যন্ত আশাবাদী, আশা নিয়ে রয়েছেন যে দাদা কোথাও আছেন, ঠিক কোন একদিন চলে আসবেন, দিদি ভীষণ ভালো মানুষ। ছেলে ডিএনএ পরীক্ষার নমুনা দিলেন আর স্ত্রী এখনো আশাবাদী তার স্বামী ফিরবেন। এই দুয়ের টানাপোড়েনের মাঝে বাস্তব পরিস্থিতির সাথে লড়াই করতে হচ্ছে পরিবারের সকল সদস্যকে।

চালকদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
দুর্গাপুর

৪ সেপ্টেম্বর ডিএসএমএস গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউশনসের উদ্যোগে দুর্গাপুর মহকুমা ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরাম, আমাদের পরিবহন সংস্থা, রোটারী ক্লাব অফ দুর্গাপুর স্মার্টসিটি ও ইনারহুইল ক্লাব দুর্গাপুর গিভার সহযোগিতায় ডিএসএমএস কলেজ প্রাঙ্গণে সকালে দুর্গাপুরের অটো, টোটো, বাস ও অ্যাম্বুলেন্স চালকদের স্বাস্থ্যসুরক্ষা এবং নিরাপদ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একটি বিশেষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে চালকদের চক্ষু, দন্ত, অস্থোপেডিক এবং সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। শিবিরে ২০০-র অধিক অটো, টোটো, বাস ও অ্যাম্বুলেন্স চালক স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করেন। কর্মব্যস্ত জীবনের কারণে অনেক চালক নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে পারেন না। তাঁদের কর্মক্ষেত্রের কাছাকাছি এই ধরনের উদ্যোগ স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দুর্ঘটনা প্রতিরোধেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে উদ্যোক্তারা জানান। বিবেকানন্দ হাসপাতাল, দিবিতা আই কেয়ার, সিপলা শিবিরটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। তাঁরা চালকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বিশেষ করে দৃষ্টিশক্তি ও শারীরিক সক্ষমতার প্রতি নজর দেওয়ার পরামর্শ দেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে শিউলি মুখার্জী ও সুবীর রায় জানান, ক্ষ্মযাঁরা প্রতিদিন হাজার-হাজার মানুষের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করেন, তাঁদের সুস্থতা ও কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করাও সমাজের দায়িত্ব। এই ধরনের স্বাস্থ্য পরিষেবা আগামী দিনেও আরও বিস্তৃত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।ক্ষ্ম অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডা. উদয়ন চৌধুরী, ডা. অভিষেক রায়, ডা. বিকাশ মণ্ডল, ডা. রিন্টু গুহ নিয়োগী, রক্তদান আন্দোলনের নেতৃত্ব কবি ঘোষ, রাজেশ পালিত, সৌমেন চক্রবর্তী, আমাদের পরিবহন সংস্থার সুব্রত সিংহ, বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ সীমা দত্ত চ্যাটার্জী সহ রোটারী ক্লাব ওফ দুর্গাপুর স্মার্টসিটি ও ইনারহুইল ক্লাব দুর্গাপুর গিভার প্রতিনিধিবৃন্দ।

জন্মাষ্টমীর দুপুরে ঠাকুরদালানে ফিরল কবিতার সুর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
পূর্বস্থলী

জন্মাষ্টমীর দুপুর। চারপাশে উৎসবের আবহ। কোথাও শঙ্খধ্বনি, কোথাও কীর্তনের সুর, কোথাও আবার কৃষ্ণনামের আবেশ। আর সেই পবিত্র দিনের এক কোণে, পূর্বস্থলীর বিদ্যানগরে একটি ঠাকুরদালান যেন একটু অন্যরকমভাবে জেগে উঠল। সেখানে কৃষ্ণের জন্মতিথির সঙ্গে মিশে গেল শব্দের জন্ম। ভক্তির আবহের পাশে জায়গা করে নিল কবিতা। বহু পরিচিত সেই উঠোনে আবারও বসলো কবিতার আসর। এই আসর কোনও এক-দু'বছরের গল্প নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘ ৩৫ বছরের স্মৃতি, অসংখ্য কবির পদচারণা, স্বরচিত কবিতার পাঠ এবং সাহিত্যপ্রেমীদের আন্তরিক মিলন। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক স্বপন দেবনাথের উদ্যোগে প্রতি বছর জন্মাষ্টমীর দিনে আয়োজিত হয়ে আসা এই কবিতা উৎসব এবার পা দিল ৩৫তম বছরে। সময় বদলেছে। বদলেছে আয়োজনের ধরনও। আগের মতো বিশাল মঞ্চ, কয়েকশো কবির সমাগম কিংবা বড় আকারের আয়োজন এবার দেখা যায়নি। কিন্তু আয়োজন ছোট হলেও হারিয়ে যায়নি সেই আন্তরিকতা। বরং অনেকটা ঘরোয়া পরিসরে, নিজের বাড়ির ঠাকুরদালানেই কবিতার আলো জ্বালিয়ে রাখলেন স্বপন দেবনাথ। যেন দীর্ঘ পথ পেরিয়ে ফিরে দেখা নিজেরই এক পুরনো ঠিকানা। জন্মাষ্টমীর দিন দুপুরে বিদ্যানগরে স্বপন দেবনাথের বাড়ির ঠাকুরদালানে বসে সেই পরিচিত কবিতার আসর। হুগলি, নদিয়া, কাটোয়া, পূর্বস্থলী, নবদ্বীপ, বলাগড় ও জিরাট-সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ৩০ জন কবি এসে হাজির হন। কেউ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন নিজের লেখা কবিতা, কেউ নিয়ে এসেছেন দীর্ঘদিনের সাহিত্যচর্চার অভিজ্ঞতা। একে একে তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে স্বরচিত কবিতা। ঠাকুরদালানের সেই পরিবেশে যেন একসময় মিলেমিশে যায় উৎসব আর সাহিত্য। জন্মাষ্টমীর ধর্মীয় আবহের মধ্যেই শব্দ, ছন্দ আর অনুভূতির নিজস্ব এক জগৎ তৈরি হয়। কবিতার পঙ্‌ক্তিতে উঠে আসে মানুষ, জীবন, প্রেম, প্রকৃতি, সমাজ;আর তারই সঙ্গে ফিরে আসে স্মৃতির পুরনো দিনগুলি। তবে এবারের আয়োজন যে সহজে সম্ভব হয়নি, তা জানিয়েছেন স্বপন দেবনাথ নিজেই। অনুষ্ঠানটি করা যাবে কি না, তা নিয়ে তিনি যথেষ্ট চিন্তায় ছিলেন। শেষ পর্যন্ত মাত্র দু'দিন আগে কবি-সাহিত্যিকদের খবর দেওয়া হয়। কিন্তু দীর্ঘদিনের সম্পর্ক এবং কবিতার প্রতি টান হয়তো সেই ডাককে উপেক্ষা করতে দেয়নি। অল্প সময়ের প্রস্তুতিতেই বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কবিরা এসে পৌঁছন বিদ্যানগরে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত কবি ও সাহিত্যিকদের ধন্যবাদ জানাতেও দেখা যায় স্বপন দেবনাথকে। তাঁর কথায় উঠে আসে এই দীর্ঘ যাত্রার স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনাও। এই কবিতা উৎসবের সঙ্গে ৩৫ বছর ধরে যুক্ত কবি দীপঙ্কর চক্রবর্তীও ফিরে দেখেন সেই দিনগুলিকে।

Sakaler sironam...18 August......2026_Layout 1 05-09-2026 06:42 Page 11

আসানসোল জেলা হাসপাতালে ক্যান্সার রোগীর জটিল অস্ত্রোপচার

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
আসানসোল

আসানসোল জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ৫৫ বছর বয়সী এক পুরুষ ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীর জটিল অস্ত্রোপচার হলো। মুলতঃ জেলা হাসপাতালের সার্জারি ও ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের যৌথ প্রয়াসে এই জটিল অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে। এরজন্য, সুপার ডাঃ তপন কুমার বিশ্বাস চিকিৎসক ও কর্মীদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। জানা গেছে, ১০ দিন আগে ঐ রোগীর অস্ত্রপচার করেন সার্জেন ডাঃ অমিত কুমার গুপ্তা। আপাততঃ, ঐ রোগীর খাবার খেতে যে সমস্যা হয়েছিলো, এই অস্ত্রপচারের পরে তা আর হচ্ছে না। তিনি এই মুহুর্তে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তাকে শীঘ্রই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তবে, পরবর্তী চিকিৎসার ধাপ হিসেবে তার কেমোথেরাপি করা হবে।

মুলতঃ এই রোগীর স্টমাক বা পাকস্থলীতে ক্যান্সার ধরা পড়ে। তার এডিএইচে গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন সহ পাকস্থলীর কার্সিনোমার জন্য সফলভাবে সাবটোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমি এবং ডি২ লিম্ফ্যাডেনেক্টমি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, রোগীর পাকস্থলীতে হওয়া টিউমার বাদ দেওয়ায় জন্য বেশ কিছুটা অংশ কাটা পড়ে। গোটা সিস্টেমটাকে ঠিক রাখতে অস্ত্রপচারের সময় অনেক কিছু নতুন করে জুড়তে হয়েছে। মাস খানেক আগে এই রোগী জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সার্জেন অমিত কুমার গুপ্তার কাছে আসেন। সেই সময় ঐ রোগীর খাবার খেতে সমস্যা ও খাবার খেলে বমি হওয়ার মতো উপসর্গ ছিলো।

ডাঃ গুপ্তা প্রাথমিক চিকিৎসা ও কিছু পরীক্ষার পরে বুঝতে পারেন যে, এই রোগীর পাকস্থলীতে টিউমার হয়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রোগীর এনডোসকপি করান। তাতে মোটামুটি পুরো বিষয়টি জানা যায়। এরপর তিনি ঐ রোগীকে হাসপাতালে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ বা অনকোলজিস্ট ডাঃ অমিত মুখোপাধ্যায়ের কাছে পাঠান। ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ তার মতামত দেন। সেই মতো রোগীর অস্ত্রপচার করা হয়। অস্ত্রপচারে বাদ দেওয়া টিউমারের বায়োপসিও করানো হয়েছে।

অস্ত্রপচারের পরে রোগী অনেকটাই সুস্থ হওয়ার পরে জানিয়েছেন, তার আগের সমস্যা নেই।

তিনি আগের মতো খাবার খেতে পারছেন। এই প্রসঙ্গে সুপার ডাঃ তপন কুমার বিশ্বাস বলেন, এখন এই রোগী ভালোভাবে সেরে উঠেছেন। ক্লিনিক্যাল স্থিতিশীলতা অর্জন করেছেন। এখন তাকে ডিসচার্জ করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

সার্জেন ডাঃ অমিত কুমার গুপ্তাকে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাঃ অমিত মুখোপাধ্যায়, অ্যানেস্থেশিয়া টিম, ওটি স্টাফ, পিজিটি, এমএসডব্লিউ স্টাফ এবং ব্লাড ব্যাংক সহায়তা করেছেন। তিনি আরো বলেন, জেলা হাসপাতালের পুরিকাঠামোতে এটি একটি জটিল অস্ত্রোপচার। যা সফল হয়েছে।

লিলুয়ায় আয়োজিত 'শ্রী হনুমান কথা ও দিব্য দরবার', অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
লিলুয়া

জন্মাষ্টমীর পুণ্যতিথিতে হাওড়ার লিলুয়ায় আয়োজিত 'শ্রী হনুমান কথা ও দিব্য দরবার'-এ উপস্থিত হয়ে বাগেশ্বর ধামের মহারাজ ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর প্রশংসা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে মহারাজকে নিয়ে ১০ লক্ষ মানুষের বৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশ আয়োজনের প্রস্তাবও দেন তিনি। শুক্রবার সন্ধ্যায় ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সনাতনী মানুষ দীর্ঘদিন ধরে মহারাজের বক্তব্য ও ভজন শোনার অপেক্ষায় রয়েছেন। বাংলা তথা দেশের সংস্কৃতি, দেশপ্রেম ও সনাতন ঐতিহ্যকে আরও এগিয়ে নেওয়ার উপরও জোর দেন তিনি। বক্তব্যে সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ, 'ল্যান্ড জিহাদ', 'লাভ জিহাদ' ও জোর করে ধর্মান্তকরণের মতো অভিযোগ তুলে আইন ও সংবিধানের পথে জনজাগরণের আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার জন্য জমি দেওয়া এবং সরকারি সম্পত্তি নষ্টকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থার কথাও উল্লেখ করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে ভক্তদের ব্যাপক সমাগম হয়। দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ ধর্মীয় আলোচনা ও ভজনের আসরে যোগ দেন। উপস্থিত ছিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই, বিধায়ক সঞ্জয় সিং-সহ বিশিষ্টরা।

ফের ভাঙল কুয়ে নদীর বাঁধ, জলের তলায় বিস্তীর্ণ কৃষিজমি

সকালের শিরোনাম
মনা বীরবংশী
বীরভূম

দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ভেঙে পড়ে থাকার পর মাস কয়েক আগেই নির্মাণ করা হয়েছিল কুয়ে নদীর রিং বাঁধ। কিন্তু কয়েক মাস কাটতে না কাটতেই ফের ভাঙন দেখা দিল সেই বাঁধে। গত কয়েক দিনের লাগাতার বৃষ্টি এবং বিভিন্ন জলাধার থেকে জল ছাড়ার জেরে কুয়ে নদীর জলস্তর বাড়তেই গত রাতে খাঁপুর গ্রামের কাছে ভেঙে যায় নদীর বাঁধ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে প্রায় ৫০ মিটার বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। ক্রমশ বাড়ছে ভাঙনের পরিমাণ। বাঁধ ভেঙে নদীর জল হু হু করে ঢুকে পড়ছে বিস্তীর্ণ কৃষিজমিতে। ইতিমধ্যেই বহু জমির ফসল জলের তলায় চলে গিয়েছে। জল ঢুকতে শুরু করেছে লাভপুর ব্লকের ঠিবা, জামনা এবং লাভপুর এলাকার বিভিন্ন অংশেও। স্থানীয়দের অভিযোগ, বাঁধ নির্মাণের সময়ই কাজের মান এবং বাঁধের নির্মাণ পদ্ধতি নিয়ে প্রশাসনের কাছে একাধিকবার অভিযোগ জানানো হয়েছিল। এমনকি বাঁধটি আরও সোজা ও শক্তভাবে নির্মাণ করার জন্য এলাকার কৃষকেরা প্রয়োজনে নিজেদের জমি দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের অভিযোগ, সেই দাবি গুরুত্ব পায়নি। শেষ পর্যন্ত নিম্নমানের নির্মাণের কারণেই ফের বাঁধ ভেঙে পড়েছে বলে দাবি গ্রামবাসীদের। বাঁধ ভাঙার ফলে ঠিবা অঞ্চলের খাঁপুর, কাঁন্দরকুলা, জয়চাঁদপুর, চতুর্ভুজপুর, হরিপুর-সহ একাধিক এলাকার কৃষিজমি জলের তলায় চলে গিয়েছে। বেশ কিছু গ্রামের ভিতরেও জল ঢুকতে শুরু করেছে। পরিস্থিতি আরও খারাপ হলে বসতিপূর্ণ এলাকাতেও জল ঢোকার আশঙ্কা করছেন তাঁরা। সবচেয়ে বেশি চিন্তায় পড়েছেন এলাকার কৃষকেরা। অনেক টাকা খরচ করে চাষ করা ফসল এখন নদীর জলে তলিয়ে যাওয়ায় মাথায় হাত তাঁদের। একদিকে চাষের খরচ, অন্যদিকে ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা;সব মিলিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে কৃষকদের।

স্থানীয় বাসিন্দাদের একটাই দাবি;শুধু অস্থায়ীভাবে বাঁধ মেরামত নয়, কুয়ে নদী ও নদী বাঁধের স্থায়ী সংস্কার করতে হবে। শক্তপোক্ত ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাঁধ নির্মাণ করে ভবিষ্যতে যাতে বারবার ভাঙনের ঘটনা না ঘটে, তার জন্য প্রশাসনকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। এখন দেখার, পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনের তরফে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

শিলদায় আদিবাসী ছাত্রী ধর্ষণ কাণ্ডে বিধায়ক প্রণব টুডুকে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
শিলদা

নাবালিকা আদিবাসী স্কুলছাত্রীকে অপহরণ করে ধর্ষণ ও নির্মম শারীরিক নির্যাতনের ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠল ঝাড়গ্রাম জেলার শিলদা। অভিযুক্ত গ্রেফতার হওয়া সত্ত্বেও তার দৃষ্টান্তমূলক ফাঁসির দাবিতে রবিবার সকাল থেকেই আদিবাসী সমাজের মানুষজন শিলদা মোড় অবরোধ করে প্রবল বিক্ষোভ শুরু করেন। দুপুরের পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যখন বিনপুরের তৃণমূল বিধায়ক ডাক্তার প্রণব টুডু আন্দোলনস্থলে পৌঁছন। ক্ষোভে ফুঁসতে থাকা বিক্ষোভকারীরা বিধায়ককে দেখা মাত্রই ঘিরে ধরে তীব্র বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন। জনপ্রতিনিধিকে ঘিরে ধরে স্থানীয় বাসিন্দাদের এই প্রবল বিক্ষোভের জেরে এলাকায় চরম বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। এর আগে সকাল থেকেই শিলদা-বেলপাহাড়ী রাজ্য সড়ক অবরোধের ডাক দেয় আদিবাসী সমাজের যৌথ মঞ্চ। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে মানুষ এসে শিলদা মোড়ে জমায়েত হতে শুরু করলে যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যায়। আন্দোলনকারীদের একটাই দাবি;এত বড় জঘন্য অপরাধে অভিযুক্তকে কেবল গ্রেফতার করলেই চলবে না, তাকে দ্রুত আদালতের মাধ্যমে কঠোরতম অর্থাৎ ফাঁসির শাস্তি দিতে হবে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। উল্লেখ্য, গত ২৩ অগস্ট স্কুল যাওয়ার পথে স্থানীয় এক টোটোচালক রূপকুমার দাস ওই নাবালিকা ছাত্রীকে জোরপূর্বক নিজের টোটোয় চাপিয়ে জঙ্গলের নির্জন এলাকায় নিয়ে যায়। সেখানেই তাকে ধর্ষণ ও পাশবিক শারীরিক নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় পুলিশ মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে হেফাজতে পাঠালেও জঙ্গলমহলে নারীদের নিরাপত্তা এবং দ্রুত বিচারের দাবিতে এলাকার সাধারণ মানুষ ও আদিবাসী নেতৃত্ব তীব্র আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছেন।

নিশীথের অন্ধকার ভেদ করে এসেছিলেন নন্দলাল

সকালের শিরোনাম
কল্যাণ দত্ত
বর্ধমান

রাত তখন গভীর। চারপাশ নিস্তব্ধ। আকাশের গায়ে মেঘের আনাগোনা। কোথাও দূরে ভেসে আসছে কীর্তনের সুর; 'হরে কৃষ্ণ, হরে রাম'। মন্দিরের দরজা পেরিয়ে ভক্তরা অপেক্ষা করছেন সেই বিশেষ মুহূর্তের জন্য। হাতে পুজোর থালা, ফুল, তুলসীপাতা। কোথাও ছোট্ট দোলনায় শুয়ে আছেন নীলবর্ণের গোপাল। আর ঘড়ির কাঁটা যত মধ্যরাতের দিকে এগোয়, ততই যেন ঘন হয়ে আসে অপেক্ষা। কারণ এই রাতেই তো এসেছিলেন তিনি। অন্ধকারে আলো হয়ে। অত্যাচারের সময়ে আশার বার্তা হয়ে। মথুরার কারাগারে দেবকী ও বাসুদেবের ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। সেই জন্মকথা আজও কেবল পুরাণের পাতা নয়। যুগ পেরিয়ে মানুষের বিশ্বাস, আবেগ আর ভক্তির সঙ্গে মিশে থাকা এক জীবন্ত স্মৃতি। তাই জন্মাষ্টমী এলেই বাংলার গ্রাম থেকে শহর;মন্দির থেকে গৃহস্থের উঠোন;সবখানেই যেন ফিরে আসে সেই চেনা কৃষ্ণকথা। পুরাণের কাহিনি বলে, কংসের অত্যাচারে তখন বিপর্যস্ত মথুরা। ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছিল, দেবকীর অষ্টম সন্তানই হবে কংসের মৃত্যুর কারণ। সেই ভয়েই একের পর এক সন্তানকে হত্যা করেছিল কংস। তারপর এল সেই অষ্টমী তিথি। কারাগারের অন্ধকারে জন্ম নিলেন কৃষ্ণ। চারদিকে পাহারা, অথচ অলৌকিকভাবে খুলে গেল কারাগারের দরজা। যমুনার উত্তাল জল পেরিয়ে বাসুদেব নবজাতক কৃষ্ণকে পৌঁছে দিলেন গোকুলে। সেখানে নন্দরাজ ও যশোদার ঘরে শুরু হল তাঁর শৈশব। সেই থেকে কৃষ্ণ মানেই শুধু দেবতা নন;তিনি কখনও মায়ের কোলে থাকা শিশু, কখনও দুষ্টু গোপাল, কখনও বাঁশিওয়ালা রাখাল, আবার কখনও ধর্মের পথ দেখানো সারথি।

এই বহুরূপী কৃষ্ণই জন্মাষ্টমীর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। জন্মাষ্টমীর দিন অনেক বাঙালি বাড়িতে যেন ঘরটিই হয়ে ওঠে ছোট্ট নন্দালয়। কেউ মাটির কৃষ্ণমূর্তি আনেন, কেউ সাজান পুরনো পারিবারিক গোপালকে। ছোট্ট দোলনা সাজানো হয় ফুল, বেলপাতা, তুলসী আর রঙিন কাপড়ে। শিশুরা নতুন পোশাকে সেজে ওঠে কৃষ্ণ বা রাধার সাজে। কারও হাতে ছোট্ট বাঁশি, কারও মাথায় ময়ূরের পালক। মায়ের হাতে তৈরি হয় ভোগ। ঠাকুরঘর থেকে ভেসে আসে ধূপের গন্ধ। এই আয়োজনের মধ্যে কোথাও যেন মিশে থাকে শৈশবের স্মৃতিও। যে শিশু আজ কৃষ্ণ সেজেছে, কয়েক বছর পর হয়তো সেই শিশুই নিজের সন্তানের জন্য সাজাবে ছোট্ট গোপালকে। এভাবেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বয়ে চলে উৎসবের ঐতিহ্য। জন্মাষ্টমী মানেই শুধু পুজো নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালির রসনাও। তালের বড়া, নারকেল নাড়ু, তিলের নাড়ু, ক্ষীর, মালপোয়া;বাড়ির রান্নাঘরে একের পর এক পদ তৈরি হতে থাকে। কোথাও দুধ-মাখন দিয়ে সাজানো হয় ভোগের থালা। কোথাও আবার পরিবারের পুরনো রেসিপি মেনে তৈরি হয় বিশেষ প্রসাদ। রান্নাঘরে তখন ব্যস্ততা, ঠাকুরঘরে পুজোর প্রস্তুতি আর উঠোনে শিশুদের কোলাহল। ধর্মীয় আচার আর বাঙালির ঘরোয়া সংস্কৃতি;দুইয়ের মেলবন্ধনেই যেন পূর্ণতা পায় জন্মাষ্টমী। দিনের কোলাহল ধীরে ধীরে থেমে যায়। রাত বাড়ে। মন্দিরে ভক্তদের ভিড় আরও ঘন হয়। কেউ জপ করছেন, কেউ কীর্তনে মগ্ন। কারও চোখ বন্ধ, ঠোঁটে কৃষ্ণনাম। কেউ আবার নিঃশব্দে বসে অপেক্ষা করছেন জন্মমুহূর্তের। তারপর আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। শঙ্খ বেজে ওঠে। কাঁসর-ঘণ্টার ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে মন্দির। উলুধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। ভক্তদের কণ্ঠে ওঠে জয়ধ্বনি। দোলনায় দুলতে থাকেন ছোট্ট গোপাল। কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন পুরাণ আর বর্তমানের দূরত্ব মুছে যায়। মনে হয়, হাজার হাজার বছর আগের সেই মথুরার রাত যেন ফিরে এসেছে আজকের বাংলার কোনও এক মন্দিরে। কৃষ্ণের সবচেয়ে আপন রূপ হয়তো তাঁর শিশুরূপ। মাখন চুরি করা দুষ্টু কানাই, গোপীদের সঙ্গে খেলা, যশোদার বকুনি; এই গল্পগুলির মধ্যে দেবত্বের পাশাপাশি আছে এক আশ্চর্য মানবিকতা। তাই কৃষ্ণকে ঘিরে মানুষের আবেগ এত গভীর। একজন মায়ের কাছে তিনি সন্তান। শিশুর কাছে তিনি খেলার সঙ্গী। ভক্তের কাছে তিনি আরাধ্য। আর জীবনের কঠিন সময়ে তিনি আশ্রয়ের প্রতীক। সম্ভবত সেই কারণেই জন্মাষ্টমীর আনন্দ এতটা ঘরোয়া, এতটা আপন। কৃষ্ণের জীবন শুধু অলৌকিক কাহিনিতে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কর্তব্য, সত্য, ন্যায় ও মানবিকতার শিক্ষা। মহাভারতের রণক্ষেত্রে অর্জুন যখন দ্বিধাগ্রস্ত, তখন কৃষ্ণ তাঁকে কর্তব্যের পথে এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন। সেই শিক্ষা আজও মানুষের জীবনে প্রাসঙ্গিক; পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক, সত্য ও কর্তব্যের পথ থেকে সরে না দাঁড়ানোর শিক্ষা। তাই জন্মাষ্টমীর আলো কেবল মন্দিরের প্রদীপে নয়। মানুষের চিন্তায়, আচরণে এবং মূল্যবোধেও সেই আলো জ্বলে উঠুক;এই প্রত্যাশাই হয়তো উৎসবের সবচেয়ে বড় তাৎপর্য। গ্রাম ও শহরের ব্যস্ততা বেড়েছে। বদলেছে মানুষের জীবনযাত্রা। উৎসব পালনের ধরনও বদলেছে। তবু জন্মাষ্টমীর রাতে কোথাও না কোথাও আজও বাজে বাঁশি। কোনও মন্দিরে, কোনও গ্রামের উঠোনে, কোনও গৃহস্থের ঠাকুরঘরে কিংবা কোনও শিশুর কল্পনার জগতে। মধ্যরাত পেরিয়ে যখন কৃষ্ণের জন্মোৎসব শেষ হয়, তখনও ভক্তির আবেশ কাটে না। মনে হয়, অন্ধকার যতই ঘন হোক, তার বুক চিরে একদিন না একদিন আলো আসবেই। সেই আলোর নাম কৃষ্ণ। সেই অপেক্ষার নাম জন্মাষ্টমী। আর সেই বিশ্বাসই হয়তো যুগের পর যুগ ধরে মানুষকে বলে এসেছে; অন্যায় যত শক্তিশালীই হোক, সত্যের আলো একদিন পথ খুঁজে নেবেই।

ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামীর প্রয়াণ দিবস পালিত

সকালের শিরোনাম
রাজকুমার ঘোষ
কালনা

মানুষের আপনজন হয়ে ওঠা বিশিষ্ট প্রবীণ চিকিৎসক প্রয়াত ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামীর ষষ্ঠ প্রয়াণ দিবসে শুক্রবার তাঁহাকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানানো হয়। ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে কালনা শহরে প্রয়াত চিকিৎসকের মূর্তির পাদদেশে এই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রয়াত ডাক্তারের প্রতিকৃতি ও মূর্তিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান তাঁর স্ত্রী তথা স্মৃতি রক্ষা কমিটির অন্যতম সদস্য মালবিকা গোস্বামী এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মানিক লাল গুহ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তাঁর অগণিত গুণগ্রাহী এবং তিনি যে আদর্শের অনুসারী ছিলেন, সেই বামপন্থী আন্দোলনের বহু কর্মী ও সমর্থকরা। স্মৃতি রক্ষা কমিটির সম্পাদক অলোক রায় এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন এবং সেখান থেকেই আগামী দিনের একাধিক কর্মসূচির কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন। তিনি জানান, আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর প্রয়াত ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামীর ৭৭তম জন্মদিন উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ২০ সেপ্টেম্বর (রবিবার) সকাল ১১টায় স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হবে। ২১ সেপ্টেম্বর (সোমবার) বেলা সাড়ে তিনটেয় চিকিৎসকের জীবন ও আদর্শ নিয়ে একটি বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

৪০৪ ছাত্রী, একজনও স্থায়ী শিক্ষক নেই!

অতিথি শিক্ষক আর গ্রামের যুবকদের ভরসায় চলছে স্কুল

সকালের শিরোনাম
সঞ্জীব মল্লিক
পাত্রসায়ের

বিদ্যালয় ভবন তৈরি হয়েছিল প্রায় চার দশক আগে। কিন্তু শিক্ষক না থাকায় দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল পঠন-পাঠন। ২০১৫ সালে সরকারিভাবে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হলেও পঠন-পাঠন করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে গ্রামের মানুষের চাপে ২০২৪ সালে শুরু হয় পড়াশোনা। কিন্তু দু'বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও একজনও স্থায়ী শিক্ষক পাননি বালসি গার্লস জুনিয়র হাই স্কুলের পড়ুয়ারা। ফলে অতিথি শিক্ষক, আর কখনও গ্রামের শিক্ষিত যুবকদের সাহায্যেই চলছে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন। পাত্রসায়েরের বালসি গার্লস জুনিয়র হাই স্কুল। স্থানীয়দের দাবি, বামফ্রন্ট আমলে স্থানীয় সাংসদ ও বিধায়কের তহবিল থেকে বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়। আনুমানিক ১৯৮০ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে ভবন নির্মাণ হলেও দীর্ঘদিন বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন শুরু করা সম্ভব হয়নি। ২০১৫ সালে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পেলেও শিক্ষক না থাকায় কার্যত চালু হয়নি স্কুল। অবশেষে ২০২৪ সালে গ্রামের মানুষের উদ্যোগে শুরু হয় বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন। শুরু থেকেই অবসরপ্রাপ্ত মাত্র তিনজন অতিথি শিক্ষককে নিয়ে চালু হয় স্কুল। বর্তমানে পঞ্চম থেকে অষ্টম,এই চারটি শ্রেণিতে পড়ুয়ার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০৪ জন। কিন্তু এত বিপুল সংখ্যক ছাত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক তো দূরের কথা, এখনও পর্যন্ত বিদ্যালয়ে নেই একজনও স্থায়ী শিক্ষক। শিক্ষকদের মতে, ৪০৪ জন ছাত্রীর জন্য অন্তত ৮ থেকে ১০ জন শিক্ষক প্রয়োজন। অথচ অতিথি শিক্ষকদের উপরেই নির্ভর করে চলছে চারটি শ্রেণির পড়াশোনা। শুধু শিক্ষকই নয়, বিদ্যালয়ে নেই কোনও ক্লার্ক কিংবা গ্রুপ-ডি কর্মীও। এমনকি স্কুলের ঘণ্টা দেওয়ার কাজও করতে হচ্ছে ছাত্রীদেরই। বিদ্যালয়ের ভবনের একের পর এক দেয়ালে বড় বড় ফাটল। তাতেও সমস্যা বাড়ছে শিক্ষক থেকে ছাত্রীদের। এদিকে, বালসি ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ছাত্রীদের জন্য এই বিদ্যালয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কাছাকাছি এলাকায় মেয়েদের জন্য আর কোনও হাই স্কুল নেই। উচ্চশিক্ষার জন্য পাত্রসায়েরের স্কুলে যেতে হয়, যা এই এলাকা থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে। বিদ্যালয়ের এই পরিস্থিতি দেখে কখনও কখনও গ্রামের শিক্ষিত যুবকরাও এগিয়ে আসছেন। নিজেদের উদ্যোগে স্কুলে এসে ছাত্রীদের ক্লাসও নিচ্ছেন তাঁরা। মিড-ডে মিলের ব্যবস্থা রয়েছে বিদ্যালয়ে। কিন্তু শিক্ষকের অভাবে পঠন-পাঠনের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগে পড়ুয়া, অভিভাবক এবং শিক্ষকরা। শিক্ষকদের একাংশের অভিযোগ, দীর্ঘদিন শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া থমকে থাকা এবং শিক্ষা ব্যবস্থার নানা সমস্যার কারণেই এই বিদ্যালয় এতদিন বঞ্চিত হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগ না হওয়ায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরেও শুরু করা যায়নি পঠন-পাঠন। আর পড়াশোনা শুরু হওয়ার পরেও স্থায়ী শিক্ষকের পরিবর্তে অতিথি শিক্ষকদের উপরেই নির্ভর করতে হচ্ছে। এখন নতুন সরকারের কাছে একটাই দাবি,বালসি গার্লস জুনিয়র হাই স্কুলে দ্রুত স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করা হোক। ছাত্রীদেরও একই দাবি, পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় তাঁদের পড়াশোনায় সমস্যা হচ্ছে। তাই নতুন সরকার বিদ্যালয়ের দিকে নজর দিক এবং স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করে স্কুলের পঠন-পাঠনের পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করুক। গ্রামের মানুষের কথায়,ভালো কিছুর আশাতেই মানুষ পরিবর্তন চেয়েছে। এখন তাঁদের আশা, নতুন সরকার এই বিদ্যালয়ের ৪০৪ জন ছাত্রীর ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে দ্রুত পদক্ষেপ করবে। চার দশকের অপেক্ষার পর স্কুল চালু হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এখনও কাটেনি শিক্ষকের সংকট। এবার বালসি গার্লস জুনিয়র হাই স্কুলের ৪০৪ ছাত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে সরকার কী পদক্ষেপ করে, সেটাই দেখার।

নৌকা চালিয়ে বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে প্রতিমন্ত্রী

সকালের শিরোনাম
সঞ্জীব মল্লিক
সোনামুখী

ডিভিসি'র ছাড়া জলে প্লাবিত নদী তীরবর্তী এলাকা। কোথাও বাড়িতে জল, কোথাও আবার এক কোমর জলের তলায় বিঘার পর বিঘা চাষের জমি। সবজি ও ধান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় মাথায় হাত কৃষকদের। এই পরিস্থিতিতে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে এবার নৌকা নিজেই চালিয়ে বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন রাজ্যের বন, সমবায় ও পরিবেশ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী তথা সোনামুখীর বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামী। বাঁকুড়ার সোনামুখী ব্লকের নদী তীরবর্তী উত্তর নিত্যানন্দপুর, সমিতি মান এবং কেনেটি মান;এই তিনটি এলাকা বর্তমানে জলমগ্ন। স্থানীয়দের দাবি, ডিভিসির জল ছাড়ার পর থেকেই পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। গতকাল বেশ কয়েকটি বাড়িতেও জল ঢুকে পড়ে। জলমগ্ন হয়ে পড়েছে এলাকার কয়েকশো বিঘা কৃষিজমি। এই জমিগুলিতেই এখন রয়েছে পটল, ঝিঙে, কুন্দরি, বরবটি, ঘিকরলা-সহ বিভিন্ন ধরনের সবজি। পাশাপাশি জলের তলায় রয়েছে ধানের জমিও। কৃষকদের আশঙ্কা, দীর্ঘদিন জল জমে থাকলে ফসল পচে নষ্ট হয়ে যাবে। জল নামার পর তীব্র রোদ পড়লে অবশিষ্ট ফসলও নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কৃষকদের বক্তব্য, অনেকেই মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে চাষ করেছেন। ফসল নষ্ট হলে ঋণ শোধ করবেন কীভাবে, তা নিয়েই এখন দুশ্চিন্তায় তাঁরা। এই পরিস্থিতির খবর পেয়ে দুর্গত এলাকায় পৌঁছন প্রতিমন্ত্রী দিবাকর ঘরামী। নিজের নৌকা নিজেই চালিয়ে জলমগ্ন এলাকায় ঘুরে দেখেন তিনি। কথা বলেন দুর্গত মানুষ ও কৃষকদের সঙ্গে।

সরেজমিনে পরিদর্শন করেন জলমগ্ন কৃষিজমি। দুর্গতদের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি, ভবিষ্যতে যাতে এই এলাকায় বারবার জল ঢুকে মানুষের বাড়িঘর ও কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তার জন্য স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ নেওয়ার কথাও জানান তিনি। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং জেলাশাসকের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে আশ্বাস দেন প্রতিমন্ত্রী। তবে ক্ষোভও রয়েছে কৃষকদের মধ্যে। তাঁদের অভিযোগ, গত ১৫ বছর ধরে তৃণমূল সরকারের আমলে বহু নেতা-মন্ত্রী এই এলাকায় এসে পরিস্থিতি পরিদর্শন করেছেন, প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। কিন্তু স্থায়ী সমাধান হয়নি। এবার নতুন সরকারের কাছে তাই তাঁদের প্রত্যাশা, শুধু পরিদর্শন নয়;সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বাস্তব পদক্ষেপ করা হবে। জলের তলায় ফসল, মাথায় ঋণের বোঝা;এই পরিস্থিতিতে এখন একটাই প্রশ্ন কৃষকদের, কবে মিলবে এই জলযন্ত্রণার স্থায়ী সমাধান?

দুর্গাপুজোর পরিচালনা নিয়ে উত্তেজনা, তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে জখম একাধিক

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
ডোমজুড়

দুর্গাপুজোর পরিচালনা কমিটিতে কারা থাকবেন, তা নিয়ে উত্তেজনা ছড়াল হাওড়ার ডোমজুড়ের রাজাপুর জাগদাপোতা এলাকায়। বারোয়ারি দুর্গাপুজোর পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে বচসা থেকে সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়। ঘটনায় একাধিক জন জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশবাহিনী। পরে মোতায়েন করা হয় র্যা পিড অ্যাকশন ফোর্স (র্যা ফ)। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজাপুর জাগদাপোতা এলাকার ওই বারোয়ারি দুর্গাপুজো দীর্ঘদিনের। চলতি বছর পুজোর পরিচালনা এবং কমিটির দায়িত্ব কারা নেবেন তা নিয়ে কয়েকদিন ধরেই দুই পক্ষের মতবিরোধ চলছিল। বৃহস্পতিবার সেই বিরোধ প্রকাশ্যে সংঘর্ষের রূপ নেয়। দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির পাশাপাশি ইট-পাটকেল ছোঁড়ারও অভিযোগ উঠেছে। বিজেপির স্থানীয় কর্মী বিক্রম আদকের অভিযোগ, এলাকার একটি মন্দিরে খুঁটিপুজোর মাধ্যমে দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল। তাঁদের কর্মীরা সেই কাজের দেখভাল করছিলেন। অভিযোগ, পরে সেখানে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে উত্তেজনা তৈরি হয়। বিজেপির দাবি, এবার স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ে পুজো আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে, তৃণমূলের স্থানীয় নেতা-কর্মীদের অভিযোগ, ওই বারোয়ারি পুজোর সঙ্গে তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত। তাঁদের দাবি, বিজেপি পরিকল্পিতভাবে পুজোর পরিচালনার দায়িত্ব নিজেদের হাতে নেওয়ার চেষ্টা করছে। সেই নিয়েই এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। এদিকে, গন্ডগোলের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। পরবর্তী সময়ে এলাকায় র্যা ফ মোতায়েন করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। নতুন করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে জন্য এলাকায় নজরদারি চালানো হচ্ছে।

Sakaler sironam...18 August......2026_Layout 1 05-09-2026 06:42 Page 12

রোহিতের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা ওড়াল বিসিসিআই

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মুম্বই

মাসের শেষভাগে রাজকোট ও আমেদাবাদে সফরকারী অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলেও তাঁর জায়গা নিশ্চিত হয়েছিল। কিন্তু শ্রীলঙ্কা সফরের সময় প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে যাবতীয় জল্পনা এক ঝটকায় উড়িয়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (বিসিসিআই)। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে আয়োজিত বোর্ডের উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকের পর রোহিতের অবসর সংক্রান্ত গুঞ্জনকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেন বিসিসিআইয়ের যুগ্ম সচিব দেবজিৎ শইকিয়া। প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর, নতুন ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট ভিভিএস লক্ষ্মণ এবং দুই অধিনায়ক শুভমান গিল ও শ্রেয়স আইয়ারের উপস্থিতিতে আয়োজিত এই বৈঠকের পর শইকিয়া স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যে, একদিনের দলে রোহিতের স্থান নিয়ে কোনো সংশয় বা আলোচনা হয়নি। সদ্যসমাপ্ত ইংল্যান্ড সফরে লর্ডসের মাঠে তৃতীয় একদিনের ম্যাচে ১১০ বলে ১৩৮ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলে সমালোচকদের জবাব দিয়েছিলেন ৩৯ বছর বয়সি এই ওপেনার। সেই পারফরম্যান্সের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বোর্ড সচিব সাফ জানান, শেষ ম্যাচেই যিনি চোখধাঁধানো শতরান করেছেন, তাঁর যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা বা বাইরের জল্পনায় কান দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই। টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিদায়ের পর রোহিত কি ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপ পর্যন্ত খেলা চালিয়ে যেতে পারবেন;এই নিয়ে ক্রিকেট মহলে দীর্ঘদিন ধরেই জোর বিতর্ক চলছে। পাশাপাশি প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর ও কোচ গম্ভীরের সঙ্গে দ্রুত দলবদলের প্রক্রিয়া নিয়ে বোর্ডের শীর্ষকর্তাদের একাংশের টানাপোড়েনের ইঙ্গিতও মিলছিল ৄ

তবে পর্যালোচনা বৈঠকের পর বোর্ড স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে, সামনে থাকা ব্যস্ত আন্তর্জাতিক সূচি এবং দলের প্রস্তুতির কৌশল নির্ধারণই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। আসন্ন আফগানিস্তান সিরিজ, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে একদিনের ও টি-টোয়েন্টি ম্যাচ, গুরুত্বপূর্ণ নিউজিল্যান্ড সফর এবং পরবর্তীতে অস্ট্রেলিয়ায় পাঁচ টেস্টের বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির মতো কঠিন লড়াইয়ের আগে দলে অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক তৈরি করতে নারাজ বোর্ড কর্তারা। যশস্বী জয়সওয়ালের মতো তরুণ প্রতিভাবান ওপেনার উঠে এলেও সাদা বলের ক্রিকেটে রোহিতের আক্রমণাত্মক ভূমিকা এখনও দলের ভরসার অন্যতম স্তম্ভ। ব্যক্তিগত ছন্দ, শারীরিক সক্ষমতা এবং ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে অধরা বিশ্বকাপ জয়ের লক্ষ্যকে সামনে রেখে রোহিতও নিজের পারফরম্যান্স দিয়ে দলে টিকে থাকার বার্তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

ইউএস ওপেনে ইনফ্লুয়েন্সারদের দাপটে ক্ষুব্ধ ওসাকা-পেগুলা

সকালের শিরোনাম
ক্রীড়া প্রতিবেদক
নিউ ইয়র্ক

ঐতিহ্যবাহী ইউএস ওপেনের আসরে সামাজিক মাধ্যমের ইনফ্লুয়েন্সার ও কনটেন্ট নির্মাতাদের অবাধ প্রবেশাধিকার ঘিরে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল আন্তর্জাতিক টেনিস মহলে। তরুণ প্রজন্মের দর্শকদের আকৃষ্ট করতে টুর্নামেন্ট কর্তৃপক্ষের ঢালাও সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কৌশল কোর্টের মধ্যে সরাসরি খেলায় ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে বলে আয়োজকদের কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন একাধিক তারকা খেলোয়াড়। এবার দর্শক সংখ্যার বিপুল বৃদ্ধির কারণে মূল ড্র ১৫ দিনে সম্প্রসারিত করা হয়েছিল এবং মিক্সড ডাবলস টুর্নামেন্টকে আগেই পৃথকভাবে আয়োজন করা হয়। সমাজমাধ্যমে খেলার প্রচার বাড়াতে এটিপি-ও টিকটকের সঙ্গে অংশীদারি বৃদ্ধি করেছিল, যার জেরে প্রায় ১০০ জন কনটেন্ট ক্রিয়েটরকে টুর্নামেন্টে বিশেষ অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড বা ছাড়পত্র দেয় আয়োজক সংস্থা ইউএসটিএ। কিন্তু কোর্টের শালীনতা ও টেনিস শিষ্টাচার ভেঙে ম্যাচ চলাকালীন ইনফ্লুয়েন্সারদের রিল তৈরি, চিৎকার এবং ছবি তোলার জন্য লাইট ব্যবহারের ঘটনায় এবার চূড়ান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করলেন নাওমি ওসাকা ও জেসিকা পেগুলাদের মতো প্রথম সারির তারকারা। চার বারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম চ্যাম্পিয়ন নাওমি ওসাকা নিজের প্রথম ও দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে ইনফ্লুয়েন্সারদের বিশৃঙ্খলায় চরম বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন, ক্ষ্মআপনি যদি কোনো খেলার আসরে আসেন, তবে সেই খেলাটিকে সম্মান জানাতে হবে। নিজেদের নির্দিষ্ট দর্শকদের কাছে টেনিস খেলাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য এটা ভালো উদ্যোগ হতে পারে ঠিকই, কিন্তু পরিস্থিতি আরও অনেক ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত ছিল; বিশেষ করে আমার প্রথম রাউন্ডের ম্যাচের মতো সময়ে।ক্ষ্ম তিনি আরও অভিযোগ করেন, ক্ষ্মসাধারণত আমি কেবল কোর্ট আর খেলার ওপরই মনঃসংযোগ রাখি। কিন্তু একটা মুহূর্তে ওখান থেকে কিছু লোক তীব্র চিৎকার করছিল এবং তা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল। আমার মনে হয় এতে আমার প্রতিপক্ষেরও মনঃসংযোগ নষ্ট হয়েছে।ক্ষ্ম একই সুরে ২০২৪ সালের ইউএস ওপেনের রানার্স-আপ জেসিকা পেগুলা বিষয়টির সীমালঙ্ঘন নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ক্ষ্মইউএস ওপেনের আবহ তুলে ধরার জন্য ইনফ্লুয়েন্সাররা আসছেন, সেটা প্রশংসনীয় হতে পারে। কিন্তু যখন দেখা যায় খেলোয়াড়দের সার্ভ করার সময় তারা ছবি তোলার জন্য সেলফি লাইট ব্যবহার করছে, তখন সেটা মেনে নেওয়া কঠিন। নিচে খেলোয়াড়রা নিজেদের সর্বস্ব দিয়ে পারফর্ম করার লড়াই করছেন, এটা তাঁদের রুটিরুজি এবং পেশা। এমন আচরণ একপ্রকার অসম্মানজনক। আমার মনে হয় পরিস্থিতি এবার সত্যিই মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে।ক্ষ্ম প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন দানিল মেদভেদেভও স্পষ্ট জানান, খেলার প্রসার ভালো হলেও কোর্টে পয়েন্ট চলার সময় আলো ফেলে বা আওয়াজ করে খেলোয়াড়দের মনোযোগ নষ্ট করা কখনই কাম্য নয়।

বয়স ভাঁড়ানোর অভিযোগে কড়া পদক্ষেপ বিসিসিআই-এর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
কলকাতা

ভারতীয় ঘরোয়া ও বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে বয়স কারচুপি এবং ভুয়ো নথিপত্রের রমরমা রুখতে নজিরবিহীন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করল ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (বিসিসিআই) এবং ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গল (সিএবি)। বয়স সংক্রান্ত নথিতে মারাত্মক অসঙ্গতি ধরা পড়ায় বাংলার লেগ স্পিনার রোহিত যাদবকে দু'বছরের জন্য সব ধরনের ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে নির্বাসিত করেছে বিসিসিআই। মূল বাসিন্দা উত্তরপ্রদেশের হলেও বাংলার হয়ে খেলা এই তরুণ স্পিনার গত জুলাই মাসে শ্রীলঙ্কা সফরে অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলের হয়ে নজরকাড়া পারফরম্যান্স করেছিলেন এবং দ্বিতীয় টেস্টে ছয় উইকেট নিয়ে ভারতকে জেতাতে সাহায্য করেছিলেন। এমনকি চলতি মাসের শেষভাগে রাজকোট ও আমেদাবাদে সফরকারী অস্ট্রেলিয়া অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলেও তাঁর জায়গা নিশ্চিত হয়েছিল। কিন্তু শ্রীলঙ্কা সফরের সময় নথি যাচাই করতেই রোহিতের নথিপত্রে চরম জালিয়াতি ধরা পড়ে। তাঁর নামে ২০০৭, ২০০৯ এবং ২০১০ সালের পৃথক তিনটি জন্মের প্রমাণপত্র পাওয়া গিয়েছে। একই সঙ্গে তাঁর নাগরিক পরিচয়পত্র সংক্রান্ত নথিতেও জন্মসাল বারবার বদল করার মতো চাঞ্চল্যকর অসঙ্গতি মেলে। সিএবি-তে নিবন্ধনের সময় ২০০৭ সাল উল্লেখ থাকলেও কেন্দ্রীয় সরকারি পরিচয় নথিতে কখনো ২০০৬ এবং পরবর্তীতে তা বদলে ২০০৯ করা হয়েছিল। বিষয়টির সত্যতা প্রমাণিত হতেই সিএবি ভারতীয় বোর্ডকে অবহিত করে এবং বোর্ডের পক্ষ থেকে সমস্ত রাজ্য সংস্থাকে চিঠি দিয়ে রোহিতকে আগামী দুই বছরের জন্য নিষিদ্ধ করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। শুধু রোহিত একাই নন, রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার নথিপত্র স্ক্রুটিনি অভিযানে একযোগে ৬২ জন ক্রিকেটারের ওপর নেমে এসেছে শাস্তির খাঁড়া। নথি জালিয়াতি ও বয়সের বিরাট ফারাক ধরা পড়ায় এই ৬২ জন খেলোয়াড়কে ২০২৬-২৭ এবং ২০২৭-২৮ মরশুমের জন্য কোনো টুর্নামেন্টে নিবন্ধন বা দলবদলের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলে ঘোষণা করেছে সিএবি। এই কালো তালিকাভুক্ত খেলোয়াড়দের মধ্যে রয়েছেন ২০২২ সালের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাঁহাতি পেসার রবি কুমার। সিএবি-র নিজস্ব রেকর্ডের সঙ্গে রবির বয়সের নথিপত্রে প্রায় ৪৫ মাসের বিরাট ফারাক চিহ্নিত করা হয়েছে। এই তালিকায় রয়েছেন তিনটি প্রথম শ্রেণি এবং দুটি লিস্ট-এ ম্যাচ খেলা বাঁহাতি স্পিন অলরাউন্ডার বিশাল ভাট্টিও। বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে বহু খেলোয়াড়ের নথিতে কয়েক বছরের মারাত্মক অসঙ্গতি সামনে এসেছে। ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রক সংস্থার জিরো টলারেন্স নীতি মেনে সিএবি তাদের ওয়েবসাইটে এই সমস্ত অভিযুক্ত খেলোয়াড়ের তালিকা প্রকাশ করেছে। ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাথমিক স্তর থেকেই অসদুপায় দূর করতে এবং যোগ্য কমবয়সী খেলোয়াড়দের অধিকার সুরক্ষিত রাখতেই এই কঠোর অবস্থান নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ক্রিকেট প্রশাসন।

এশিয়ান গেমসে পদক জয়ের লক্ষ্যে দিল্লি ও ভোপালে ভারতীয় শুটারদের চূড়ান্ত শিবির

জাপানের আইচি-নাগোয়ায় আসন্ন এশিয়ান গেমসে নিখুঁত পারফরম্যান্স ও সাফল্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় শুটিং দলের জন্য জোরদার প্রস্তুতি শিবিরের আয়োজন করল ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া (এনআরএআই)। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে জাপানে শুরু হতে চলা এই মেগা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি ভাগ করে দেওয়া হয়েছে ভোপালের মধ্যপ্রদেশ স্টেট শুটিং অ্যাকাডেমি এবং দিল্লির ড. কার্নি সিং শুটিং রেঞ্জের মধ্যে। ক্রীড়াসূচি অনুযায়ী, রাইফেল ও পিস্তল বিভাগের নির্বাচিত শুটাররা ৫ থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভোপালে নিবিড় প্রশিক্ষণ চালাবেন।

অন্যদিকে দিল্লির কার্নি সিং রেঞ্জে শুক্রবার থেকেই শুরু হয়েছে স্কিট ইভেন্টের বিশেষ শিবির এবং ট্র্যাপ শুটারদের প্রস্তুতি পর্ব চলবে আগামী ১০ থেকে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতি প্রসঙ্গে এনআরএআই-এর হাই পারফরম্যান্স ডিরেক্টর পিয়ের বুশঁ জানিয়েছেন, অনুশীলনের পরিমাণ বৃদ্ধির চেয়েও এই মুহূর্তে খেলোয়াড়দের একাগ্রতা, মানসিক প্রস্তুতি ও প্রযুক্তিগত সূক্ষ্মতা বাড়ানোই শিবিরের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, ক্ষ্মএই পর্বে আমাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ কেবল অনুশীলনের পরিমাণের ওপর না রেখে লক্ষ্যভেদ, মানসিক স্থিতি এবং কৌশলের সূক্ষ্ম রূপান্তরের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সচিনের মতো দীর্ঘমেয়াদি ক্রিকেট ভবিষ্যৎ চাই, বৈভবকে নিয়ে সতর্কবার্তা বিসিসিআই-এর

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মুম্বই

মাত্র পনেরো বছর বয়সেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সাড়া ফেলে দেওয়া তরুণ ব্যাটিং প্রতিভা বৈভব সূর্যবংশীকে নিয়ে অত্যন্ত সতর্ক ও দূরদর্শী পদক্ষেপ নিতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (বিসিসিআই)। কোনোভাবেই যাতে সে 'এক সিরিজ বা এক বছরের বিস্ময়' হয়ে হারিয়ে না যায়, বরং কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকরের মতো দেশের হয়ে কয়েক দশক ধরে সফল ও ধারাবাহিক ক্রিকেট খেলতে পারে, সেই লক্ষ্যেই তাকে তৈরি করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে বিসিসিআইয়ের সদর দপ্তরে আয়োজিত এক উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকের পর এই বার্তা স্পষ্ট করেন বোর্ডের সচিব দেবজিৎ শইকিয়া। টেস্ট ও একদিনের অধিনায়ক শুভমান গিল, টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার, প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর এবং সেন্টার অব এক্সিলেন্সের প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণের উপস্থিতিতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে শইকিয়া বলেন, ক্ষ্মবিসিসিআই এই বিষয়ে গর্ব করতেই পারে যে আমরা মাত্র ১৫ বছর বয়সি একজন খেলোয়াড়কে তুলে ধরছি, যে ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক স্তরে নিজের ছাপ ফেলেছে। তবে আমরা অত্যন্ত সতর্ক যে সে যেন সামনে প্রতিটা পদক্ষেপ ঠিকঠাক ফেলে, যাতে তাকে কোনো এক সিরিজ বা এক বছরের বিস্ময় হয়ে থেমে যেতে না হয়। আমরা চাই বৈভব সূর্যবংশী বা তার মাপের যেকোনো খেলোয়াড় দীর্ঘ পথ ধরে চলুক এবং দেশের হয়ে সেভাবেই খেলুক, যেমনটা একসময় দেশকে সেবা দিয়ে গেছেন সচিন তেন্ডুলকর কিংবা অতীতের অন্যান্য কিংবদন্তিরা। তাই আমরা বৈভবকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছি। তার আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের প্রতিটি পদক্ষেপ এবং প্রতিটি দিক খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। বিসিসিআই তার ভবিষ্যতের দিকে অত্যন্ত গভীর নজর রাখছে।ক্ষ্ম এত অল্প বয়সেই ব্যাট হাতে একের পর এক অবিশ্বাস্য নজির গড়ে তুলেছে বৈভব। সম্প্রতি মাত্র ১৫ বছর ১৫৭ দিন বয়সে দুলীপ ট্রফির ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ ব্যাটার হিসেবে অর্ধশতরান হাঁকিয়ে ৫৭ বছরের পুরনো রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে সে। জাতীয় দলের জার্সিতে জিম্বাবোয়ে সফরে তিন ম্যাচে ১৫১ রান করে ভারতের ৩-০ সিরিজ জয়ে মুখ্য ভূমিকা নেয় এবং নিজের প্রথম আন্তর্জাতিক 'প্লেয়ার অব দ্য সিরিজ' খেতাব জেতে। এর আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতের হয়ে সর্বকনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক অভিষেক ঘটে তার। আইপিএল ২০২৬-এ রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে চোখধাঁধানো পারফরম্যান্সের জোরেই জাতীয় দলের দরজা খুলেছিল তার জন্য। সেই টুর্নামেন্টে ২৩৭.৩০ স্ট্রাইক রেটে একটি শতরান ও পাঁচটি অর্ধশতরান-সহ মোট ৭৭৬ রান সংগ্রহ করে শীর্ষ রানসংগ্রাহক হিসেবে অরেঞ্জ ক্যাপ জেতার পাশাপাশি এক মরশুমে সর্বাধিক ৭২টি ছক্কার নজির গড়েছিল এই বিস্ময়-কিশোর। মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার, এমার্জিং প্লেয়ার এবং সুপার স্ট্রাইকারের মতো একাধিক পুরস্কার জেতার পাশাপাশি বছরের শুরুতে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপেও ৪৩৯ রান করে টুর্নামেন্টের সেরা নির্বাচিত হয় সে। তবে দ্রুত আকাশছোঁয়া খ্যাতির মাঝে যাতে দিশাহারা না হয়ে পড়ে, সেজন্যই বোর্ড তার প্রতি বিশেষ নজর রাখছে এবং ভিভিএস লক্ষ্মণের তত্ত্বাবধানে তার সামগ্রিক দক্ষতা ও মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়েছে ক্রিকেট প্রশাসন।

> **মাত্র পনেরো বছর বয়সেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সাড়া ফেলে দেওয়া তরুণ ব্যাটিং প্রতিভা বৈভব সূর্যবংশীকে নিয়ে অত্যন্ত সতর্ক ও দূরদর্শী পদক্ষেপ নিতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (বিসিসিআই)। কোনোভাবেই যাতে সে 'এক সিরিজ বা এক বছরের বিস্ময়' হয়ে হারিয়ে না যায়, বরং কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকরের মতো দেশের হয়ে কয়েক দশক ধরে সফল ও ধারাবাহিক ক্রিকেট খেলতে পারে, সেই লক্ষ্যেই তাকে তৈরি করা হচ্ছে।**

২০২৭ বিশ্বকাপের মহড়া

দক্ষিণ আফ্রিকায় একদিনের সিরিজ খেলতে চায় ভারত

সকালের শিরোনাম
নিজস্ব প্রতিনিধি
মুম্বই

২০২৭ সালের একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপের প্রস্তুতিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে চার থেকে ছ'টি ম্যাচের একটি বিশেষ একদিনের আন্তর্জাতিক সিরিজ আয়োজনের উদ্যোগ নিল ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (বিসিসিআই)। মূল টুর্নামেন্ট শুরু হতে এখনও এক বছরের বেশি সময় বাকি থাকলেও দক্ষিণ আফ্রিকার আবহাওয়া ও পিচের সঙ্গে ভারতীয় দলকে মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ করে দিতেই এই পরিকল্পনা। বিসিসিআই ও জাতীয় দল পরিচালন সমিতি সূত্রে জানা গিয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ডের (সিএসএ) সঙ্গে এই বিষয়ে ইতিমধ্যে আনুষ্ঠানিক কথাবার্তা শুরু করেছে ভারতীয় বোর্ড। প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর এবং অধিনায়ক শুভমান গিলের নেতৃত্বাধীন টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে এই মর্মে সরাসরি একটি প্রস্তাব জমা পড়ার পরই আসরে নামে বিসিসিআই। ২০২৭ আইপিএল পরবর্তী ভারতীয় দলের ভবিষ্যৎ সফরসূচিতে যথেষ্ট ফাঁকা সময় থাকায় মেগা টুর্নামেন্টের ঠিক প্রাক্কালে প্রোটিয়াদের ডেরায় এই দ্বিপাক্ষিক সিরিজ আয়োজন করা বেশ সুবিধাজনক বলেই মনে করা হচ্ছে। সিরিজের আলোচনার পাশাপাশি মেগা টুর্নামেন্টে নামার আগে খেলোয়াড়দের শারীরিক সক্ষমতা এবং ফিটনেসকেও সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। দলের স্ট্রেন্থ ও কন্ডিশনিং কোচ আদ্রিয়ান ল্য রু ইতিমধ্যেই ক্রিকেটারদের জন্য একটি বিশেষ দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক সক্ষমতা ও পরিচর্যার রূপরেখা তৈরি করেছেন। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে আয়োজিত বোর্ডের উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকে অধিনায়ক শুভমান গিলকে উপস্থিত রেখে খেলোয়াড়দের দৃষ্টিকোণ ও চাহিদার কথা সরাসরি শুনেছেন বোর্ড কর্তারা। বোর্ড চাইছে দল পরিচালন সমিতি, নির্বাচকমণ্ডলী ও খেলোয়াড়দের মধ্যে সমন্বয়ের কোনো ঘাটতি যেন না থাকে। বিশেষ করে দীর্ঘ চোট-আঘাতের ইতিহাস থাকা তারকা পেসার যশপ্রীত বুমরা এবং অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ডিয়ার মতো ক্রিকেটারদের ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে, যাতে মেগা আসরে ভারতীয় দলের প্রতিটি স্তম্ভকে সম্পূর্ণ ফিট অবস্থায় মাঠে নামানো সম্ভব হয়।

> **২০২৭ সালের একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপের প্রস্তুতিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে চার থেকে ছ'টি ম্যাচের একটি বিশেষ একদিনের আন্তর্জাতিক সিরিজ আয়োজনের উদ্যোগ নিল ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (বিসিসিআই)।**

স্বত্তাধিকারী ও মুদ্রক নিবেদিতা সিং কর্তৃক প্রকাশিত।। এল, এস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা -৭০০০১৫ কর্তৃক মুদ্রিত।। রেজিঃ অফিস - ২৫/২৬ জয়দেব এভিনিউ,বি - জোন , দুর্গাপুর - ৭১৩২০৫ ।। **সম্পাদক - সঞ্জয় কুমার সিং**।।
Printed & Published by Nibedita Singh on behalf of owner Nibedita Singh, Published from - 25/26 Joydeb Avenue, B - Zone, Durgapur - 713205. Printed at I.S .Publications Pvt. Ltd. 4 Canal West Road. Kolkata.700015
Editor - Sanjoy Kumar Singh. Contact sakalershironam@gmail.com